Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 12-05-2026 09:19 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৮ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ১২ মে ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৮৩ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

ফিরছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম !

নয়া জামানা ঃ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে দেশবাসীকে সতর্ক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, কোভিডের সময় যেভাবে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম', অনলাইন মিটিং ও ভিডিও কনফারেন্সের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা আবার চালু করার সময় এসেছে। জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হলে বাড়ি থেকেই কাজ করার অভ্যাস তৈরি করার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে জোরালো হয়েছে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' সংস্কৃতি।

শুভেন্দুকে নিয়ে সিনেমা

নয়া জামানা ঃ বাংলায় বিজেপি সরকার গঠনের পর টলিউডে নতুন আশার সুর অভিনেতা ঋষভ বসুর গলায়।তাঁর মতে, মেদিনিপুরের সাধারণ কর্মী থেকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওঠা শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক সফর যেন একেবারে সিনেমার গল্প।তাই শুভেন্দুকে কেন্দ্র করেই ভবিষ্যতে বড়পর্দায় ছবি বানানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন অভিনেতা। তাঁর কথায়,এই লড়াই, উত্থান আর জনসংযোগ সব মিলিয়ে দারুণ অনুপ্রেরণার গল্প।

চন্দ্রনাথ খুনে গ্রেপ্তার ৩

নয়া জামানা ঃ চন্দ্রনাথ রথ হত্যা মামলায় বড় সাফল্য পেল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিন ভাড়াটে শার্পশুটারকে।
তদন্তকারীরা জানান, খুনের পর পালানোর সময় ব্যবহৃত গাড়ির ফাস্টট্যাগ ট্র্যাক করেই অভিযুক্তদের হদিশ মেলে।বিহার-উত্তরপ্রদেশ সীমান্তের বক্সার এলাকা থেকে ময়াঙ্ক শর্মা,ভিকি সিং ও রাজবীর সিংকে আটক করা হয়। তদন্তে খুনের নেপথ্যের মূলচক্রীদের খোঁজে জোর দিয়েছে এসআইটি।

খতম সিন্ডিকেট রাজ!

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে সরকার বদলের পরই প্রশাসনে কড়া বার্তা। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগেই জেলাশাসক ও এসপিদের উদ্দেশে কঠোর নির্দেশিকা পাঠাল নবান্ন।সূত্রের খবর,সিন্ডিকেটরাজ, গরু পাচার ও বেআইনি দখলদারির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিতে বলা হয়েছে।আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কোনও রকম রাজনৈতিক প্রভাব যেন কাজ না করে সেই দিকেও নজর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনকে।

নবান্নে দায়িত্ব বণ্টনে বড় চমক

কার ঝুলিতে কোন দফতর

মানস দাস ● নয়া জামানা

বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার প্রশাসনিক কাজেও গতি আনতে শুরু করল নতুন বিজেপি সরকার। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।আর সেই বৈঠক থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেল নতুন সরকারের প্রশাসনিক রূপরেখা। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের পাশাপাশি সম্পন্ন হল মন্ত্রীদের দফতর বণ্টনও। কে কোন দায়িত্ব পেলেন, তা ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছেন বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁকে দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত দফতরের দায়িত্ব। পাশাপাশি প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন ও কৃষি বিপণনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরও তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে,
গ্রামীণ বাংলায় সংগঠন মজবুত করতেই দিলীপ ঘোষকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।অন্যদিকে বিজেপির অন্যতম পরিচিত মুখ অগ্নিমিত্রা পাল পেয়েছেন নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের দায়িত্ব। একইসঙ্গে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের দায়িত্বও তাঁর হাতে।
শহরাঞ্চল ও মহিলা ভোটব্যাঙ্কে প্রভাব বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।খাদ্য দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অশোক কীর্তনিয়াকে।রেশন ব্যবস্থা ও খাদ্য সরবরাহের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ দফতর এখন তাঁর কাঁধে। ফলে আগামী দিনে সরকারের জনমুখী ভাবমূর্তি গঠনে এই দফতরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও ক্রীড়া দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন নিশীথ প্রামাণিক।বিজেপির শক্ত ঘাঁটি উত্তরবঙ্গে সংগঠন আরও মজবুত করতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি ক্রীড়া দফতরের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গেও সংযোগ বাড়াতে চাইছে সরকার।এছাড়া আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ক্ষুদিরাম টুডুকে। জঙ্গলমহল ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে উন্নয়নমূলক কাজের গতি বাড়ানোর পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারেও এই দফতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকের পর দফতর বণ্টনের মাধ্যমে শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন নতুন সরকার দ্রুত কাজ শুরু করতে প্রস্তুত।একই সঙ্গে অঞ্চল ও সামাজিক ভারসাম্য বজায় রেখেই মন্ত্রিসভা সাজানো হয়েছে বলেও মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

১ জুন থেকে মিলবে

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে নারীকল্যাণে নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। আগামী ১ জুন থেকে চালু হতে চলেছে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের যোগ্য মহিলারা প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে।সোমবার নবান্ন সভাঘরে দলের বিধায়কদের সঙ্গে এক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বিধায়কদের নিজ নিজ এলাকায় প্রকল্প সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।বর্তমানে রাজ্যে চালু 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে সাধারণ শ্রেণিভুক্ত মহিলারা মাসে ১৫০০ টাকা এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মহিলারা ১৭০০ টাকা করে পান। নতুন প্রকল্পে এই সহায়তার পরিমাণ বাড়িয়ে ৩০০০ টাকা করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।নবান্ন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, নতুন প্রকল্পে জাতি, ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্য মহিলারা এই সুবিধা পাবেন। মূল্যবৃদ্ধির পরিস্থিতিতে এই অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা ও পারিবারিক ব্যয় সামলাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করছে প্রশাসন ও বিশেষজ্ঞ মহল।এছাড়াও পরিবহণ ক্ষেত্রেও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ১ জুন থেকে রাজ্যের সমস্ত সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কর্মজীবী মহিলা, ছাত্রী, নিত্যযাত্রী ও প্রবীণ মহিলারা এই সুবিধার আওতায় পড়বেন।প্রশাসনিক সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, প্রকল্প রূপায়ণের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আবেদন প্রক্রিয়া, যোগ্যতার মানদণ্ড ও সুবিধা প্রদানের পদ্ধতি নিয়ে শীঘ্রই বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রকাশ করবে নারী ও শিশু কল্যাণ দফতর। একইভাবে পরিবহণ দফতরও বিনামূল্যে বাস পরিষেবা কার্যকর করার জন্য আলাদা গাইডলাইন প্রকাশ করবে।

অভিষেকের জেড প্লাসে কোপ নবান্নের

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ নবান্নে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই প্রশাসনিক স্তরে একের পর এক বড় সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।আমলাদের সঙ্গে বৈঠকের পর এবার রাজনৈতিক নেতাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও কড়া অবস্থান নিল নতুন সরকার।আর সেই সিদ্ধান্তের কেন্দ্রবিন্দুতেই উঠে এলেন অভিষেক ব্যানার্জি।
সোমবার নবান্নে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু স্পষ্ট বার্তা দেন প্রয়োজন ছাড়া কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেওয়া হবে না। শুধুমাত্র প্রভাব বা স্টেটাস দেখানোর জন্য সরকারি অর্থ অপচয় বরদাস্ত করা হবে না।এর পরই প্রশাসনিক সূত্রে জানা যায়, এতদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে 'জেড প্লাস' নিরাপত্তা পেতেন তা পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে নতুন নিরাপত্তা কাঠামো ঠিক করবেন।আপাতত সিদ্ধান্ত হয়েছে, একজন সাংসদ হিসাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিয়ম অনুযায়ী যতটুকু নিরাপত্তা প্রাপ্য, শুধুমাত্র সেটুকুই থাকবে তাঁর জন্য।গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অভিষেকের যাতায়াতের সময় বিশাল পুলিশ বাহিনী, বিশেষ পাইলট কার, কমান্ডো মোতায়েন সব মিলিয়ে নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছিল।তবে নতুন সরকারের মতে, বাস্তব হুমকির মূল্যায়ন ছাড়া এত বড় নিরাপত্তা বহর আর রাখা হবে না।ইতিমধ্যেই তাঁর বাড়ি ও অফিসে থাকা স্ক্যানার সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।তুলে দেওয়া হয়েছে বাড়ির বাইরের পুলিশ পোস্টও। এবার রাজ্য পুলিশের স্পেশাল সিকিউরিটি ইউনিটের বড় অংশ প্রত্যাহার করা হতে পারে বলে খবর।রাজনৈতিক মহলেও এই সিদ্ধান্ত ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের অন্দরেই বহুদিন ধরে অভিষেকের বাড়তি নিরাপত্তা নিয়ে অসন্তোষ ছিল বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের একাংশের। নতুন সরকারের এই পদক্ষেপকে অনেকে 'ভিআইপি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বার্তা' বলেই মনে করছেন।

সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে

যাত্রা, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে সরকার গঠনের পরই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে উদ্যোগী হল বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর একাধিক জনমুখী ঘোষণার পাশাপাশি এবার মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাত্রার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জানানো হয়েছে, আগামী ১ জুন থেকে রাজ্যের সরকারি বাসে সফরের ক্ষেত্রে মহিলা যাত্রীদের কোনও ভাড়া দিতে হবে না।নির্বাচনী প্রচারের সময় বিজেপির পক্ষ থেকে প্রকাশিত সংকল্প পত্রে মহিলাদের জন্য বাসভাড়া মকুবের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তার কথাও ঘোষণা করা হয়। সরকার গঠনের পর সেই প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে নতুন সরকার। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী জানান, খুব শীঘ্রই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্প নিয়েও বিস্তারিত ঘোষণা করা হবে। যদিও এখনও পর্যন্ত এই সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি।মহিলাদের বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্তকে সাধারণ মানুষের একাংশ স্বাগত জানিয়েছে। বিশেষ করে কর্মজীবী মহিলা, ছাত্রী ও নিত্যযাত্রীদের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মনে করা হচ্ছে।উল্লেখ্য, দেশের একাধিক রাজ্যে ইতিমধ্যেই মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে সরকারি বাস পরিষেবা চালু রয়েছে। দিল্লিতে দীর্ঘদিন ধরেই এই সুবিধা কার্যকর। এছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকেও মহিলারা সরকারি বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুযোগ পান। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হতে চলেছে।

রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব

মনোজ আগরওয়াল

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গত কয়েকদিনের জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে সোমবার সন্ধ্যায় সিলমোহর পড়ল নবান্নের সিদ্ধান্তে। পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে চলেছেন ১৯৯০ ব্যাচের আইএএস অফিসার মনোজ কুমার আগরওয়াল। এতদিন তিনি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সোমবার সন্ধ্যায় রাজ্য সরকারের কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর থেকে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।২০২৬-এর হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচন মিটে যাওয়ার পর এবং বিপুল জনাদেশ নিয়ে নতুন সরকার গঠনের পরেই নবান্নে এই বড়সড় রদবদল ঘটল। নির্বাচনের আদর্শ আচরণ বিধি লাগু হওয়ার আগে পর্যন্ত এই পদে ছিলেন নন্দিনী চক্রবর্তী, যিনি বাংলার প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব হিসেবে ইতিহাস গড়েছিলেন। তবে ভোটের সময় থেকে অন্তর্বর্তীকালীন ভাবে এই দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন দুষ্মন্ত নারিয়ালা। এবার স্থায়ীভাবে প্রশাসনের শীর্ষ আমলার চেয়ারে বসানো হল মনোজ আগরওয়ালকে।প্রশাসনিক মহলের একটি বড় অংশের মতে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার 'পুরস্কার' হিসেবেই এই পদোন্নতি পেলেন মনোজ আগরওয়াল। সিইও থাকাকালীন তাঁর ভোট পরিচালনায় তাঁর দৃঢ় ভূমিকা সরকারের নজর কেড়েছে।স্পর্শকাতর সময়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন তিনি। ইতিপূর্বে তিনি স্বরাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন।
নবান্ন সূত্রে খবর, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এর আগে নির্বাচনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তকে মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। এবার সেই পথেই নির্বাচন কমিশনের অন্যতম প্রধান মুখকে প্রশাসনের প্রধান করা হল।অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যপালের নির্দেশানুসারে শ্রী আগরওয়াল পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করবেন।
সরকারের লক্ষ্য, অভিজ্ঞ এই আধিকারিকের হাত ধরে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজগুলিকে আরও গতিশীল এবং ত্বরান্বিত করা।

স্ট্যালিনের দরজায় বিজয়

নয়া জামানা ঃ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েই ডিএমকে সুপ্রিমো এম কে স্ট্যালিনের বাড়িতে পৌঁছলেন সি জোসেফ বিজয়। রাজনৈতিক লড়াইয়ের উত্তাপ ভুলে দুই নেতার কোলাকুলি ও সৌজন্য বিনিময় ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে তামিলনাড়ু রাজনীতিতে।সঙ্গে ছিলেন উদয়নিধি স্ট্যালিনও।

পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু

দীপঙ্কর দোলাই,নয়া জামানা ঃ পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হল রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বোস। সোমবার সকালে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দপ্তরে হাজিরা দেন তিনি। প্রায় ১০ ঘণ্টার ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।ইডি সূত্রে খবর, পুর নিয়োগে অনিয়ম এবং অর্থের বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই তদন্তকারীদের নজরে ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী। তদন্তের স্বার্থে গত ৬ এপ্রিল থেকে বিধানসভা ভোট চলাকালীন একাধিকবার তাঁকে হাজিরার নোটিস পাঠানো হয়েছিল। তবে সে সময় নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত থাকার কথা জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। আদালতের নির্দেশ মেনেই ভোটপর্বে ইডির হাজিরা এড়িয়ে ছিলেন বলে তৃণমূল সূত্রের দাবি।ভোট মিটতেই গত ১ মে প্রথমবার ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন সুজিত বসু। সেদিন তাঁর সঙ্গে আইনজীবীও উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর বেরিয়ে এসে তিনি জানান, আদালতের নির্দেশের কপি নিয়েই তদন্তকারীদের মুখোমুখি হয়েছেন।

সোমবার ফের ইডির ডাকে সাড়া দিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে যান তিনি। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন ছেলেও। তদন্তকারীরা দু'জনকেই দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরে তাঁর ছেলে দপ্তর থেকে বেরিয়ে গেলেও সুজিত বসুকে আটক রাখা হয়।ইডি সূত্রের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের সময় একাধিক বয়ানে অসংগতি ধরা পড়ে। এরপর আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। শারীরিক পরীক্ষা শেষে সোমবার রাতেই তাঁকে আদালতে তোলা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

নিটে ফের আস্থার সংকট

দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-ইউজি।চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করে এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়।অথচ সেই পরীক্ষাকেই ঘিরে ফের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ সামনে আসায় শিক্ষামহলে উদ্বেগ আরও গভীর হল। পরীক্ষা শুরুর আগেই প্রশ্ন বাইরে চলে যাওয়ার অভিযোগে রাজস্থান ও উত্তরাখণ্ডে ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ । আর এই ঘটনাই ফের একবার দেশের পরীক্ষাব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল।তদন্তে উঠে এসেছে, পরীক্ষার প্রায় ৪২ ঘণ্টা আগেই একটি বিশেষ প্রশ্নসেট হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।সেই প্রশ্নগুলির মধ্যে জীববিজ্ঞান ও রসায়নের বহু প্রশ্নের সঙ্গে মূল পরীক্ষার অস্বাভাবিক মিল পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। যদিও প্রশাসনের একাংশ একে গেজ পেপার বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে কিন্তু এত বড় মিল নিছক কাকতালীয় বলে মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ বর্তমানে প্রশ্নফাঁস চক্রগুলি অত্যন্ত সংগঠিত ও প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়া এবং এনক্রিপ্টেড মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে মুহূর্তের মধ্যে প্রশ্ন ছড়িয়ে দেওয়া এখন আর কঠিন নয়।সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, এই ধরনের ঘটনা শুধু একটি পরীক্ষার স্বচ্ছতাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে না বরং লক্ষ লক্ষ পরিশ্রমী ছাত্রছাত্রীর মানসিক অবস্থাকেও ভেঙে দেয়।যাঁরা সৎভাবে দিনরাত পরিশ্রম করে পরীক্ষায় বসে তাঁদের কাছে এই খবর প্রবল হতাশার।কারণ প্রশ্নফাঁস মানেই মেধার বদলে অসাধু উপায়ের জয়।এতে যোগ্য পরীক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয় এবং গোটা ব্যবস্থার উপর আস্থা কমে যায়।ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি অবশ্য দাবি করেছে যে পরীক্ষা সম্পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যেই হয়েছে। তারা জানিয়েছে, সন্দেহজনক তথ্য পাওয়ার পরই তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং সবরকম প্রযুক্তিগত সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, যদি আগেই সন্দেহজনক তথ্য পাওয়া যায় তাহলে পরীক্ষার আগে আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হল না কেন ? শুধুমাত্র তদন্ত শুরু করলেই দায় শেষ হয় না। প্রয়োজন পরীক্ষাব্যবস্থার ভিত মজবুত করা এবং প্রশ্নপত্র নিরাপত্তায় আধুনিক প্রযুক্তির আরও কঠোর ব্যবহার।গত কয়েক বছরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ প্রায় নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মতো সংবেদনশীল ক্ষেত্রে যদি স্বচ্ছতা বজায় না থাকে তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে হতাশা ও অবিশ্বাস আরও বাড়বে।তাই এই ঘটনায় শুধু কয়েকজনকে গ্রেফতার করলেই চলবে না গোটা চক্রকে খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করাই এখন প্রশাসনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।নিট কেবল একটি পরীক্ষা নয় এটি লক্ষ স্বপ্নের লড়াই। সেই স্বপ্নকে রক্ষা করতে হলে প্রশ্নফাঁস রুখতেই হবে।না হলে মেধা, পরিশ্রম এবং ন্যায়ের উপর মানুষের বিশ্বাস ক্রমশ হারিয়ে যাবে।

বাংলার বাজি ঃ ডাবল ইঞ্জিন

মানস দাস

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে ২০২৬ সালের এই সন্ধিক্ষণটি কেবল একটি ক্ষমতার পরিবর্তন নয় বরং এটি একটি গভীর প্রশাসনিক দর্শনের রূপান্তর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। দীর্ঘ কয়েক দশকের স্থবিরতা, শিল্পবিমুখতা এবং কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের যে চেনা ছক আমরা দেখে অভ্যস্ত ছিলাম তার অবসান ঘটিয়ে আজ 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার'-এর নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে। এই সমন্বিত শাসনব্যবস্থা বাংলার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের একমাত্র চাবিকাঠি হতে পারে।উন্নয়ন যখন কেবল স্লোগানে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রশাসনিক দক্ষতায় রূপান্তরিত হয় তখনই একটি রাজ্য প্রকৃত অর্থে উন্নয়নের মহাসড়কে পা রাখতে পারে।

বাংলার অর্থনৈতিক স্থবিরতার মূল কারণ ছিল কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের দীর্ঘকালীন সংঘাতের রাজনীতি।ফেডারেল কাঠামোর দোহাই দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে আটকে রাখা বা সেগুলির নাম পরিবর্তন করে নিজের বলে চালানোর যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গত দেড় দশকে গড়ে উঠেছিল তাতে আখেরে ক্ষতি হয়েছে রাজ্যের সাধারণ মানুষের।ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিক হলো এই সংঘাতের অবসান। যখন দিল্লির নীতি এবং কলকাতার প্রয়োগ একই সূত্রে গাঁথা হয় তখন উন্নয়নের গতি কেবল দ্বিগুণ নয় বহুগুণ বেড়ে যায়।এটি কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব নয় বরং ভারতের একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে এই মডেলের সাফল্য আজ প্রমাণিত। উত্তরপ্রদেশ বা অসমের মতো রাজ্যগুলি যেভাবে পরিকাঠামো ও বিনিয়োগে আমূল পরিবর্তন এনেছে বাংলার ক্ষেত্রেও সেই একই সম্ভাবনার দ্বার আজ উন্মুক্ত।শিল্পায়নই হলো একটি রাজ্যের প্রাণভোমরা। অথচ সিঙ্গুর-পরবর্তী বাংলায় ভারী শিল্পের খরা আজও কাটেনি। বিনিয়োগকারীরা সর্বদাই একটি স্থিতিশীল এবং বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ খোঁজেন।ডাবল ইঞ্জিন সরকারের অধীনে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বহুগুণ বৃদ্ধি পায় কারণ তারা জানেন যে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার একই উন্নয়নমূলক লক্ষ্যের অংশীদার। এর ফলে 'সহজ ব্যবসা' বা ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস-এর সূচকে বাংলার উন্নতি এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। জমি নীতি থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলিকে বাংলায় ফিরিয়ে আনা এবং হলদিয়া বা দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চলকে পুনরুজ্জীবিত করা এখন নতুন সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। বিশেষ করে সেমিকন্ডাক্টর বা আইটি সেক্টরে যে আধুনিক বিনিয়োগের ঢেউ ভারতে বইছে কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাংলা এখন সেই লাভের গুড় ঘরে তুলতে পারবে।

কৃষিনির্ভর বাংলায় চাষীদের অবস্থা আজও শোচনীয়। রাজনৈতিক স্বার্থে কেন্দ্রের 'পিএম কিষাণ সম্মান নিধি' বা 'ফসল বিমা যোজনা'র মতো সরাসরি সুবিধাভোগী প্রকল্পগুলিকে যেভাবে বছরের পর বছর আটকে রাখা হয়েছিল তাতে বাংলার কৃষক সমাজ প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।এখন ডাবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে প্রতিটি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পৌঁছানোর পথ প্রশস্ত হয়েছে। কেবল ভর্তুকি নয় কৃষি পরিকাঠামো তহবিল বা এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড ব্যবহার করে কোল্ড স্টোরেজ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এর ফলে মেদিনীপুর বা বর্ধমানের চাষীরা কেবল ধান বা আলু চাষেই সীমাবদ্ধ না থেকে তাদের পণ্যের সঠিক বাজারজাতকরণ এবং রপ্তানি করার সুযোগ পাবেন। দিল্লির সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকার ফলে কৃষিপণ্য ভিন রাজ্যে বা বিদেশে পাঠানোর রেল ও আকাশপথের সুবিধা অনেক সহজে মিলবে।

পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের ভূমিকা হবে বৈপ্লবিক। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ, মেট্রো রেলের আধুনিকীকরণ এবং বন্দে ভারতের মতো দ্রুতগামী ট্রেনের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধিতে কেন্দ্রের সহযোগিতা এখন আর বাধাগ্রস্ত হবে না দীর্ঘ প্রতীক্ষিত গভীর সমুদ্র বন্দর বা তাজপুর বন্দরের মতো প্রকল্পগুলি এখন কেবল কাগজকলমে থাকবে না বরং বাস্তবের মুখ দেখবে।যোগাযোগ ব্যবস্থার এই উন্নতি কেবল যাতায়াত সহজ করবে না বরং ছোট শহরগুলিকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন বাণিজ্যিক হাব তৈরি করবে। যখন একটি রাজ্য কেন্দ্রের 'গতি শক্তি' মিশনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয় তখন তার লজিস্টিক খরচ কমে যায় এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। উত্তরবঙ্গের পর্যটন থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র উপকূল সর্বত্রই বিশ্বমানের পরিকাঠামো গড়ে তোলার এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বাংলার মেধা আজ দেশান্তরী। আমাদের শিক্ষিত যুবসমাজ কাজের সন্ধানে বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ বা মুম্বাই পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছে। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা হলো এই 'ব্রেন ড্রেন' বা মেধা পাচার রোধ করা। কেন্দ্রের ডিজিটাল ইন্ডিয়া বা স্টার্টআপ ইন্ডিয়া মিশনের সঙ্গে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুক্ত করে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব।রাজ্যে আইআইটি বা আইআইএম-এর মতো জাতীয় স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কারিগরি শিক্ষার আধুনিকীকরণ করলে বাংলার মেধা বাংলার মাটিতেই বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে। এটি কেবল কর্মসংস্থান নয় বরং রাজ্যের জিডিপি বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে।

সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর মতো সর্বজনীন স্বাস্থ্য বিমা যোজনা বাংলার মানুষের কাছে এক আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেবে। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে সারা ভারতে চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া এখন বাংলার মানুষের মৌলিক অধিকারে পরিণত হবে। একইভাবে 'জল জীবন মিশন'-এর মাধ্যমে প্রতিটি ঘরে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ এখন দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হবে। রাজনৈতিক কৃতিত্বের লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলিকে আর বন্ধক রাখা হবে না। ডাবল ইঞ্জিন সরকার মানেই হলো কেন্দ্রীয় সম্পদের সঠিক বণ্টন এবং প্রান্তিক মানুষের কাছে সরাসরি সুবিধা পৌঁছে দেওয়া।

পরিশেষে বলা যায়, ডাবল ইঞ্জিন সরকার মানে কেবল একটি নির্দিষ্ট দলের শাসন নয় এটি হলো এক সুসংহত প্রশাসনিক সংহতি। পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘকাল ধরে যে বঞ্চনার অভিযোগ করে এসেছে, আজ সেই অভিযোগের পাহাড় ভেঙে উন্নয়নের সেতু গড়ার সময়। দিল্লির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলার অর্থ হলো রাজ্যের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া নয় বরং রাজ্যের প্রাপ্য অধিকারকে উন্নয়নের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনা। বাংলার মানুষ আজ কেবল স্বপ্ন দেখে ক্লান্ত তারা তার বাস্তবায়ন চায়।

শিল্পের চাকা ঘোরা, দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন এবং নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যে অঙ্গীকার বিজেপি সরকার নিয়েছে তা বাঙ্ময় স্তবায়নের জন্য ডাবল ইঞ্জিন মডেলের কোনো বিকল্প নেই। নতুন ভোরের সূর্যোদয় কেবল দিগন্তেই নয় বাংলার প্রতিটি মানুষের ঘরে উন্নয়নের আলো নিয়ে আসুক এটাই আজ সময়ের দাবি। আগামীর বাংলা হবে কর্মসংস্থানের বাংলা, সমৃদ্ধির বাংলা এবং ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষে থাকা সোনার বাংলা। এই ঐতিহাসিক পালাবদল কেবল রাজনৈতিক জয় নয় বরং বাংলার হারানো ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে এক নতুন যুগের শুভ সূচনা।

জীবনী

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

১৮২০ সালের ১২ মে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরের এক অভিজাত ব্রিটিশ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আধুনিক নার্সিং সেবার অগ্রদূত ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল জন্মশহরের নামানুসারেই। উচ্চবিত্ত পরিবারে বড় হওয়ায় শৈশব থেকেই তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে ছিলেন। গণিত ও ইতিহাসের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল যা পরবর্তী জীবনে তাঁকে একজন দক্ষ পরিসংখ্যানবিদ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।সেই সময়ে উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েদের লক্ষ্য থাকত কেবল ভালো বিয়ে এবং সামাজিক অনুষ্ঠান বজায় রাখা কিন্তু ফ্লোরেন্সের স্বপ্ন ছিল ভিন্ন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে মানবসেবাই তাঁর জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ১৮৩৭ সালে তিনি এক ঐশ্বরিক আহ্বান অনুভব করেন এবং নার্সিংকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার সংকল্প করেন। তবে তৎকালীন সমাজে নার্সিংকে সম্মানজনক পেশা হিসেবে দেখা হতো না তাই তাঁর পরিবার এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং জার্মানির কাইজারওয়ার্থের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে নার্সিংয়ের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ সৈন্যদের করুণ অবস্থার খবর লন্ডনে পৌঁছায়। নোংরা পরিবেশ, ওষুধের অভাব এবং যথাযথ সেবার অভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের মৃত্যুর হার ছিল আকাশচুম্বী। এই সংকটে ব্রিটিশ যুদ্ধমন্ত্রী সিডনি হার্বার্টের অনুরোধে ৩৮ জন সেবিকার একটি দল নিয়ে ফ্লোরেন্স তুরস্কের স্কুটারি হাসপাতালে পৌঁছান।সেখানে পৌঁছে তিনি এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। হাসপাতালের পরিবেশ ছিল অস্বাস্থ্যকর এবং সংক্রামক ব্যাধিতে ভরা। ফ্লোরেন্স সেখানে পৌঁছেই প্রথম কাজ হিসেবে হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করেন এবং আহত সৈনিকদের জন্য পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করেন।তিনি গভীর রাতে হাতে একটি লণ্ঠন নিয়ে প্রতিটি রোগীর শয্যাপাশে গিয়ে তাঁদের খোঁজ নিতেন এবং সান্ত্বনা দিতেন। এই মহানুভবতার কারণেই সৈন্যরা তাঁকে ভালোবেসে 'লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প' বা 'প্রদীপ হাতে নারী' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর কঠোর পরিশ্রম এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেবার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যুর হার নাটকীয়ভাবে কমে আসে।

যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল আর ঘরে বসে থাকেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। ১৮৬০ সালে লন্ডনের সেন্ট টমাস হাসপাতালে তিনি 'নাইটিঙ্গেল ট্রেনিং স্কুল ফর নার্সেস' প্রতিষ্ঠা করেন যা ছিল বিশ্বের প্রথম পেশাদার নার্সিং স্কুল। তাঁর মাধ্যমেই নার্সিং একটি সম্মানজনক এবং বিজ্ঞানসম্মত পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তিনি কেবল একজন সেবিকাই ছিলেন না বরং একজন দক্ষ সমাজ সংস্কারক এবং পরিসংখ্যানবিদও ছিলেন। যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তিনি দেখান যে উন্নত স্যানিটেশন এবং পরিচ্ছন্নতা কীভাবে মানুষের গড় আয়ু বাড়িয়ে দিতে পারে। তিনি ব্রিটিশ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং গ্রামীণ ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নেও কাজ করার চেষ্টা করেন। পরিসংখ্যানে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি প্রথম নারী হিসেবে রয়্যাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন।ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল তাঁর দীর্ঘ জীবনে সেবার আদর্শকে ছড়িয়ে দিতে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন যার মধ্যে 'নোটস অন নার্সিং' অন্যতম। বার্ধক্যে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললেও মানবসেবার প্রতি তাঁর মমতা কমেনি। ১৯০৭ সালে তিনি প্রথম নারী হিসেবে ব্রিটিশ সরকারের 'অর্ডার অফ মেরিট' সম্মানে ভূষিত হন। ১৯১০ সালের ১৩ আগস্ট লন্ডনে এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর অবদানকে শ্রদ্ধা জানাতে প্রতি বছর ১২ মে তাঁর জন্মদিনে বিশ্বজুড়ে 'আন্তর্জাতিক নার্স দিবস' পালন করা হয়। আর্তমানবতার সেবায় তাঁর আত্মত্যাগ এবং নার্সিং পেশার আধুনিকায়নে তাঁর দূরদর্শী চিন্তা আজও পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

বহুভাষাবিদ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মুহাম্মদ নাসেরউদ্দিন আব্বাসী

উনিশ শতকের খ্যাতনামা বাঙ্গালি মনীষী, ইয়ং বেঙ্গল দলের সদস্য, শিক্ষাবিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, খ্রিষ্টধর্ম প্রচারক হিন্দুধর্মের বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন ব্যক্তিত্বের পৈতৃক আবাস দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুরে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৩ সালের ২৪ মে কলকাতার ঝামাপুকুর নামক স্থানে (বর্তমানে বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট) মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মাতামহ রামজয় বিদ্যাভূষণ তৎসময়ের কলকাতার জোড়াসাঁকোর শান্তিরাম সিংহের (কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রপিতামহ) সভাপণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণমোহনের পিতা জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগণা জেলার নবগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতি দেবীকে বিবাহ করে তিনি শ্বশুরালয়ে বসবাস করতে থাকেন। উক্ত দম্পতির কৃষ্ণমোহন ব্যতীত আরও দুটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। তাদের মধ্যে ভুবনমোহন ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ এবং কালীমোহন কনিষ্ঠ পুত্র। পরে কৃষ্ণমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কালীমোহনও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নেন। বংশবৃদ্ধি হওয়াতে জীবনকৃষ্ণ শ্বশুরালয় ত্যাগ করে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে একটি আবাসগৃহে নির্মাণ করে অতি কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করতে থাকেন। এইসময় তার স্ত্রী শ্রীমতী দেবী গৃহকার্যের সাথে সাথে বেতের দড়ি পাকিয়ে, পৈতের সুতো তৈরী করে উপার্জন করতেন এবং তার দ্বারা সংসার নির্বাহ হতো।

বাল্যকালে হেয়ার স্কুলে পাঠচর্চা শুরু হয়। ১৮২৪ সালে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ১৮২৯ সালে উক্ত কলেজের শেষ পরীক্ষায় বিশেষভাবে উত্তীর্ণ হন। ১৮৩২ সালের ১৭ অক্টোবর ডাফ সাহেবের সমীপে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। ফলে পটলডাঙা স্কুলের শিক্ষকের চাকরি হতে বিতাড়িত হলেন। ডিরোজিও-র প্রতিষ্ঠিত ইয়ং বেঙ্গল সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, পচনশীল প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী হওয়া, নারীজাতির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাবিস্তারে সমর্থক ছিলেন। ডিরোজিও-র আট জন শিষ্যের মধ্যে কৃষ্ণমোহন ছিলেন অন্যতম। মিশনারি সোসাইটি স্থাপিত হলে প্রথম বাঙালি আচার্য হন। এরপর স্বীয় পত্নী, ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর -সহ অন্যানরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। মহাকবি মধুসূদন দত্তের মাইকেল হওয়ার ব্যাপারে তিনি সাহায্য করেছেন। ১৮৩৬ সালে বিশপস কলেজে ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, ১৮৩৭ সালে ধর্মযাজক হন। ১৮৩৯ সালে ক্রাইস্ট চার্চ অনুমোদিত মির্জাপুর স্কুলের সুপারিনটেন্ডেন্ট মনোনীত হন। ১৮৪০ সালে হেদুয়া পল্লির গির্জার পাদরি পদে মনোনীত হন। ১৮৫২ সালে বিশপস কলেজের অধ্যাপক হন। হিন্দু ইউথ, সংবাদ সুধাংশু, গভর্নমেন্ট গেজেট, দি এনক্যোয়ার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৬৪ সালে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচ্য হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনার ছিলেন। ১৮৭৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত ডক্টর অফ ল, বৃটিশ সরকার কর্তৃক সি. আই. ইদ উপাধিতে শোভিত হন। কলকাতা পৌরসংস্থার সদস্য হন। ১৮৭৮ সালের ১৭ এপ্রিল ভার্নাকুলার প্রেস আইনের বিরুদ্ধে ভাষণ স্মরণীয়। বেথুন সোসাইটি, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা, ভারত সংস্কার সভা, জ্ঞানোপর্জিকা সভা প্রভৃতি সংস্থার সদস্য ছিলেন। তিনি প্রথম বাঙালি যিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বিশ্বকোষ সংকলন করেছিলেন। বাংলা, ইংরেজি, গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, হিব্রু, উর্দু, ফারসি-সহ দশটি ভাষায় পারদর্শি ছিলেন। ১৮৪৫ সালে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের অনুরোধে সর্বার্থ সংগ্রহ নামে মহাকোষ প্রণয়নের সূচনা করেন। এটি সমাপ্ত হয় ১৮৫১ সালে।

তার কাজে প্রীত হয়ে হার্ডিঞ্জ তাকে এলফিনস্টোন প্রণীত ক্ষ্মভারতবর্ষের ইতিহাসক্ষ্ম উপহার দেন। ১৮৪৬ থেকে ১৮৫১ সালে মধ্যে তিনি ইংরেজি বিশ্বকোষের অনুকরণে ক্ষ্মবিদ্যাকল্পদ্রুমক্ষ্ম নামক তেরো খণ্ডের একটি বাংলা বিশ্বকোষ রচনা করেন। ১৮৩৭ সালে তিনি দ্য পার্সিকিয়েটেড নামক একটি ইংরেজি নাটকও রচনা করেন। ১৮৬১-১৮৬২ সালে তিনি হিন্দু ষড়দর্শন সম্পর্কে এক গবেষণামূলক গ্রন্থ লেখেন। তিনি ১৮৭৫ সালে দ্য এরিয়ান উইটনেসা, ১৮৬১ সালে ডায়লগস অন দ্য হিন্দু ফিলোসফি, ১৮৮১ সালে দ্য রিলেশন বিটউইন ক্রিশ্চিয়ানিটি অ্যান্ড হিন্দুইজম নামক গ্রন্থগুলি সৃষ্টি করেন। শিক্ষাবিদ, খ্রিস্টধর্ম প্রচারক, ভাষাবিদ, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, অধ্যাপক, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৭ সালের ১১ মে পরলোকে পাড়ি দেন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 12-05-2026 09:19 Page 3

মহানগর
নয়া জামানা

শুভেন্দুর প্রথম ক্যাবিনেটেই বিস্ফোরক দাবি

১৫ বছর ধরে আটকে ছিল বিশ্বকর্মা প্রকল্পের সুবিধা

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন বিজেপি সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক থেকেই একের পর এক বড় সিদ্ধান্তের ঘোষণা সামনে আসতে শুরু করেছে। আয়ুষ্মান ভারত ও উজ্জ্বলা যোজনার পর এবার রাজ্যে চালু হতে চলেছে কেন্দ্রের বহুল আলোচিত 'পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা'। আর সেই ঘোষণা ঘিরেই তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। সোমবার নবান্নে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, আগের সরকারের আমলে প্রায় ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার আবেদন দীর্ঘদিন ধরে ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে রাখা হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, বহু প্রান্তিক কারিগর আবেদন করলেও সেই ফাইল জেলা প্রশাসনের স্তর পেরোয়নি। নতুন সরকার দ্রুত সেই সমস্ত আবেদন কেন্দ্রের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটিরশিল্প মন্ত্রকে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলেও জানান তিনি।মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বাংলার কামার, কুমোর, তাঁতি, স্বর্ণকার, মালাকার, নাপিত-সহ বহু ঐতিহ্যবাহী পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ বছরের পর বছর সরকারি সহায়তার অপেক্ষায় ছিলেন।

কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তাঁদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা হল কেন্দ্র সরকারের একটি বিশেষ প্রকল্প যার লক্ষ্য দেশের ঐতিহ্যবাহী কারিগর ও ক্ষুদ্র শিল্পীদের আর্থিক ও প্রযুক্তিগতভাবে শক্তিশালী করে তোলা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজোর দিন এই প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। গ্রামীণ ও প্রান্তিক শিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করা এবং বাজারে প্রতিযোগিতামূলক করে তোলাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।এই যোজনার আওতায় কারিগরদের জমানতবিহীন ঋণ,আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ১৫ হাজার টাকার টুলকিট সহায়তা এবং বিশেষ প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া হয়।প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রতিদিন ৫০০ টাকা স্টাইপেন্ডও মেলে।পাশাপাশি ডিজিটাল লেনদেন, বিপণন, ব্র্যান্ডিং ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে ছোট ব্যবসায়ীরাও বৃহত্তর বাজারে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারেন।প্রশিক্ষণ শেষে ১৮ মাস পর্যন্ত ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বল্পসুদের ঋণ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।বর্তমানে মোট ১৮ ধরনের পেশার মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন।নৌকা প্রস্তুতকারী, ছুতোর, দর্জি, চর্মকার, ধোপা, কুমোর, মূর্তিশিল্পী থেকে শুরু করে মাছ ধরার জাল প্রস্তুতকারীরাও এই তালিকায় রয়েছেন।রাজনৈতিক মহলের মতে, নতুন সরকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছে। একইসঙ্গে বিরোধীদের একাংশের অভিযোগ, এতদিন সাধারণ মানুষের প্রাপ্য সুযোগ রাজনৈতিক কারণেই আটকে রাখা হয়েছিল। ফলে শুভেন্দুর প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক থেকেই বাংলার রাজনীতিতে নতুন বাংলার উন্নয়নের সূচনা হল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সরকার পরিচালনা নিয়ে স্পষ্ট বার্তা শমিকের

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ বাংলায় বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে একাধিক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। বিশেষ করে 'ডবল ইঞ্জিন সরকার'-এর আবহে কেন্দ্র কি সরাসরি রাজ্যের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করবে? সেই জল্পনারই স্পষ্ট উত্তর দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।সোমবার নবান্নে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পৌঁছে যান শমীক ভট্টাচার্যের বাড়িতে।সেখানে দু'জনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। এরপর বিজেপির সল্টলেক সদর দফতরে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শমীক। সেখান থেকেই তিনি স্পষ্ট বার্তা দেনতসরকার ও দল আলাদা ভাবে চলবে।এটি কোনও দলীয় সরকার নয়,এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার।শমীকের বক্তব্যে স্পষ্ট, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে দলের সরাসরি প্রভাব থাকবে না। তবে মানুষের স্বার্থে সরকার যে সমস্ত প্রকল্প চালু করতে চাইছে সেক্ষেত্রে দল সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। আয়ুষ্মান ভারত, বেকার ভাতা-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প দ্রুত কার্যকর করার বিষয়েও আশাবাদী বিজেপি নেতৃত্ব।উল্লেখ্য, গত শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিপুল জনসমাগমের মধ্যে বাংলার প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নবান্নে অনুষ্ঠিত হয় নতুন সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক। বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রীও জানান, সবাইকে সঙ্গে নিয়েই সরকার চলবে। কোনও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয় উন্নয়নই হবে প্রধান লক্ষ্য।

বাংলায় চালু আয়ুষ্মান ভারত

৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসায় স্বস্তির হাসি সাধারণ মানুষের মুখে

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গে অবশেষে চালু হল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত'। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, আজ থেকেই রাজ্য এই প্রকল্পের আওতায় আসছে। তবে একইসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে দেন,

রাজ্যের নিজস্ব স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প আপাতত বন্ধ হচ্ছে না। ফলে সাধারণ মানুষের জন্য দ্বিগুণ স্বাস্থ্যসুরক্ষার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।এই প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা মিলবে। তালিকাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে নগদহীন পরিষেবার মাধ্যমে অস্ত্রোপচার, পরীক্ষা, ওষুধ এবং হাসপাতালে থাকার খরচ বহন করবে সরকার।

শুধু তাই নয়, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার তিন দিন আগে থেকে এবং ছুটি পাওয়ার ১৫ দিন পর পর্যন্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচও এই প্রকল্পের আওতায় থাকবে। রাজ্যের একাধিক নামী হাসপাতালে মিলবে এই সুবিধা। তার মধ্যে রয়েছে রুবি জেনারেল হসপিটাল, বিএম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টার,সরোজ গুপ্তা ক্যান্সার সেন্টার এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বিপি পোদ্দার হসপিটাল,মূলত আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবার, দিনমজুর, তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষ, কাঁচা বাড়িতে বসবাসকারী পরিবার এবং ৭০ বছরের বেশি বয়সী নাগরিকেরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

নাম নথিভুক্ত করতে আয়ুষ্মান ভারতের সরকারি পোর্টাল বা মোবাইল অ্যাপে গিয়ে আধার কিংবা রেশন কার্ডের মাধ্যমে যোগ্যতা যাচাই করতে হবে। ওটিপি যাচাইয়ের পর স্বাস্থ্য কার্ড ডাউনলোড করলেই মিলবে এই পরিষেবা।বাংলায় আয়ুষ্মান ভারত চালু হওয়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় নতুন দিগন্ত খুলতে চলেছে বলেই মনে করছে সাধারণ মানুষ।

নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে শুভেচ্ছা

জানিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা কুনাল ঘোষের

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এবার নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কে শুভেচ্ছা জানিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিলেন তৃণমূল নেতা কুনাল ঘোষ।সমাজমাধ্যমে করা এক পোস্ট ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।নিজের পোস্টে কুনাল ঘোষ লেখেন,বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।তবে শুভেচ্ছার সঙ্গেই তিনি তুলে ধরেন নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ। তাঁর দাবি, ভোটার তালিকা, ভোট মেশিন এবং গণনা প্রক্রিয়া নিয়ে দলের নির্দিষ্ট আপত্তি রয়েছে। যদিও সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেও তিনি জানান, নতুন সরকার এবং নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দুকে শুভেচ্ছা জানাতেই চান। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, কুনালের এই পোস্ট শুধুমাত্র সৌজন্য নয় বরং রাজনৈতিক বার্তাও বহন করছে। একদিকে গণতান্ত্রিক রীতি মেনে নতুন সরকারকে অভিনন্দন, অন্যদিকে ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে দলের আপত্তিকে সামনে আনা দুইয়ের মিশেল দেখা গিয়েছে তাঁর বক্তব্যে। পাল্টা বিজেপি শিবিরের দাবি, তৃণমূল এখনও পরাজয় মেনে নিতে না পেরেই এমন মন্তব্য করছে।শুধু মুখ্যমন্ত্রীকেই নয়, বিধানসভায় নতুন দায়িত্ব পাওয়া তৃণমূল নেতাদের প্রতিও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কুনাল ঘোষ। বিরোধী দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়-কে তিনি অভিজ্ঞ ও বর্ষীয়ান নেতা বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে শোভনদেব আগামী দিনে বিরোধী রাজনীতিকে আরও শক্তিশালী করবেন।একইসঙ্গে ডেপুটি লিডার হওয়া অসীমা পাত্রর ভূয়সী প্রশংসাও করেন কুনাল। তিনি লেখেন, নিজের যোগ্যতায় এই জায়গা অর্জন করেছেন। লড়াকু ও ঝাঁঝালো নেত্রী।রাজনৈতিক মহলের মতে, এই মন্তব্যে দলের অন্দরে অসীমা পাত্রর গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হল।এছাড়া বিরোধী পক্ষের মুখ্যসচেতক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া ফিরহাদ হাকিম-কেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। কুনালের কথায়, ফিরহাদ দীর্ঘদিনের সংগঠক এবং প্রশাসনিক অভিজ্ঞ নেতা।ফলে বিধানসভায় বিরোধী কৌশল গড়তে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

হাজিপুরে তৃণমূল অফিস খুলতেই মিলল লাঠি-ত্রিপল, চড়ল রাজনৈতিক পারদ

নয়া জামানা,হুগলি ঃ গোঘাটের হাজিপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল কার্যালয় ঘিরে সোমবার নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল। দীর্ঘদিন গ্রামবাসীদের দখলে থাকা ওই কার্যালয় পুলিশের উপস্থিতিতে ফের তৃণমূল নেতৃত্বের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি কর্মীরাও।আর অফিসের তালা খুলতেই ভিতর থেকে উদ্ধার হওয়া কিছু সামগ্রী ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক।এদিন প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির হাতে কার্যালয়ের চাবি তুলে দেওয়া হয়।পরে তিনি নিজেই তালা খুলে অফিসে প্রবেশ করেন।সেই সময় অফিসের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় ত্রিপল, লাঠি এবং সাদা থান কাপড়।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে এলাকাবাসী একাধিক অভিযোগ তুলে তৃণমূলের ওই কার্যালয় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। এরপর থেকেই এলাকায় রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলছিল।সোমবার পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে পুনরায় অফিসের দখল ফিরিয়ে দেওয়া হয় তৃণমূল নেতৃত্বকে।উদ্ধার হওয়া সামগ্রী নিয়ে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। বিজেপির দাবি, কেন এই ধরনের জিনিসপত্র অফিসের ভিতরে রাখা ছিল তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের পাল্টা দাবি, বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটনাকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করছে।ঘটনার পর হাজিপুর এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ।পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন।

গেরুয়া আবির ও পুষ্প বর্ষণে পালাবদলের বাংলা এখন নব আনন্দে উৎসবমুখর

সন্দীপ মজুমদার,নয়া জামানা ঃ রাজ্যে পালাবদলের ৪৮ ঘন্টা পরেও রাজ্যের নবনির্বাচিত নবম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সমর্থনে রাজ্যজুড়ে বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টি) কর্মীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উন্মাদনা উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থেকে শুরু করে কলকাতার ভবানীপুর পর্যন্ত অগণিত বিজেপি সমর্থকবৃন্দ রাজপথে নেমে আবিররাঙা হয়েছেন এবং অন্যদেরও রাঙিয়েছেন হাজার হাজার বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের নয়নের মনি শুভেন্দুকে যেখানে যেখানে পেয়েছেন সেখানেই তাঁকে গেরুয়া আবিরাপ্লুত করে পুষ্প-মাল্যে বিভূষিত করার মধ্যে দিয়ে তাঁকে অন্তর্লীন গৈরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন।

রাজ্যের নবতম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অবনত মস্তকে দুহাত জড়ো করে সহাস্য বদনে তাঁর অতি প্রিয় শুভানুধ্যায়ীদের এই আবেগমথিত অভিবাদন একাগ্রচিত্তে গ্রহণ করেন। হাসিমুখে মিটিয়েছেন ভক্তদের করমর্দন ও মোবাইলে সেলফি তোলার আবদার। কখনও আবার বাসের জানালা দিয়ে বাস যাত্রীদের বাড়ানো হাতে হাত মিলিয়ে তাঁদের গৈরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বিনিময় করেছেন। এই আবেগঘন মুহূর্তেও তিনি সমস্ত বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশ্যে এলাকায় শান্তি বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

এবং কোনরকম প্ররোচনায় বা না দিয়ে অন্যান্য বিরোধী দলের কর্মী বা সমর্থকদের উপর কোনওরকম হিংসা, বিদ্বেষমূলক আচরণ এবং কটূক্তি বা টিপ্পনী কাটা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। শুভেন্দুবাবু বিজেপি কর্মীবৃন্দের উদ্দেশ্যে আরও বলেন,

ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তাই ভারতীয় সংবিধান সকল ভারতবাসীদের নিজেদের ইচ্ছামত যে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন জানানো, আনুগত্য দেখানো বা সেইসব দলের অনুকূলে ভোটদানের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। তাই সাম্প্রতিক নির্বাচনে যাঁরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন এবং যাঁরা দেননি তাঁদের মধ্যে কোনওরকম বিভেদ বা বিভাজন সৃষ্টি করা যাবে না বলেও দলীয় কর্মীদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি একজন ভারতবাসী হিসাবে ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা কর্তব্য বলে দলীয় কর্মীদের আবারও যেকোনও অপ্রীতিকর ঘটনার বিষয়ে উত্তেজনা না ছড়িয়ে সংযত থেকে প্রশাসনিক সহায়তা নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পরামর্শ দেন।

গরু পাচারে কড়া বার্তা,

অ্যাকশন মুডে বিজেপি সরকার

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর এবার গরু পাচার ইস্যুতে কড়া অবস্থান নিল নতুন বিজেপি সরকার। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে চলা গরু পাচার ও বেআইনি গরু হাট নিয়ে প্রশাসনকে

একাধিক কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারের স্পষ্ট বার্তা আইন ভেঙে কোনওভাবেই গরু পাচার চলতে দেওয়া হবে না। গত কয়েক বছরে গরু পাচার মামলা রাজ্যের রাজনীতিতে বড় বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল। সীমান্ত এলাকা ঘিরে একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে বারবার।সেই আবহেই এবার প্রশাসনিক স্তরে সক্রিয় হচ্ছে নতুন সরকার।নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যের সব জেলা পুলিশ সুপারদের কাছে ইতিমধ্যেই বিশেষ নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বিভিন্ন জেলায় বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা গরু হাটগুলির উপর নজরদারি বাড়াতে হবে।কোনও অবৈধ হাট চালু থাকলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বিশেষ নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে পাচারচক্রের রুট ও নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া যায়।প্রশাসনিক সূত্রের খবর, প্রত্যেক জেলায় বিশেষ টিম তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সীমান্ত লাগোয়া থানাগুলিকেও আরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। নিয়মিত অভিযান চালিয়ে গরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত চক্রগুলির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।তবে শুধুমাত্র কড়া পদক্ষেপই নয়, মানবিক দিকেও জোর দিয়েছে সরকার। নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, বৈধ ব্যবসায়ী বা সাধারণ মানুষ যেন অযথা হয়রানির শিকার না হন তা নিশ্চিত করতে হবে।

আইন প্রয়োগের সময় ভারসাম্য বজায় রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।রাজনৈতিক মহলের মতে, ক্ষমতায় আসার পর আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতার বার্তা দিতেই এই ইস্যুতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে চাইছে বিজেপি সরকার। ফলে আগামী দিনে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে আরও বড়সড় অভিযান ও নজরদারি বাড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 12-05-2026 09:19 Page 4

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বন্ধ ময়নাগুড়িতে

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ খাগড়াবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ফ্যাক্টরি বন্ধ থাকায় চরম সমস্যায় পড়েছেন ময়নাগুড়ি শহরবাসী। বেশ কিছুদিন ধরে পুরসভার পক্ষ থেকে শহরের বাড়ি ও বাজার এলাকা থেকে বর্জ্য সংগ্রহ কার্যত বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফলে যত্রতত্র আবর্জনার স্তূপ জমে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, বাড়ছে রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, আগে পুরসভার কর্মীরা নিয়মিত বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহ করতেন। কিন্তু বর্তমানে সেই পরিষেবা বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হচ্ছে। শহরের ফুটবল মাঠ সংলগ্ন এলাকায় বর্জ্য সংগ্রহের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলেও পরিষেবা চালু হয়নি বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ রায় জানান, খাগড়াবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প বন্ধ থাকায় বর্জ্য নিষ্পত্তিতে সমস্যা দেখা দিয়েছে। দ্রুত প্রকল্প চালু হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে তিনি আশাবাদী।

দুঃসাহসিক চুরির কিনারা, গ্রেপ্তার ১

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় বড় সাফল্য পেল এনজেপি থানা। এই ঘটনায় এক কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ধৃতের নাম দীপক দাস ওরফে 'ক্ষ্যাপা'। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলাপাড়া এলাকার বাসিন্দা চন্দন সাহা সম্প্রতি একটি ব্যাঙ্ক থেকে লক্ষাধিক টাকা তুলে বাড়িতে রেখেছিলেন। সেই খবর দুষ্কৃতীদের কানে পৌঁছায়। গত ২০ এপ্রিল গভীর রাতে বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে থাকার সুযোগে দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ঢুকে নগদ লক্ষাধিক টাকা ও প্রায় ৯ ভরি সোনার গয়না চুরি করে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর চন্দন সাহা এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে সাদা পোশাকের পুলিশ আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। অবশেষে ১০ মে অভিযুক্ত দীপক দাসকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশি জেরায় অভিযুক্ত চুরির কথা স্বীকার করলেও এখনও পর্যন্ত চুরি যাওয়া টাকা ও গয়না উদ্ধার হয়নি। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালত-এ তোলা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

মাধ্যমিকে ৬৮২ পেয়ে উজ্জ্বল ময়নাগুড়ির আরশি

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৮২ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়েছে ময়নাগুড়ির আরশি সরকার। ময়নাগুড়ি শহরের বিবেকানন্দ পল্লী এলাকার বাসিন্দা আরশি ময়নাগুড়ি গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় মনোযোগী এই কৃতী ছাত্রী প্রতিবারই স্কুলের মেধা তালিকায় নিজের জায়গা করে নিয়েছে। আরশির বাবা আশানন্দ সরকার ধূপগুড়ির মল্লিকপাড়া বিদ্যানিকেতনের জীববিজ্ঞানের শিক্ষক এবং মা মঞ্জু সরকার গৃহবধূ। মেয়ের এই সাফল্যে খুশির হাওয়া সরকার পরিবারে। আরশি জানায়, প্রত্যাশা ছিল ভালো ফল করবে, তবে এত নম্বর পেয়ে সে নিজেও ভীষণ আনন্দিত। পড়াশোনার পাশাপাশি আরশির আঁকা ও পিয়ানো বাজানোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। অবসর সময়ে এই দু'টি বিষয়েই নিজেকে ব্যস্ত রাখত সে। আরশির কথায়, প্রতিটি বিষয়ে আলাদা শিক্ষক ছিলেন এবং বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছোট ভাইয়ের সহযোগিতাই এই ফলের মূল চাবিকাঠি। সে জানায়, দিনে পড়াশোনায় বেশি সময় দিত, রাতে খুব কম পড়ত এবং কখনও অতিরিক্ত চাপ নিত না। এ বছর বাংলায় ৯৮, ইংরেজিতে ৯৬, অংকে ৯৮, ভৌত বিজ্ঞানে ৯৪, জীবন বিজ্ঞানে ১০০, ইতিহাসে ৯৮ ও ভূগোলে ৯৮ নম্বর পেয়েছে আরশি। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছা তার। বাবা আশানন্দ সরকার বলেন, মেয়ের ওপর কখনও বাড়তি চাপ দেওয়া হয়নি। ও নিজের দায়িত্বেই পড়াশোনা করেছে। বাবা হিসেবে একটাই কামনা;মেয়ে জীবনে আরও অনেক বড় হোক ও প্রতিষ্ঠিত হোক।

ময়নাগুড়িতে বিজয় মিছিল বিজেপির

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ বিজেপির ঐতিহাসিক জয় ও দলীয় নেতৃত্বের শপথ অনুষ্ঠানকে ঘিরে রবিবার ময়নাগুড়ি শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বিজয় মিছিল ও মিষ্টিমুখের আয়োজন করলেন ভারতীয় জনতা পার্টি-র কর্মী ও সমর্থকরা। দলীয় সমর্থকদের দাবি অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠনের উল্লাসেই এই বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। রবিবার সকাল থেকেই ময়নাগুড়ি শহরের একাধিক এলাকায় গেরুয়া আবির মেখে, দলীয় পতাকা হাতে ত্রিশাল মিছিল বের করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। মিছিলে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। আনন্দ উল্লাসের মধ্যেই পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে মিষ্টি ও লাড্ডু বিতরণ করা হয়। এ বিষয়ে ময়নাগুড়ি টাউন মণ্ডলের সভাপতি সঞ্জীব বর্ধন বলেন, এই জয় শুধু বিজেপির নয়, দেশের মানুষের জয়। দলীয় নেতৃত্বের শপথের পর থেকেই ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, দলীয় সমর্থকদের বিশ্বাস, তাঁদের নেতৃত্বে রাজ্যে উন্নয়নের নতুন দিশা খুলবে। বিজয় মিছিল ঘিরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা জানান, এই আনন্দ ভাগ করে নিতেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিষ্টিমুখ করা হয়েছে। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিনভর ময়নাগুড়ি শহরে রাজনৈতিক উল্লাস লক্ষ্য করা যায়।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার,
জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার
মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে
সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

শিলিগুড়িতে তোলাবাজি ও সিন্ডিকেট!

সরেজমিনে খতিয়ে দেখছে বিজেপি

বাপ্পা রায় ।। নয়া জামানা ।। শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি শহরের একাধিক এলাকায় তোলাবাজি ও তথাকথিত 'সিন্ডিকেট রাজ'-এর অভিযোগকে কেন্দ্র করে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়াল। একদিকে মহাবীরস্থান ফুলবাজারে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক টাকা আদায়ের অভিযোগ, অন্যদিকে দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন এলাকায় ট্যুর ও ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে অনিয়মের অভিযোগে সরব হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। মহাবীরস্থান ফুলবাজারে দীর্ঘদিন ধরে ফুল, বেলপাতা, দুব্বা-সহ বিভিন্ন পুজোর সামগ্রী বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। অভিযোগ, বাজারে দোকান বসাতে গেলে নিয়মিত মোটা অঙ্কের টাকা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। টাকা না দিলে দোকান করতে দেওয়া হয় না বলেও দাবি ব্যবসায়ীদের একাংশের। দূর-দূরান্ত থেকে আসা এই ব্যবসায়ীদের পক্ষে অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার চাপ ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠছে বলে তারা জানিয়েছেন। এই অভিযোগ সামনে আসতেই সোমবার বাজারে পৌঁছান বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা। তারা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাদের নাম সংগ্রহ করেন বলে জানা গিয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে এবং বাজারে কোনওরকম তোলাবাজি চলতে দেওয়া হবে না। সাধারণ ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তারা। অন্যদিকে, একই দিনে শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন এলাকায় ট্যুর ও ট্রাভেল এজেন্সিগুলিকে ঘিরে 'সিন্ডিকেট রাজ'-এর অভিযোগে অভিযান চালায় বিজেপি। অভিযোগ, বিভিন্ন গন্তব্যে যাতায়াতের টিকিট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম চলছে এবং প্রতিটি গাড়ি থেকে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা আদায় করা হচ্ছে। বিজেপি কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির প্রতিনিধিদের লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেখতে চান। বিজেপির দাবি, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে কয়েকটি এজেন্সির কাছে বৈধ লাইসেন্স বা সঠিক কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও অভিযুক্ত এজেন্সির এক সদস্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, তারা কোনও সিন্ডিকেট চালায় না এবং অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কয়েকজন গাড়িচালকের দাবি, আগে প্রতিটি গাড়ি থেকে প্রায় ১০০ টাকা করে নেওয়া হতো। তাঁদের মতে, এই প্রথা বন্ধ হলে তারা অনেকটাই স্বস্তি পাবেন। বিজেপি নেতৃত্ব প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে এবং অবিলম্বে কড়া নজরদারির দাবি জানিয়েছে।

পানিট্যাঙ্কিতে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতার স্বামী

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই অ্যাকশন মুডে রয়েছে চোপড়া থানা। সেই অভিযানের মধ্যেই ভারত, নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হলো চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির স্বামী ও তৃণমূল নেতা গোপাল ভৌমিককে।

এই গ্রেপ্তারিকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চোপড়া জুড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে খড়িবাড়ি ব্লকের সীমান্তবর্তী পানিট্যাঙ্কি এলাকায় যৌথ অভিযান চালায় চোপড়া থানা ও পানিট্যাঙ্কি থানার পুলিশ।

সেখান থেকেই গোপাল ভৌমিককে আটক করা হয়। যদিও ঠিক কোন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সে বিষয়ে এখনও পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি। স্থানীয় সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে এবং রাজনৈতিক পালাবদলের পর তিনি পুলিশের নজরে ছিলেন। এমনকি নেপালে পালানোর চেষ্টা করছিলেন বলেও গুঞ্জন। এর আগেও চোপড়া পুলিশের অভিযানে একাধিক অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। গোপাল ভৌমিকের গ্রেপ্তারিকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

বিজেপির বিজয় মিছিল ময়নাগুড়িতে

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ে সোমবার ময়নাগুড়ি ব্লকের ১৬/১৫১ নম্বর বুথে বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। ভারতীয় জনতা পার্টি-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই মিছিলে ঝালমুড়ি ছিল বিশেষ আকর্ষণ। এক বিজেপি সমর্থক হনুমান সেজে মিছিলে অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীদের হাতে ঝালমুড়ি তুলে দেওয়া হয়, পাশাপাশি মিষ্টিমুখ করানো হয়। খাগড়াবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য খাগড়াবাড়ির ১৫১ নম্বর বুথের বাসিন্দারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিলে যোগ দেন। গেরুয়া আবির খেলা ও কীর্তনের আয়োজনও ছিল। বুথের বিভিন্ন অলিগলি ঘুরে মিছিল শেষ হয়। এদিন ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকাতেও বিজেপি কর্মীরা পৃথক বিজয় মিছিল করেন। মিছিল শেষে মাছ ও মাংস ভাতের আয়োজন করা হয় বিজেপি কার্যকর্তা জয়ন্ত রায়ের বাড়িতে। বুথ সভাপতি সন্তোষ রায় মিছিলের নেতৃত্ব দেন। তিনি বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাংলায় বিজেপি সরকার গঠিত হয়েছে এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী;এই আনন্দেই মিছিল। তিনি আরও বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র ঝালমুড়ি খাওয়াকে কটাক্ষ করা হয়েছিল, তার জবাব হিসেবেই ঝালমুড়ি বিতরণ। তৃণমূলের 'মাছভাত বন্ধ' মন্তব্যের প্রতিবাদে মিছিল শেষে মাছ-মাংস ভাতের আয়োজন করা হয়েছে। অন্যদিকে, ময়নাগুড়ি ১২ নম্বর ওয়ার্ডেও বিজেপির পক্ষ থেকে বিরাট মিছিল বের হয়। সেখানে গেরুয়া আবির খেলানো হয় এবং লাড্ডু বিতরণ করা হয়।

বার্মাটিক সেগুন পাচার রুখল বনদপ্তর

প্রদীপ কুন্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ রাজ্যে ভোট পর্ব শেষ হতেই ফের একশন মুডে বনদপ্তর। অসম,বাংলা সীমান্তে বড়সড় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ বার্মাটিক সেগুন কাঠ উদ্ধার করল বনকর্মীরা। সোমবার ভোররাতে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক-এর সংকোশ ব্রিজ সংলগ্ন নাজিরান দেউতি খাতা এলাকা থেকে কাঠ বোঝাই একটি ১৪ চাকার লরি আটক করা হয়। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলা বনদপ্তর-এর কোচবিহার ১ রেঞ্জের আটিয়ামোচর বিটের বনকর্মীদের কাছে আগেই গোপন খবর ছিল। জানা যায়, অসম সীমান্ত পেরিয়ে স্ক্র্যাপ বোঝাই লরির আড়ালে মূল্যবান বার্মাটিক সেগুন কাঠ পাচারের চেষ্টা চলছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে বিট অফিসার পাঞ্চালি রায়ের নেতৃত্বে এলাকায় নজরদারি শুরু হয়। সোমবার ভোরে সন্দেহভাজন লরিটিকে আটক করার চেষ্টা করলে চালক ও খালাসি লরি ফেলে পালিয়ে যায়। পরে তল্লাশি চালিয়ে স্ক্র্যাপের নিচে লুকিয়ে রাখা প্রায় ৬০০ সেপ্টিরও বেশি বার্মাটিক সেগুন কাঠ উদ্ধার করা হয়। বনদপ্তর লরিটি বাজেয়াপ্ত করে আটিয়ামোচর বিট অফিসে নিয়ে যায়। এ বিষয়ে কোচবিহার জেলা বনদপ্তরের এডিএফও বিজন কুমার নাথ জানান, উদ্ধার হওয়া কাঠের বাজারমূল্য আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকারও বেশি। এই ঘটনার সঙ্গে বড় কোনও পাচারচক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অবৈধ কাঠ পাচার রুখতে আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানিয়েছে বনদপ্তর।

জন্মেশে মহানাম সংকীর্তনে ভক্তির জোয়ার

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ জন্মেশে ঐতিহ্যবাহী ৪০ প্রহরব্যাপী মহানাম সংকীর্তনের শুভ সূচনা হলো রবিবার জল বরণ পর্বের মধ্য দিয়ে। এদিন জন্মেশ হরি মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়, যা জর্দা নদীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় জল বরণের জন্য। ঢাক, কাঁসর ও নামসংকীর্তনের ধ্বনিতে গোটা এলাকা ভক্তিময় পরিবেশে মুখরিত হয়ে ওঠে। শোভাযাত্রায় ছোট ছোট শিশুদের ঢুলির বেশে আকর্ষণীয় বাদ্য পরিবেশন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভক্তদের বিপুল উপস্থিতিতে আনন্দ ও ভক্তির আবেশে সম্পন্ন হয় জল বরণ পর্ব। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহানাম সংকীর্তনের সূচনা হওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন উপস্থিত ভক্তরা। কীর্তন কমিটি সূত্রে জানা গেছে, এবছর এই মহানাম সংকীর্তনের ৫১তম বর্ষ উদযাপিত হচ্ছে। পাঁচ দিনব্যাপী এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রতিদিনই বহু ভক্তের সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভক্তদের জন্য প্রতিদিন প্রসাদের বিশেষ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। বিশ্ব শান্তি মহানাম যজ্ঞ কমিটির সহ-সভাপতি লক্ষীকান্ত রায় জানান, গত ৫১ বছর ধরে এই কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং সকল ভক্তকে সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। অন্যদিকে অনন্ত কুমার রায় বলেন, সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্বেষ দূর করার কামনায় সকলকে এই মহানাম সংকীর্তনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

অবৈধ মদ বিরোধী অভিযানে সাফল্য জেলা পুলিশের

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ জেলাজুড়ে অবৈধ মদের কারবার রুখতে কড়া পদক্ষেপে বড় সাফল্য পেল জেলা পুলিশ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়গাঁ থানা-র আধিকারিক মিলন বর্মন ও তাঁর দল একটি বেসরকারি রিসোর্টে অতর্কিত অভিযান চালায়। অভিযানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোট ২৭০ লিটার বিদেশি বিয়ার উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। একই দিনে বীরপাড়া থানা-র অধীনে ধুমচিপুর খাগড়াবাড়ি এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে ১৫ লিটার অবৈধ মদসহ আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেন সাব-ইন্সপেক্টর শ্যামা রায় ও তাঁর দল। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং নেশামুক্ত সমাজ গড়তে এই বিশেষ অভিযান আগামীতেও জোরদারভাবে চলবে।

ফালাকাটায় উদ্ধার বেআইনী মদ

সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ বেআইনী মদ উদ্ধারে বড় সাফল্য পেল ফালাকাটা থানা। রবিবার রাতে ফালাকাটা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিশারগোড় বাজারে অভিযান চালিয়ে ভগীরথ রায় নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই নিজের দোকানে মদ মজুদ রেখে বেআইনী কারবার চালাচ্ছিলেন তিনি। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ আচমকাই হানা দেয়। অভিযানে

দেশি মদ ও বিয়ার মিলিয়ে প্রায় ৪২ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। থানার আইসি নিতেশ লামা জানান, ধৃতকে সোমবার আলিপুরদুয়ার আদালত-এ পাঠানো হয়েছে। এ ধরনের অভিযান নিয়মিত চলবে।

১২ মে ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই ৪৬ বছরের প্রতিজ্ঞা পূরণ, মাথা ন্যাড়া করলেন ৮০ বছরের বৃদ্ধ

আহমেদ বাপি, নয়া জামানা, মালদা ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সরকার গঠনের পরপরই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের প্রতিজ্ঞা পূরণের খ বর সামনে আসছে। এবার মালদহের গাজোল থেকে এক অভাবনীয় ছবি সামনে এলো। ৪৬ বছর ধরে চুল-দাড়ি না কাটার যে প্রতিজ্ঞা অতুল চন্দ্র বিশ্বাস নিয়েছিলেন, বিজেপি সরকার গঠন হতেই তা পূরণ করলেন এই ৮০ বছর বয়সী বৃদ্ধ।১৯৮০ সাল থেকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার না আসা পর্যন্ত তিনি চুল-দাড়ি কাটবেন না।অবশেষে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসায় সেই দীর্ঘদিনের প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্তি পেলেন গাজোলের মশাল দিঘি এলাকার বাসিন্দা অতুল চন্দ্র বিশ্বাস। সোমবার গাজোলের মশাল দিঘি গ্রামে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে উৎসবের

আবহে তিনি নিজের দাড়ি-চুল কামিয়ে ন্যাড়া হন।গ্রামের কয়েকশ সাধারণ মানুষ ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকেন। ন্যাড়া হওয়ার পর দুধ দিয়ে স্নান করে তিনি নতুন পোশাক পরিধান করেন।অতুল বাবু জানান, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত এবং বিশ্বাস করেন এবার এলাকায় শান্তি ফিরবে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাজোল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রিনা কীর্তনীয়া, পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার সহ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব।দীর্ঘ ৪৬ বছরের অপেক্ষায় থাকা অতুল বাবুর এই প্রতিজ্ঞা পূরণ গাজোল এলাকায় বিজেপির পালে হাওয়া আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

সরকার পাল্টাতেই বুনিয়াদপুরে পুর বোর্ড বদলের দাবি

নয়া জামানা, দক্ষিন দিনাজপুর ঃ রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। তবে পুরোনো সরকার থাকাকালীন বুনিয়াদপুর পুরসভা বোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পাঁচ বছর পরও নির্বাচন হয়নি। বিপ্লব মিত্র ঘনিষ্ঠ প্রশাসক বসিয়ে এতদিন কাজ চলেছে পুরসভার। রাজ্যে পালা বদলের পর এবার বুনিয়াদপুরেও প্রশাসক বদলের দাবি উঠেছে। যা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে দাবি করছে বিজেপি। দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন না করেই প্রশাসক বোর্ডের মাধ্যমে পুরসভা পরিচালিত হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে শহরবাসীর মধ্যেও। তাঁদের অভিযোগও, উন্নয়নের বদলে পুরসভায় দুর্নীতির সংস্কৃতি কায়েম হয়েছিল।বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির সদস্য বলেন , বুনিয়াদপুর পুরসভায় যাঁরা প্রশাসকের দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁরা যাতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ নথি বা ফাইল সড়িয়ে ফেলতে না পারেন, তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার দাবি জানানো হয়েছে মহকুমাশাসকের কাছে। দুর্নীতির সমস্ত অভিযোগের উপর তদন্ত হবে। বিষয়টি দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে।নির্বাচিত পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষের পর পাঁচবছরে তিনবার প্রশাসক বদল করেছে তৃণমূল। তারপরও পুর পরিষেবা উন্নত হয়নি বলে ক্ষোভ ছিলই শহরবাসীর। নির্বাচনের আগে শহরের ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে সমীর সরকারকে চেয়ারম্যান করে তৃণমূল। শহরের বাসিন্দা অতুল মণ্ডল বলেন, পুরসভায় সাধারণ মানুষের পরিষেবা পেতে গেলে ঘুরপথে টাকা খরচ করতে হয়।আধিকারিকরা নিজেদের ইচ্ছেমতো অফিসে আসেন। আমরা এই অবস্থার পরিবর্তন চাই।

প্রশাসনিক বৈঠকের পরেই বড়সড় রদবদল ! ৬০ বছর উর্ধ্বে এক্সটেনশন বাতিল

তনয় কুমার মিশ্র, নয়া জামানা, মালদা ঃ সোমবার নবান্নে উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্য প্রশাসনে বড়সড় রদবদলের নির্দেশ জারি হল। বিভিন্ন বোর্ড, সংস্থা ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মনোনীত সদস্য, ডিরেক্টর ও চেয়ারপার্সনদের কার্যকাল অবিলম্বে শেষ করার নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার।

একইসঙ্গে ৬০ বছর বয়সের পর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি বা পুনর্নিয়োগে থাকা সমস্ত সরকারি অফিসার-কর্মচারীর এক্সটেনশনও বাতিল করা হল। ১১ মে ২০২৬, নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে এক জরুরি প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব-সহ সমস্ত দপ্তরের প্রধান সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বৈঠকেই প্রশাসনিক কাঠামো ঢেলে সাজানো এবং কাজের গতি আনতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠক শেষ হওয়ার পরেই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তর থেকে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়। নির্দেশে বলা হয়েছে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন বোর্ড, সংগঠন, নন-স্ট্যাটুটরি বডি ও পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং-এ থাকা সমস্ত মনোনীত সদস্য, ডিরেক্টর ও চেয়ারপার্সনদের কার্যকাল অবিলম্বে শেষ করতে হবে। স্বাভাবিক অবসরের বয়স ৬০ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও যেসব অফিসার ও কর্মচারী রি-এমপ্লয়মেন্ট বা সার্ভিস এক্সটেনশনে কর্মরত, তাঁদের চাকরিও অবিলম্বে শেষ করতে হবে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশের কপি মুখ ্যমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারি, মুখ ্যসচিবের সিনিয়র প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, আজকের বৈঠকের পরেই এই নির্দেশ জারি হওয়ায় বিষয়টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্যের শতাধিক বোর্ড-কর্পোরেশনে রাজনৈতিকভাবে মনোনীত সদস্যদের একসঙ্গে সরিয়ে দেওয়া এবং ৬০-উর্ধ্ব অফিসারদের বিদায় জানানো গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। এর ফলে বিভিন্ন দপ্তরে ব্যাপক শূন্যতা তৈরি হবে।

প্রশাসনিক স্তরে এই রদবদল বিশেষ ইঙ্গিতবাহী বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। শীঘ্রই এই পদগুলোতে সরকার নতুন নিয়োগ ও মনোনীত আধিকারিকদের বসিয়ে সরকারকে দ্রুত সচল করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জাতীয় সড়কে বাস-চার চাকার মুখোমুখি সংঘর্ষ ঃ নিহত ১ আহত একাধিক

নয়া জামানা, মালদা ঃ রবিবার রাতে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটলো মালদার গাজোলে। এক দ্রুতগামী বেসরকারি বাসের সাথে চার চাকা স্কোরপিও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় ১জনের মৃত্যু হয়েছে ও আহত হয়েছে ৪জন। আহত দের মধ্যে ২জন অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় রয়েছে বলে জানা গেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেসরকারি বাসটি বালুরঘাটের দিক থেকে আসছিল এবং কলকাতার উদ্দেশ্য রওনা দিয়েছিল। অপরদিক থেকে চার চাকা স্কোরপিও গাড়িটি গাজোলের দিক থেকে গঙ্গারামপুরের দিকে যাচ্ছিল। গাজোলের জামতলার দোহিল মোহিল ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক এলাকায় এসে চারচাকা স্কোরপিও গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে বেসরকারি বাসটির সামনে।সূত্রের খবর , স্কোরপিও গাড়িটি রাজমহল থেকে গঙ্গারামপুরে কন্যাযাত্রীর উদ্দেশ্য যাচ্ছিল।জানা যায় যে, ওই কলকাতাগামী বেসরকারি বাসটির মধ্যে ৪০ জনেরও অধিক যাত্রী ছিল

এবং স্কোরপিও গাড়িটির মধ্যে চালক সহ ৫ জন যাত্রী ছিল। বাসের যাত্রীদের সেরকম কোনো ক্ষতি না হলেও ওই গাড়িটির চালক সহ সমস্ত যাত্রীরা খুবই আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন। ঘটনার পর আহতদের স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের মধ্যে থেকে ১জন কে মৃত বলে ঘোষণা করেন এবং বাকি ৫ জন কে দ্রুত মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। মৃত ওই ব্যক্তির নাম দীপঙ্কর বর্মন, বাড়ি সামশেরগঞ্জের রাজমহল এলাকায়। ঘটনার জেরে এদিন বেশ কিছু সময় ধরে যান চলাচল বন্ধ থাকে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় গাজোল থানার পুলিশ এবং গাড়ি দুটোকে উদ্ধার করে গাজোল থানায় নিয়ে আসে এবং চলাচল স্বাভাবিক করে। বর্তমানে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখ ছে গাজোল থানার পুলিশ বলে জানা যায়।

প্রধানমন্ত্রীর বার্তায় অস্বস্তিতে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা

নয়া জামানা ,উত্তর দিনাজপুর ঃ এখনো অশান্ত মধ্য প্রাচ্য। যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেল, রান্নার গ্যাস নিয়ে সংকটের মুখে সারা পৃথিবী। আমাদের দেশেও এই যুদ্ধের আঁচ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও প্রভাব পড়েছে পরোক্ষভাবে। যা নিয়ে চিন্তিত কেন্দ্র সরকার। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার একটি জনসভায় বেশ কিছু আগাম সতর্কবার্তা দিয়েছেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে। যার মধ্যে অন্যতম হলেও বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করা। আর সেটা করতে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদাওয়াইক্ষু অন্তত এক বছরের জন্য সোনার কেনাবেচা কমানো। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা প্রভাব ফেলেছে ভালোভাবেই।অন্যদিকে সমাজ মাধ্যমে এই বার্তা ছড়িয়ে পড়তেই কিছুটা হলেও প্রমাদ গুণছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। প্রধানমন্ত্রীর মুখে এধরনের সতর্কবার্তা শোনা গেলেও এখনো পর্যন্ত সরকারি তরফে কোনরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের কথায় দেশের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত সঠিক। কিন্তু এতে রোজগারে টান পড়তে পারে বলে তাদের আশঙ্কা রয়েছে। শহরের স্বর্ণ ব্যবসায়ী বিশ্বপ্রিয় ভৌমিক জানান, শুধুমাত্র মালিকরাই নয় এই ব্যবসায় যুক্ত রয়েছে অনেক কারিগর। প্রভাব পড়বে তাদের জীবনেও। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতির স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আস্থা রয়েছে তাদের।' অন্যদিকে অপর স্বর্ণ ব্যবসায়ী অগ্নিশ্বর ভৌমিক জানান, যদিও সরকারিভাবে কোন নির্দেশিকা নেই এবিষয়ে, তবুও দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের এই বার্তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। তবে যেহেতু তারা এই ব্যবসাতে যুক্ত,তাই কেন্দ্রের কাছে কোনো বিকল্প রাস্তার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। যদিও সাধারণ মানুষ বিষয়টিকে নিয়ে যথেষ্টই ভাবিত। সায়নী সরকার নামে এক ক্রেতার কথায়, যেহেতু দেশ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাই সরকারের পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য।

শিক্ষাঙ্গনে গৈরিকীকরণ, স্কুল শিক্ষার মান উন্নয়নে সমন্বয়ের বার্তা বিজেপির শিক্ষক সেলের

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় সোমবার উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপি টিচার সেলের পক্ষ থেকে জেলা ডি.আই (প্রাথমিক) অফিসের আধিকারিকদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর এই প্রথম জেলা বিজেপি টিচার সেলের পক্ষ থেকে এমন সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হলো।সোমবার সংগঠনের সদস্যরা ডি.আই অফিসে গিয়ে ফুল ও শুভেচ্ছাবার্তা প্রদান করেন। পাশাপাশি জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রশাসনের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার বার্তাও দেন সংগঠনের সদস্যরা। জেলা বিজেপি টিচার সেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জেলার শিক্ষার মান আরও ভালো করতে শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি। ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার আশাও প্রকাশ করা হয়। জেলা বিজেপি টিচার সেলের ডিস্ট্রিক্ট কনভেনার

নীতিশ চন্দ্র ধর বলেন, নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের শুভেচ্ছা জানাতেই আমরা এসেছি। আমাদের লক্ষ্য জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন। শিক্ষা দফতরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে আমরা কাজ করতে চাই। পাশাপাশি বিগত সরকারের শিক্ষা ক্ষেত্রে ভূমিকা কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন সেই আমলে ডিপিএসসি ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছিল। অবৈধ ভাবে কিছু ট্রান্সফার হয়েছে, ভগ্নপ্রায় বিদ্যালয়গুলির সংস্কার হয়নি। এমনকি মহার্ঘ ভাতার ক্ষেত্রেও শিক্ষকদের বঞ্চিত করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের মেনিফেস্টো তে যা যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেগুলো সব পূর্ণ হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাঙ্গনের সার্বিক উন্নয়নে বদ্ধপরিকর তারা। এই কর্মসূচিতে জেলা বিজেপি টিচার সেলের বিভিন্ন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেই খুশির আমেজ মালদার সীমান্তবর্তী এলাকায়

দেবাশীষ পাল, নয়া জামানা, মালদা ঃ শপথ গ্রহণের পরেই রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। তার মধ্যে অন্যতম ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের খোলা অংশে দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের লক্ষ্যে বিএসএফকে ৪৫ দিনের মধ্যে জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত ন। রাজ্য সরকারের এই ঘোষণাকে ঘিরে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা।মালদা জেলার একাধিক সীমান্তবর্তী এলাকায় এখনও বিস্তীর্ণ অংশে কাঁটাতারের বেড়া নেই। বিশেষ করে হবিবপুর ব্লকে প্রায় ৮২ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্তের মধ্যে প্রায় ৩২ কিলোমিটার এলাকায় এখনও কাঁটাতার নেই। এছাড়াও প্রায় ৯ কিলোমিটার নদীপথ সীমান্ত হওয়ায় নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ রয়েছে স্থানীয়দের

মধ্যে।নতুন সরকারের এই ঘোষণায় খুশি সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, কাঁটাতার না থাকার সুযোগে দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশি পাচারকারী ও বিভিন্ন চোরাকারবারিদের আনাগোনা চলত। গবাদি পশু পাচার থেকে শুরু করে নানা বেআইনি কারবারে এই খোলা সীমান্ত ব্যবহার হত বলেও দাবি এলাকাবাসীর। তাদের আশা, দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ হলে সীমান্তে বেআইনি কার্যকলাপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে।তবে এরই পাশাপাশি নতুন করে উদ্বেগও তৈরি হয়েছে সীমান্ত সংলগ্ন বহু পরিবারের মধ্যে। অনেকের বাড়ি ও জমি সীমান্তের খুব কাছাকাছি হওয়ায় কাঁটাতার নির্মাণের পর তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয়দের দাবি, নিরাপত্তার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সমস্যার বিষয়টিও সরকারকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করতে হবে।

মাদক ও যানজট মুক্ত ইসলামপুরের দাবিতে বিজেপির ডেপুটেশন

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুর শহরকে ড্রাগস মুক্ত ও যানজট মুক্ত করার দাবিতে সোমবার ইসলামপুর থানার আইসি-র কাছে স্মারকলিপি জমা দিল ইসলামপুর ১ নম্বর মণ্ডল বিজেপি নেতৃত্ব। একই সঙ্গে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার দাবিতে হাসপাতালের সুপারের কাছেও পৃথকভাবে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি তথা বিধানসভা নির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী চিত্রজীত রায় ওরফে পাখি, জেলা সহ-সভাপতি সুরজিৎ সেন, বিধানসভা কনভেনার সন্দীপ বিশ্বাস-সহ ইসলামপুর টাউন

মণ্ডলের একাধিক নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা।বিজেপি নেতৃত্বদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ইসলামপুর শহরে ড্রাগসের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যানজটের সমস্যায় সাধারণ মানুষকে নিত্যদিন ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিয়মিত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান তারা।অন্যদিকে, ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসক, আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং উন্নত পরিষেবার অভাব রয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন বিজেপি নেতৃত্ব। সাধারণ মানুষ যাতে দ্রুত ও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পান, সেই দাবিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।বিজেপি নেতৃত্বদের দাবি, সরকার পরিবর্তনের পর ইসলামপুরবাসী আরও উন্নত প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন। সাধারণ মানুষের স্বার্থে আগামী দিনেও বিভিন্ন জনমুখ ী দাবি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানান তারা।

সিধু-কানুর মূর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র বংশীহারী

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ রাতের অন্ধকারে ভেঙে ফেলা হলো সিধু-কানুর মূর্তি। ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মুহূর্তে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারি ব্লকের গাঙুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দেউরিয়া এলাকা।ঘটনার প্রতিবাদে আদিবাসীদের একাংশের তাণ্ডবেও ভাঙচুর হলো একাধিক দোকান ও রাজনৈতিক দলীয় কার্যালয়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। নতুন করে অশান্তির আশঙ্কায় এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। রবিবারও গোটা এলাকা জুড়ে ছিল চাপা উত্তেজনা, আতঙ্ক আর গুঞ্জন।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, গত কয়েকদিন ধরেই ওই এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে দলীয় কার্যালয় দখলকে কেন্দ্র করে চাপানউতোর চলছিল। রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহের মাঝেই শনিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসে সিধু-কানুর মূর্তির একটি হাত ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যে খ বর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। অভিযোগ, এর পরেই উত্তেজিত জনতার একাংশ লাঠি, বাঁশ ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে এলাকায় ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। মুহূর্তের মধ্যে থমথমে হয়ে ওঠে গোটা দেউরিয়া।ঘটনার খবর পেয়েই এলাকায় পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। দীর্ঘক্ষণ ধরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালান পুলিশ আধিকারিকরা। বর্তমানে এলাকায় টহল দিচ্ছে পুলিশ। যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে।

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

ভূতনি ব্রিজ রক্ষায় 'খাকি বাহিনী', নজিরবিহীন উদ্যোগ !

নয়া জামানা, মালদা ঃ ময়লা -আবর্জনায় নিকাশি বন্ধ। লাগাতার বৃষ্টির জেরে কাদা জমেছে ভূতনি ব্রিজের দু'ধারে। যার ফলে মাঝেমধ্যে ঘটছে ছোটখাটো দুর্ঘটনা। তাই কোদাল হাতে সাফাই অভিযানে নামলেন ভূতনি থানার ওসি সহ সিভিক ভলান্টিয়াররা। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।মানিকচক ব্লকের ভূতনি ব্রিজ যাতায়াতের ক্ষেত্রে শহরের ব্যস্ততম ব্রিজ।মানিকচকের সঙ্গে ভূতনির তিনটি অঞ্চলের প্রায় দেড় লক্ষ মানুষের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম এই ব্রিজ। কিন্তু রবিবার সকালে দেখা যায় অন্য চিত্র। কোদাল, ঝাঁটা, বস্তা, বালতি নিয়ে ব্রিজে উপস্থিত হন ভূতনি থানার পুলিশ আধিকারিকরা।পথচারী ও নিত্যযাত্রীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ব্রিজের দু'ধারে জমে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করতে শুরু করেন পুলিশ আধিকারিক ও সিভিকরা।প্রসঙ্গত, এখানে প্রতিদিন বিকেলে ঘুরতে আসেন বহু স্থানীয় বাসিন্দা। সেখানে রয়েছে অনেক খাবারের দোকান। খ াওয়ার পর কাপ, প্লেট সহ অন্য সামগ্রী ফেলে দেওয়া হয় ব্রিজেই। আবর্জনা জমে থাকে ব্রিজের রাস্তার দু'ধারে। কিন্তু সেসব পরিষ্কারের কোনো উদ্যোগ নেয় না কেউই।গত কয়েক দিন বৃষ্টি হওয়ায় ব্রিজ থেকে জল যেতে পারছে না আবর্জনা জমে থাকায়।

ড্রেনের মুখ বন্ধ থাকায় জল জমতে শুরু করে। যাতায়াতের সময় মাঝেমধ্যেই ঘটছে ছোটোখাটো দুর্ঘটনা। এই বিষয়টি লক্ষ্য করে সাধারণ মানুষকে বিপদ থেকে বাঁচাতে এবং ভূতনি ব্রিজ আবর্জনামুক্ত করতে সাফাই অভিযানে নামেন ওসি সহ পুলিশ আধিকারিকরা। যদিও এবিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি ভূতনি থানার আধিকারিকরা।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 12-05-2026 09:19 Page 6

পুলিশি অভিযানে ৮ তাজা বোমা উদ্ধার

মিলন সারোয়ার, নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খ বরের ভিত্তিতে মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার পুলিশ যুগিন্দা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৮টি তাজা বোমা উদ্ধার করে।

ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বোমা উদ্ধারের পরপরই বোম নিষ্ক্রিয়কারী স্কোয়াড ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার কাজ শুরু করে। এই ঘটনায় কারা বা কোন গোষ্ঠী জড়িত, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি,

সম্ভাব্য অশান্তি এড়াতে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। নির্বাচন পর্ব শেষ হলেও জেলার বিভিন্ন এলাকায় এখনও উত্তেজনার রেশ কাটেনি। তারই মধ্যে ডোমকলে এই বোমা উদ্ধারের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ছয় বছরের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, ফের পায়ে চটি মজিবুরের

নয়া জামানা,ডোমকল ঃ খালি পায়ে পথচলার দীর্ঘ ছয় বছরের অধ্যায়ের অবসান ঘটালেন ডোমকলের রায়পুর অঞ্চলের মোক্তারপুর কারিগরপাড়ার বাসিন্দা মজিবুর শেখ । শনিবার রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর রবিবার বিকেলে গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফের পায়ে চটি পরেন তিনি। এদিন দুধ দিয়ে পা ধোয়ার পর নতুন হাওয়াই চটি পরে নিজের বহুদিনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন মজিবুর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে মজিবুর শেখ শপথ নিয়েছিলেন, আগের সরকার ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত তিনি কোনও জুতো বা চটি পরবেন না। এরপর দীর্ঘ ছয় বছর ধরে শীত, গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষা; সব ঋতুতেই খালি পায়ে জীবনযাপন করেছেন তিনি। পেশায় হকার মজিবুর প্রতিদিন মোটরসাইকেলে করে ডোমকল, জলঙ্গি, করিমপুর ও বক্সীপুর ঘাট-সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ব্যবসা করেন। সেই সময় জুতো ছাড়া চলাফেরা করতে গিয়ে নানা শারীরিক কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়েছে বলেও জানান তিনি। মজিবুরের কথায়, তীতের কনকনে ঠান্ডা কিংবা গরমের তপ্ত রাস্তা; সবই সহ্য করেছি। অনেকেই উপহাস করেছেন, কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসিনি।দ রবিবার তাঁর বাড়ির উঠোনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বহু গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন। দুধ দিয়ে পা ধোয়ার পর নতুন চটি পায়ে দেওয়ার সেই মুহূর্ত ঘিরে আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়। উপস্থিত অনেকের চোখেও জল দেখা যায়। নিজের আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে এদিন গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় ভোজের আয়োজন করেন মজিবুর শেখ। প্রায় ছয় শতাধিক মানুষকে খিচুড়ি খাওয়ানো হয় বলে জানা গিয়েছে। নতুন চটি পরে আবেগাপ্লুত মজিবুর বলেন, ছয় বছর পর পায়ে চটি পরে যেন নতুন স্বস্তি পেলাম। দীর্ঘদিনের ইচ্ছা আজ পূরণ হল।দ

খড়গ্রামে মাধ্যমিকে সাফল্য চার আবাসিক ছাত্রীর

নয়া জামানা, খড়গ্রাম ঃ প্রতিকূলতা, নির্যাতন আর অবহেলাকে পিছনে ফেলে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছে খ ড়গ্রামের এক সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত হোমের চার আবাসিক ছাত্রী। জীবনের কঠিনতম বাস্তবতার মধ্যেও হার না মেনে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে তারা। তাঁদের এই সাফল্য শুধু পরীক্ষার ফল নয়, বরং অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার এক অনুপ্রেরণার গল্প। খড়গ্রামের ওই হোমে বর্তমানে প্রায় ৪০ জন আবাসিক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ দীর্ঘদিন ধরে সেখানে রয়েছেন, কেউ আবার সাম্প্রতিক সময়ে আশ্রয় পেয়েছেন। নানা প্রতিকূল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠা এই চার ছাত্রী নিজেদের ইচ্ছেশক্তি ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নতুন পরিচয় গড়ে তোলার পথে এগিয়ে চলেছে।

তাদের মধ্যে এক ছাত্রী এবারের মাধ্যমিকে ৫২৪ নম্বর পেয়ে ছ'টি বিষয়ে লেটার মার্কস অর্জন করেছে। জানা গিয়েছে, করোনাকালীন সময়ে কলকাতার একটি যৌনপল্লি থেকে উদ্ধার করে তাকে এই হোমে আনা হয়েছিল। ছোটবেলায় চরম নির্যাতনের শিকার হওয়া সেই কিশোরী বর্তমানে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার লড়াইয়ে সফলতার দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। ভবিষ্যতে সরকারি আধিকারিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে সে। পাশাপাশি সমাজের অবহেলিত ও নির্যাতিত মহিলাদের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছেও প্রকাশ করেছে। হোমের আরও এক ছাত্রী ৪৩১ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। পিতৃপরিচয়হীন এই কিশোরী ছোটবেলা থেকেই নানা সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যে বড় হয়েছে। মাত্র ছয় বছর বয়সে হোমে আসার পর থেকেই শুরু হয় তার নতুন জীবন গড়ার সংগ্রাম। অন্য দুই ছাত্রীর জীবনও ছিল গভীর অন্ধকারে ঘেরা। একজন ছোটবেলায় ট্রেনে ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং নানা নির্যাতনের শিকার হয়। ২০১৫ সালে হোমে আশ্রয় পাওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা শুরু করে সে। অপর এক কিশোরী ২০২৪ সালে গুরুতর শারীরিক নির্যাতনের চিহ্ন নিয়ে হোমে আসে। এবারের মাধ্যমিকে সে ২২০ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। নম্বর হয়তো খুব বেশি নয়, কিন্তু তার জীবনের লড়াই এবং সাফল্যের গুরুত্ব অনেক বড়। হোমের সুপার জানিয়েছেন, তওদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও লড়াই করার মানসিকতাই এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

ওদের সাফল্যে অন্য আবাসিকরাও নতুন করে উৎসাহ পাচ্ছে।দ প্রতিকূল অতীতকে পিছনে ফেলে এখন নতুন স্বপ্নে বিভোর এই চার ছাত্রী। তাঁদের এই সাফল্য সমাজের কাছে এক ইতিবাচক বার্তা; ইচ্ছাশক্তি ও সঠিক সহায়তা থাকলে অন্ধকার ভেদ করেও আলোর পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

সাইবার ব্ল্যাকমেইল এর অপরাধে গ্রেপ্তার যুবক

নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ ফেসবুক থেকে ছবি সংগ্রহ করে তা ব্যবহার করে অশ্লীল ভিডিও তৈরি এবং সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল জঙ্গিপুর সাইবার থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শাহিদ আলম।

তাঁর বাড়ি বিহারের কিশানগঞ্জ জেলার লক্ষ্মীপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে জঙ্গিপুর সাইবার থানার আধিকারিকরা।

অভিযোগে বলা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তি ফেসবুক থেকে মহিলার ছবি সংগ্রহ করে প্রযুক্তির সাহায্যে অশ্লীল ভিডিও তৈরি করে।

পরে সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে মহিলার কাছ থেকে বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি ও ব্ল্যাকমেইল করতে থাকে।

অভিযোগ পাওয়ার পরই সাইবার থানার পুলিশ ডিজিটাল সূত্র ধরে তদন্তে নামে।

বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, প্রাণ গেল যুবকের

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীদের মধ্যে বচসা থেকে ভয়াবহ সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন এক যুবক। মৃতের নাম আজিম খান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, লিচুবাগানে বাদুড় তাড়ানোর উদ্দেশ্যে বাজি ফাটানো নিয়ে আজিম খানের পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কয়েকজন যুবক আজিম খানের উপর চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। পরিবারের সদস্যরা গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পাশাপাশি, এই ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মাধ্যমিকের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

নয়া জামানা ,সাগরদিঘী ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানাল সাগরদিঘী ব্লকের বালিয়া মডার্ন কোচিং সেন্টার। চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোচিং সেন্টারের একাধিক ছাত্র-ছাত্রী ভালো ফল করেছে। এর মধ্যে বালিয়া হাইস্কুলের ছাত্র আমিন সেখ ৬০০-র বেশি নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়ের প্রথম দশের মধ্যে স্থান অর্জন করেছে। এছাড়াও নাজরিন খাতুন, বর্ষা হালদার, নাসিমা খাতুন ও রিয়া খাতুন সফলভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সকলেই বালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং বালিয়া মডার্ন কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থী। এই সাফল্য উপলক্ষে কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের

ফুলের তোড়া ও মিষ্টিমুখ করিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন কোচিং সেন্টারের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কোচিং সেন্টারের প্রধান শিক্ষক সেতাবুর রহমান জানান, ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিকভাবে পাঠদান করানোই তাঁদের মূল লক্ষ্য। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের সাফল্যে তাঁরা অত্যন্ত গর্বিত।

পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ - পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে তালা দিলেন হুমায়ুন

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে রেজিনগর ও নওদা;দুই কেন্দ্র থেকেই জয়ের পর এবার বেলডাঙা ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হলেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। সোমবার তিনি বেলডাঙা ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। তাঁর অভিযোগ, তৎকালীন তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির আমলে 'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচিতে প্রায় ২৮ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।

হুমায়ুন কবীর দাবি করেন, এই প্রকল্পে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম হয়েছে এবং সেই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কাজের কোনও বকেয়া বিল পরিশোধ না করার দাবিও জানান তিনি। সেই কারণেই প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে তালা লাগানো হয়েছে বলে জানান

বিধায়ক। এদিনের কর্মসূচিকে ঘিরে বেলডাঙা ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অফিস ও বিডিও অফিস চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়ানো হয়। পরে বিধায়ক ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও)-এর কাছে একটি ডেপুটেশনও জমা দেন। হুমায়ুন কবীর আরও অভিযোগ করেন, গরিব মানুষের পাট্টা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ২ থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শক্তিপুর থানার ওসির বিরুদ্ধে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার মাটি বিক্রির অভিযোগও তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, এই সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। যদিও এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

মহিলাকে উত্যক্তের প্রতিবাদে হামলা, জখম একই পরিবারের ৬

নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ মহিলাকে উত্যক্ত করার প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে গভীর রাতে এক পরিবারের উপর হামলার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার ঘনেশ্যামপুর গ্রামে। হামলায় একই পরিবারের তিন মহিলা-সহ মোট ছয়জন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে অনুপনগর হাসপাতালে এবং পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত পরিবারের এক মহিলাকে দীর্ঘদিন ধরে উত্যক্ত করার অভিযোগ ছিল এলাকার এক যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রায় এক মাস

আগে দুই পরিবারের মধ্যে বচসা ও হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। পরে উভয় পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সম্প্রতি পুলিশি নোটিস পৌঁছনোর পর থেকে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, রবিবার গভীর রাতে পরিবারের সদস্যরা ঘুমিয়ে থাকাকালীন কয়েকজন দুষ্কৃতী ধারাল অস্ত্র নিয়ে বাড়িতে ঢুকে হামলা চালায়। বাধা দিতে গেলে পরিবারের সদস্যদের উপর এলোপাথাড়ি আঘাত করা হয়। আক্রান্ত মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও শ্লীলতাহানির অভিযোগও উঠেছে। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও কড়া শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

মাধ্যমিকে অষ্টম প্রজ্ঞা, বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন বিধায়ক চিত্ত মুখার্জি

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করে জঙ্গিপুর তথা মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন প্রজ্ঞা সাহা। তার এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য সোমবার তার বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন ৫৮ নম্বর জঙ্গিপুর বিধানসভার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক চিত্ত মুখার্জি। প্রজ্ঞা ও তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তিনি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। বিধায়ক চিত্ত মুখার্জি বলেন, বর্তমান সময়ে অনেক মূল্যবান ও দুর্লভ বই বাজারে সহজে পাওয়া যায় না। তাই ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য তিনি লাইব্রেরিতে সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বই আনার উদ্যোগ নেবেন। যাতে পড়ুয়ারা দুই থেকে তিন দিনের জন্য বই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়াশোনা করতে পারে,

নোট তৈরি করতে পারে এবং পরে আবার লাইব্রেরিতে জমা দিতে পারে সেই ব্যবস্থাও করা হবে বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, শুধুমাত্র ভালো রেজাল্ট করলেই হবে না, আগামী দিনে বড় মানুষ হয়ে দেশের ও সমাজের কথাও ভাবতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধ নিয়েও এগিয়ে চলার বার্তা দেন তিনি।

প্রজ্ঞা সাহার এই সাফল্যে এলাকাবাসীর মধ্যেও খুশির আবহ তৈরি হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, তার এই কৃতিত্ব আগামী প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতি আরও উৎসাহিত করবে।

'ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যাল ২০২৬' - আম-বাগান থেকে নবাবি ঐতিহ্যের অনন্য মেলবন্ধন

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্য, নবাবি সংস্কৃতি এবং বিখ্যাত আমকে কেন্দ্র করে আগামী জুন মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিশেষ উৎসব 'মুর্শিদাবাদ ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যাল ২০২৬'। মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি এবং শেহেরওয়ালীর বাড়ি-র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসব চলবে আগামী ১ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত। মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জে অবস্থিত ভারতের প্রথম 'মিউজিয়াম হোটেল' হাউস অফ শেহেরওয়ালিতেই আয়োজন করা হয়েছে এই উৎসবের। আয়োজকদের দাবি, দেশ-বিদেশের পর্যটক, খাদ্যরসিক ও ঐতিহ্যপ্রেমীদের কাছে মুর্শিদাবাদের শতাব্দীপ্রাচীন আম-বাগান সংস্কৃতিকে তুলে ধরাই এই উৎসবের মূল লক্ষ্য। একসময় বাংলার নবাবদের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় আজও জেলায় পাওয়া যায় ১৫০-রও বেশি প্রজাতির আম। এর মধ্যে বহু বিরল প্রজাতির আম শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদের পুরনো বাগানগুলিতেই চাষ হয় এবং স্থানীয়দের মতে, দূরে পরিবহণ করলে সেই আমের স্বাদ ও গন্ধ অনেকটাই বদলে যায়। উৎসবে আগত দর্শনার্থীরা আমবাগান ঘুরে দেখার পাশাপাশি গাছ থেকে নিজের হাতে আম পাড়ার সুযোগ পাবেন। থাকছে সদ্য তোলা আমের স্বাদ নেওয়ার ব্যবস্থাও। উৎসবে

বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে নবাবি আমের কয়েকটি বিরল প্রজাতি; 'কোহিতুর', 'বিমলি', 'রানি', 'ভবানি', 'কালাপাহাড়' ও 'সারাঙ্গ'। প্রতিটি আমেরই রয়েছে স্বতন্ত্র স্বাদ, সুবাস ও ইতিহাস। উৎসবকে ঘিরে থাকবে শেহেরওয়ালি ঐতিহ্যের বিশেষ খাদ্য আয়োজনও। আম পান্না, কাঁচা আমের ক্ষীর, আমের চাটনি, আম সন্দেশ, আচার, শরবত-সহ বিভিন্ন ফার্ম-টু-টেবিল পদ পরিবেশন করা হবে দর্শনার্থীদের জন্য। হাউস অফ শেহেরওয়ালির প্রতিষ্ঠাতা তথা মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সভাপতি প্রদীপ চোপড়া বলেন, মুর্শিদাবাদের আম শুধুমাত্র ফল নয়, এগুলি ইতিহাসের জীবন্ত অংশ। এই আমগুলির প্রকৃত স্বাদ বাগানেই উপভোগ করা যায়। সেই অভিজ্ঞতাই আমরা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।দ উল্লেখ যোগ্যভাবে, হাউস অফ শেহেরওয়ালি শুধু একটি হোটেল নয়, এটি নিজেই এক ঐতিহ্যের সংগ্রহশালা। এখানে সংরক্ষিত রয়েছে শেহেরওয়ালি জৈন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ইতিহাস, নবাবি আমলের স্থাপত্য, নদীপথ বাণিজ্য এবং বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির নানা নিদর্শন। পর্যটকদের জন্য বিশেষ ২ দিন/২ রাত এবং ৩ দিন/২ রাতের প্যাকেজও রাখা হয়েছে। প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত থাকছে আমবাগান ভ্রমণ, ঐতিহ্যবাহী খাবার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আজিমগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে বিনামূল্যে পিকআপ পরিষেবা। আয়োজকদের দাবি, বর্তমানে দ্রুতগতির রেল পরিষেবার কারণে হাওড়া থেকে আজিমগঞ্জ যাতায়াতও অনেক সহজ হয়েছে। ফলে এই উৎসব ঘিরে পর্যটনের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ডিজিটাল দুনিয়ায় সব খবর সবার আগে
দৈনিক নয়া জামানা

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 12-05-2026 09:19 Page 7

‘মমতারূপী’ ব্যক্তিকে নিয়ে তেহট্টে বিজেপির বিজয় মিছিল

সমীরণ বিশ্বাস, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বিজেপির বিপুল জয়ের পর তেহট্টের রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বের হলো বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের বিজয় মিছিল। রাজ্যের পাশাপাশি নদীয়া জেলার তেহট্ট বিধানসভাতেও বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন বিজেপি প্রার্থী সুব্রত কবিরাজ। জয়ের পর প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞার কারণে কিছুদিন বিজয় মিছিল বন্ধ থাকলেও নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের পর সেই নিষেধাজ্ঞা উঠে যেতেই রাস্তায় নেমে পড়েন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা।ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, গেরুয়া আবির মেখে নাচের তালে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মীরা। সঙ্গে জয় শ্রীরাম স্লোগান দেন কর্মীরা, গোটা এলাকাজুড়ে দেখা যায় উৎসবের আবহ। তবে এদিনের বিজয় মিছিলে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে একটি প্রতীকী প্রতিবাদী চিত্র। মিছিলে দেখা যায় তৃণমূলের পতাকা হাতে প্রতীকীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সাজে এক ব্যক্তিকে দড়ি বেঁধে টানছেন মহিলা বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।সব মিলিয়ে বিজেপির এই বিজয় মিছিলে দেখা যায় বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস ও উদযাপনের ছবি।

কনেযাত্রী বোঝাই বাসে ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষ, জখম বহু

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ আনন্দের যাত্রা মুহূর্তে পরিণত হল আতঙ্কে। বোলপুরে কনে যাত্রীবোঝাই একটি বাসের সঙ্গে ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন অন্তত সাত থেকে আটজন যাত্রী। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে বোলপুরের লজ মোড় এলাকার প্রভাত সরণী রাস্তায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের সালার থেকে কনে যাত্রী নিয়ে একটি বাস পূর্ব বর্ধমানের ভেদিয়ার নৃপতিপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। সোমবার সকালে বাসটি জামবুনি বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাওয়ার সময় আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা একটি ট্রাক্টারকে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের অভিঘাতে বাসের সামনের অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ঘটনায় বাসের চালক সহ অন্তত সাত থেকে আটজন যাত্রী আহত হন বলে জানা গিয়েছে। এদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন। পরে খবর পেয়ে বোলপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় চিকিৎসার জন্য। দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য প্রভাত সরণী রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিন আহত যাত্রীদের মধ্যে নুরজাহান বিবি বলেন, আমরা সালার থেকে আনন্দ করতে করতে আসছিলাম। হঠাৎই একটা জোর শব্দ হয়। তারপর দেখি ট্রাক্টরের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে। আনন্দের মধ্যে এমন দুর্ঘটনা ঘটবে ভাবতেই পারিনি। আমাদের অনেকে আহত হয়েছে তাদের চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ রুদ্রের দাবি, এই জায়গাটি একটি বিপজ্জনক টার্নিং পয়েন্ট। এখানে গাড়ির গতি অনেক বেশি থাকে। আগেও একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নজরদারি বাড়ানো এবং গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি।

বোলপুর কলেজে টাঙানো হল এবিভিপির পতাকা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ জেলার একাধিক কলেজের পর এবার বোলপুর কলেজেও ছাত্র রাজনীতিকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল। সোমবার দুপুরে বোলপুর কলেজ চত্বরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) পতাকা টাঙানোকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। এতদিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রভাবাধীন বলে পরিচিত কলেজ চত্বরে এদিন এবিভিপি কর্মী সমর্থকেরা প্রবেশ করে কলেজের মূল গেট ও বিভিন্ন অংশে নিজেদের সংগঠনের পতাকা লাগিয়ে দেয়। পাশাপাশি জয় শ্রীরাম স্লোগানও দেন তাঁরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিয়ন রুম নিয়েও দাবি জানায় এবিভিপি সদস্যরা। তাঁদের বক্তব্য, কলেজ ক্যাম্পাসকে রাজনীতি মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ফিরিয়ে আনতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবিভিপি সদস্য বিবেক সাউ বলেন, এবার থেকে কলেজে স্বচ্ছ ও শান্ত পরিবেশ বজায় থাকবে। শিক্ষকদের পরামর্শ মেনেই কাজ করা হবে। আমরা কলেজকে রাজনীতি মুক্ত প্রাঙ্গণ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এতদিন বহিরাগতদের প্রভাব ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হতো। এবার থেকে সেই সংস্কৃতির অবসান ঘটবে। তিনি আরও দাবি করেন, দীর্ঘদিন ধরে কলেজের পরিবেশ অশান্ত ছিল। বহু ছাত্রছাত্রী আতঙ্কের মধ্যে কলেজে আসতেন।এবিভিপি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসবে বলেও জানান তিনি।

কর্দমাক্ত রাস্তা, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত গ্রামবাসীর

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ চাষের জমিতে ধান কাটার মরশুম চলতেই বীরভূমের রামপুরহাট থানার অন্তর্গত খরুণ গ্রামে দেখা দিয়েছে চরম দুর্ভোগ। মাঠে ধান কাটার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ধান কাটার মেশিন ও ট্রাক্টর। জমি থেকে ধান বোঝাই করে সেই ট্রাক্টরগুলি চাষীদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে।

তবে জমিতে অতিরিক্ত কাদা থাকায় ট্রাক্টরের চাকায় লেগে থাকা কাদা রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। আর আকাশ থেকে সামান্য বৃষ্টি নামলেই সেই কাদামাখা রাস্তা পরিণত হচ্ছে কার্যত মরণ ফাঁদে। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই প্রতিদিন যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ ও যানবাহন চালকেরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, গ্রামের কয়েকজন ব্যক্তি বাইরে থেকে ধান কাটার মেশিন ও ট্রাক্টর নিয়ে এসে এই কাজ করছেন। চার থেকে পাঁচজন মিলে দায়িত্ব নিয়ে এই ধান কাটার কাজ চালালেও রাস্তার অবস্থা নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই বলেই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। ধান কাটা শেষ হলেও রাস্তার ওপর জমে থাকা কাদা পরিষ্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ফলে বৃষ্টি হলেই রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, যেসব ট্রাক্টর ব্যবহার করা হচ্ছে তার বেশ কয়েকটিতেই নেই নাম্বার প্লেট।সংবাদমাধ্যম ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছবি তুলতে গেলে অনেকেই ক্যামেরা এড়িয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে চলে যান।

রামপুরহাট মহকুমা শাসক দপ্তরে ভারতমাতা ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি তুলে দিল বিজেপি!

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ভারতমাতা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি লাগানোর উদ্যোগকে সামনে রেখে এবার রামপুরহাটেও বিশেষ কর্মসূচি পালন করল ভারতীয় জনতা পার্টি। সোমবার রামপুরহাট শহর বিজেপির উদ্যোগে রামপুরহাট মহকুমা শাসক দপ্তরে পৌঁছে প্রশাসনের হাতে ভারতমাতা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতীকী ছবি তুলে দেওয়া হয়। এদিনের কর্মসূচিকে ঘিরে সকাল থেকেই বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। দলীয় পতাকা ও স্লোগানের মধ্য দিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা মহকুমা শাসক দপ্তরে পৌঁছান। সেখানে উপস্থিত প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করার পাশাপাশি সকলকে লাড্ডু খাইয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়। দপ্তরের কর্মচারী ও আধিকারিকদের হাতে মিষ্টির প্যাকেটও তুলে দেন বিজেপি নেতৃত্বরা। সেই সময় রামপুরহাটের মহকুমা শাসক উপস্থিত না থাকায় দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসারের হাতে ভারতমাতা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতীকী ছবি তুলে দেওয়া হয়। বিজেপি নেতৃত্বদের দাবি, দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও জাতীয়তাবাদের ভাবনাকে সামনে রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতার প্রতীক হিসেবেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি সরকারি দপ্তরে লাগানোর কথা বলা হয়। এদিন বিজেপি নেতৃত্বরা প্রশাসনের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে বলেন, আগামী দিনে সাধারণ মানুষের স্বার্থে আরও স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও জনমুখী পরিষেবা প্রদান করতে হবে। সাধারণ মানুষের কাজ যাতে দ্রুত এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়, সেই বিষয়েও প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেন তাঁরা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মহিলা মোর্চার সভানেত্রী বীরভূম জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সহ রামপুরহাট শহরের একাধিক বিজেপি নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে মহকুমা শাসক দপ্তর চত্বরে কিছু সময়ের জন্য রাজনৈতিক উৎসবের আবহও তৈরি হয়।

লজ ব্যবসায়ীর উপর তৃণমূল দুষ্কৃতীর হামলা, থানায় অভিযোগ দায়ের

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ‘ভয় আউট , ভরসা ইন’, প্রধানমন্ত্রী যতই বলুক কলুষিত বাংলা শুদ্ধ হতে বোধহয় সময় লাগবে আরো বেশ কিছুদিন। নদীয়ার শান্তিপুরে বিজেপিকে নির্বাচনের জন্য কার্যালয় ভাড়া দেওয়ার অপরাধে তোলাবাজির টাকা চেয়ে রবিবার সন্ধ্যায় প্রকাশ্যে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীকে গলায় ধারালো কাচি ধরে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠে আসে।ভোট পরবর্তী হিংসার উলট পুরাণের বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে নদীয়ার শান্তিপুরে এই ব্যতিক্রমী অনভিপ্রেত দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটে গেল।রবিবার সন্ধ্যায়, কে সি দাস রোড সংলগ্ন চড়কতলা এলাকায় সুপরিচিত সোনার বাংলা লজের মালিক আনসার আলী নিজের নিরাপত্তার অভাব বোধ করে সমস্ত ঘটনাটি শান্তিপুর থানায় সোমবার লিখিত ভাবে জানিয়েছেন। দুষ্কৃতীর নাম, পরিচয় স্পষ্ট করে শান্তির দাবি তুলেছেন তিনি।অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টির সদ্য জয়লাভ করা বিধায়ক স্বপন দাসও বিষয়টি নিয়ে তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রশাসনিক উচ্চ মহলে এবং দলীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষদের সাথে কথা বলে দুষ্কৃতীর কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলেছেন।অভিযোগকারী লজ মালিক আনসার আলী জানিয়েছেন, তার লজের কাছে মাঠের পাশে ডাবরে পাড়ার লেনে বাড়ি আজগার আলী শেখের। এর আগেও একবার তাঁকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দেওয়া হয়েছিল বিজেপিকে লজ ভাড়া দেওয়ার কারণে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে গেল যখন রবিবার সন্ধ্যায় দোকানের মধ্যে ক্রেতা থাকা অবস্থাতেই তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ সহকারে টাকার দাবি করা হয়। পাশাপাশি একজন মুসলিম হয়েও বিজেপিকে নির্বাচনী কার্যালয় ভাড়া দেওয়ার জন্য তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। আনসার আলী সেই বিষয়ে গুরুত্ব না দিলে, ধারালো একটি কাঁচি নিয়ে বারে বারে তাঁর গলার দিকে তেড়ে আসে সেই দুষ্কৃতী এবং সেটা গলার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যও তৎপর হয়। এই লোমহর্ষক দৃশ্য পার্শ্ববর্তী সিসি ক্যামেরা খতিয়ে দেখলেও ধরা পড়বে বলে দাবি লজ মালিকের। যদিও অন্যান্য দোকানদার এবং সাধারণ মানুষের চেষ্টায় কোনরকমে সেদিন প্রাণ বাঁচে এবং সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় ওই দুষ্কৃতী। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বরা জানাচ্ছেন, ব্যবসায়ী আনসার আলী ব্যবসায়িক কারণে যে কাউকে ভাড়া দিতেই পারেন, তবে এক্ষেত্রে অভিযুক্ত আজগর আলী শেখ যে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী, সকলেই সেটা জানে। ক্ষমতা চলে গেলেও চরিত্র বদল হয়নি এখনো তাঁর। তাই এর জন্য দরকার পুলিশের থার্ড ডিগ্রি। যদিও স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এই নামের কোনো ব্যক্তি তাদের দলে নেই এবং তার থেকেও বড় কথা তৃণমূলের কেউই এই ধরনের নোংরা কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। তিনি আরো বলেন, যতটুকু শুনেছি আক্রমণকারী মানসিক ভারসাম্যহীন। অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে গিয়ে অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে কথা বলে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে রহস্যের উদঘাটন করার চেষ্টা করছে।

ময়ূরেশ্বরে বিজেপির বুলডোজার মিছিল

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী পদে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণের পর থেকেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে গেরুয়া উচ্ছ্বাস। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ের পর বিভিন্ন প্রান্তে যেমন চলছে বিজয় উৎসব, তেমনই বীরভূমের ময়ূরেশ্বর বিধানসভাতেও দেখা গেল সেই একই উন্মাদনা। সোমবার সকাল থেকেই ময়ূরেশ্বর ২ নম্বর ব্লকের ষাটপলসা এলাকায় বুলডোজার নিয়ে বিশাল বিজয় মিছিল করলেন বিজেপির কর্মী ও সমর্থকরা। গেরুয়া আবির, দলীয় পতাকা, বাদ্যযন্ত্র এবং হরিনাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে কার্যত উৎসবের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। উল্লেখ্য, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ময়ূরেশ্বর কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী দুধকুমার মন্ডল জয়লাভ করেছেন। সেই জয়ের আনন্দেই এদিন গড়গড়িয়া থেকে ষাটপলসা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ জুড়ে বের হয় এই বিজয় মিছিল। মিছিলে অংশগ্রহণকারী বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের হাতে ছিল দলীয় পতাকা, পাশাপাশি বুলডোজারকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় আলাদা আকর্ষণ।এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল, স্থানীয় মন্ডল সভাপতি সুকান্ত মন্ডল সহ একাধিক বিজেপি নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। গোটা এলাকা জুড়ে বিজেপির জয়ধ্বনি ও উৎসবের আবহ লক্ষ্য করা যায়।

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

সরকারি দপ্তরে বদলালো ছবি, উঠলো ভারত মাতা-মোদি-শুভেন্দুর প্রতিকৃতি

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে শুরু হয়েছে এক নতুন অধ্যায়। দীর্ঘ ১৫ বছরের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে রাজ্যে এসেছে গেরুয়া ঝড়। একসময়ের বিরোধী শিবির থেকে উঠে এসে আজ বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছেন শুভেন্দু অধিকারী। আর এই পরিবর্তনের হাওয়া এবার স্পষ্টভাবে ধরা পড়লো বীরভূম জেলার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও।এক সময় যে বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল, সেই জেলাতেই এখন বদলে যাচ্ছে রাজনৈতিক চিত্র।

বীরভূমের সিউড়ি জেলা পরিষদ, সিউড়ি পৌরসভা এবং একাধিক পঞ্চায়েত অফিসে বিজেপির পক্ষ থেকে লাগানো হলো ভারত মাতার ছবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি এবং বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রতিকৃতি। যে সমস্ত সরকারি দপ্তরে এতদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি লাগানো ছিল, সেই জায়গাগুলি থেকে সেই ছবি সরিয়ে নতুন প্রতিকৃতি টাঙানো হয় বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। শুধু তাই নয়, জেলা পরিষদে একাধিক সরকারি কর্মচারী ও এডিএমের উপস্থিতিতেই এই ছবি লাগানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘটনা শুধুমাত্র কয়েকটি ছবি বদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

বরং এটি বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবেই দেখা হচ্ছে। ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। কোথাও লাড্ডু বিতরণ, কোথাও ঝালমুড়ি বিলি, আবার কোথাও সরকারি দপ্তরে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ভারতমাতা ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি লাগিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে বিজেপি তরফ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে যতদিন না পর্যন্ত নির্বাচন হচ্ছে আপনি আপনার কাজ সঠিকভাবে করে যান।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বীরভূমের মতো জেলায় এই পরিবর্তনের ছবি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এক সময় এই জেলা ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনিক শক্তির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

সেই জেলাতেই এখন বিজেপির প্রকাশ্য রাজনৈতিক প্রভাব এবং প্রশাসনিক স্তরে তাদের উপস্থিতি নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে।রাজ্যের সাধারণ মানুষের একাংশের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতি, বেকারত্ব, শিল্পের অভাব ও প্রশাসনিক অস্থিরতায় মানুষ পরিবর্তন চাইছিলেন। সেই ক্ষোভ ও প্রত্যাশার ফলই ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হয়েছে।

আর সেই কারণেই বাংলার মানুষ এবার নতুন সরকারের হাতে রাজ্যের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগানো, প্রশাসনিক কাঠামোতে নতুন নির্দেশনা এবং রাজনৈতিক বার্তার পরিবর্তন সবকিছু মিলিয়ে বাংলায় যে নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সেই পরিবর্তনের অন্যতম বড় প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠছে বীরভূম জেলা।

ফুল্লরাতলায় ‘অহিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ’, ব্যানার ঘিরে বিতর্ক

রুম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ আগেই সতীপীঠ কঙ্কালীতলা-য় ‘বিধর্মীদের প্রবেশ নিষেধ’ লেখা ব্যানার ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এবার সেই একই ধরনের ব্যানার দেখা গেল লাভপুর ফুল্লরাতলা মন্দির চত্বরে। শনিবার সকাল থেকে মন্দিরে প্রবেশের তিনটি রাস্তার মুখেই টাঙানো ব্যানার ঘিরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় এলাকার কয়েকজন যুবক ওই ব্যানার টাঙান। তাঁদের দাবি, মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার স্বার্থে অহিন্দুদের প্রবেশ বন্ধ করা প্রয়োজন। যদিও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।মন্দিরের পুরোহিত মৃণাল রায় বলেন,

স্থানীয় ছেলেরা এই ব্যানার টাঙিয়েছে। আমি কোনও বিশেষ ধর্মকে লক্ষ্য করে নিষেধাজ্ঞার পক্ষে নই।

তবে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বা সুযোগের অপব্যবহার করে কেউ যাতে মন্দিরের পরিবেশ নষ্ট করতে না পারে, সেটাই আমরা চাই। স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার প্রবণতা বেড়েছে। সেই কারণেই মন্দিরকে মন্দিরের মতো রাখার দাবিতে অনেকেই এই পদক্ষেপকে সমর্থন করছেন। স্থানীয় বাসিন্দা চণ্ডী দাস,

ষষ্ঠী থান্দার, অপর্ণা দলুই ও শোভা রানী বৈরাগ্যের বক্তব্য, অনেকেই এখন আর ভক্তি নিয়ে আসেন না। নানা উদ্দেশ্যে মন্দির ব্যবহার করা হয়। তাই আপাতত এই সিদ্ধান্তে আপত্তি নেই।

তবে বিষয়টি ঘিরে প্রশাসনিক বা মন্দির কমিটির তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি মেলেনি। ব্যানার টাঙানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নতুন করে ধর্মীয় ও সামাজিক বিতর্ক উসকে উঠেছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল দশা, সাফাই অভিযানে নানুরের বিজেপি কর্মীরা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ দীর্ঘদিন ধরে অপরিচ্ছন্ন ও বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা নানুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে সোমবার সকালে উদ্যোগ নিল বিজেপির নানুর ২ নম্বর মণ্ডলের নেতা-কর্মীরা।

এদিন শতাধিক বিজেপি কর্মী ও সমর্থক হাসপাতাল চত্বরে উপস্থিত হয়ে সাফাই অভিযানে অংশ নেন।সাফাই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বোলপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি কিষাণ মোর্চার সহ-সভাপতি গৌড় মণ্ডল, নানুর ২ নম্বর মণ্ডলের সম্পাদক অমিত প্রামাণিক-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।এদিন বিজেপি নেতা গৌড় মণ্ডল জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের ‘স্বচ্ছ ভারত মিশন’-এর আদর্শকে সামনে রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতাল চত্বর অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে ছিল। সাধারণ রোগী ও তাঁদের পরিবারের কথা ভেবেই আমরা সাফাই অভিযানে নেমেছি। এদিন হাসপাতাল চত্বরে আগাছা পরিষ্কার, আবর্জনা অপসারণ এবং বিভিন্ন অংশ পরিষ্কার করার কাজ করেন বিজেপি কর্মীরা।পাশাপাশি হাসপাতালকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদেরও সচেতন থাকার বার্তা দেন বিজেপি নেতারা।এছাড়াও হাসপাতাল চত্বরে অ্যাম্বুলেন্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের গাড়ি ছাড়া অন্য কোনও বেসরকারি গাড়ি পার্কিং না করার আবেদন জানানো হয়। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এতে হাসপাতালের পরিবেশ আরও সুশৃঙ্খল ও রোগীবান্ধব হয়ে উঠবে।

১২ মে ২০২৬

পূর্ব ও পঃ বর্ধমান

নয়া জামানা

শ্বশুরবাড়ির ঘর বিজেপি পার্টি অফিসের জন্য দিলেন বিজেপি মহিলা নেত্রী

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ শুরু থেকেই বরাবরই তিনি বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। তৃণমূল কংগ্রেসের জামানায় যখন কেউ ওই এলাকায় বিজেপি করার সাহস পেতেন না, সেই সময় একজন মহিলা হয়েও তিনি দলের কাজকর্ম চালিয়ে যান। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের মসাগ্রামের বাসিন্দা সৈয়দ সেরিনা এবার পার্টির কাজ চালানোর জন্য এলাকায় একটি অফিস ঘরের ব্যাবস্থা করে দিলেন। তার এই উদ্যোগে খুশি বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। দীর্ঘ বছর পর বিজেপি দলের সরকার গঠন নিয়ে উচ্ছসিত সৈয়দ সেরিনা। সেই খ ুশিতে জামালপুরের মসাগ্রাম স্টেশন বাজারে নিজের শ্বশুর মশাইয়ের অফিস ঘরকেই বিজেপির দলীয় কার্যালয় হিসাবে দিলেন বিজেপি নেত্রী সৈয়দ সেরিনা। ২০২১ সালে তৃণমূল জয়ী হওয়ার পর এখানে বিজেপির পার্টি অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।একই সঙ্গে অনেকের দোকান বন্ধ করা হয়। ঘরছাড়া হন বিজেপির বেশ কিছু কর্মী সমর্থক। আজ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় তাই এই খুশীর দিনে সৈয়দ সেরিনা নিজেদের ঘর দিয়ে দিলেন পার্টি অফিসের জন্য। এ উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে এখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সৌমেন হাজরা, ২ নং মন্ডল সভাপতি সুরভীলতা মন্ডল, ১ নং মন্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল সহ স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই নির্দেশের প্যাকার্ড হাতে নিয়ে মিছিল করে সকলে পার্টি অফিসে প্রবেশ করেন। সেরিনা বিজেপির পার্টি অফিস করার জন্য দলকে ঘর উপহার দেওয়ায় সৌমেন হাজরা তাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, রাজ্যে মানুষের জন্য সরকার গঠন হয়েছে। এই পার্টি অফিস এই অঞ্চলের মানুষের জন্য সর্বদা খোলা থাকবে। মানুষের যেকোনো সমস্যায় তাঁরা পাশে থাকবেন বলে তিনি জানান। সেরিনা জানান, তাঁদের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যা যা নির্দেশ দিয়েছেন তা তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবেন। মানুষের তৃণমূলের উপর ক্ষোভ ছিল তাই দুহাত ভরে বিজেপিকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে। তাই এই সময় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। তাঁরা সবাইকে নিয়ে চলতে চান বলে তিনি জানান। অপরদিকে বিজেপির জয়ের পর জামালপুর ১ নং মন্ডল চৌবেড়িয়া অঞ্চলে ও জামালপুর পুলমাথা সংলগ্ন জেলেপাড়া অঞ্চলে দুটি বিজয় মিছিল বের করা হয়। চৌবেড়িয়ায় উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল, সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বাগ, সৌরভ হাজরা সহ এলাকার কর্মী সমর্থকরা। গেরুয়া আবির খেলায় কর্মীরা বিজয়ের আনন্দে মেতে ওঠেন।

পশ্চিম বর্ধমানে তৃণমূল শূন্য ঃ কালীঘাটে মমতা-অভিষেকের জরুরি বতলব নরেন্দ্রনাথকে

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের নজিরবিহীন ভরাডুবির পর নড়েচড়ে বসল ঘাসফুল শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্ব। জেলার ৯টি আসনের সব কটিতেই বিজেপির জয় এবং তৃণমূলের শোচনীয় পরাজয়ের কারণ খতিয়ে দেখতে রবিবার কলকাতার কালীঘাটে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিদায়ী বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে জেলাজুড়ে বিজেপির এই একতরফা জয়ের নেপথ্যে থাকা কারণগুলি বিশ্লেষণ করা হয়। আলোচনার প্রধান বিষয়গুলি ছিল পাণ্ডবেশ্বরে হার।নিজের গড় হিসেবে পরিচিত পাণ্ডবেশ্বর কেন্দ্র থেকেও কেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জয়ী হতে পারলেন না, তা নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।শিল্পাঞ্চল ও কয়লাঞ্চল অধ্যুষিত এই জেলায় কেন নিচুতলার কর্মীরা ভোটারদের বুথমুখী করতে ব্যর্থ হলেন, তা নিয়ে কাটাছেঁড়া করা হয়।পরাজয়ের পেছনে দলের অভ্যন্তরীণ কোনো কোন্দল বা সমন্বয়হীনতা কাজ করেছে কি না, সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।বিপর্যয় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য এখন হারানো জমি পুনরুদ্ধার করা। নেত্রী (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, মানুষের কাছে গিয়ে তাঁদের অভিযোগ শুনতে হবে এবং সংগঠনকে নতুন করে সাজাতে হবে।ক্ষুব্ধতৃণমূল ঘনিষ্ঠ এক দলীয় সূত্রে জানা যায়।এবারের বৈঠকে কেবল হারের ময়নাতদন্তই নয়, বরং আগামী দিনের জন্য নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।জেলা সভাপতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অবিলম্বে বুথ স্তরে গিয়ে কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে হবে।পরাজয়ের গ্লানি ঝেড়ে ফেলে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনে নতুন করে কর্মসূচি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।আগামী দিনে দলের কাজে কোনো শৈথিল্য বরদাস্ত করা হবে না বলে কড়া বার্তা দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, পশ্চিম বর্ধমানের ৯-০ ফলাফল রাজ্য রাজনীতির সমীকরণ অনেকটাই বদলে দিয়েছে। এই শিল্পাঞ্চলে বিজেপির এই জয় তৃণমূলের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দেখার, কালীঘাটের এই বৈঠকের পর নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে জেলা তৃণমূল কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারে।

অগ্নিমিত্রা মন্ত্রীর দায়িত্বে পাওয়ায় বিজেপি শিবিরে উচ্ছ্বাস ও উদযাপন

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠনের পর প্রথম মন্ত্রীসভার বৈঠকটি সোমবার নবান্নে অনুষ্ঠিত হয়। নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, এখন থেকে রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। তিনি আরও জানান যে, রাজ্য সরকারের অন্যান্য প্রকল্পগুলিও চালু থাকবে।এদিকে, এদিন বিকেলে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালকে মন্ত্রীসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে নারী ও শিশু কল্যানের সঙ্গে পুর ও নগরোন্নয়ন করেন। তাঁরা একে অপরের গায়ে গেরুয়া আবির মাখান, বাজি ফাটান এবং মিষ্টি বিতরণ করেন।বিজেপি নেতৃত্ব জানান, আমাদের বিধায়ককে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাতে আমরা খুব খুশি। উনি এর মাধ্যমে আরো বেশি করে মানুষের জন্য কাজ করতে পারবেন। এছাড়াও প্রথম মন্ত্রীসভার বৈঠকে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাতে গোটা বাংলার মানুষ উপকৃত হবেন।

নিরুদ্দেশ স্বামী বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বর্ধমান শহরের রথতলা পদ্মপুকুর এলাকায় এক মর্মান্তিক ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। দীর্ঘ কয়েক বছর নিরুদ্দেশ থাকার পর হঠাৎ বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে কাটারি দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে। নিহত মহিলার নাম শিবানী পাল (৫৩)। সোমবার বিকেলে এই হাড়হিম করা কাণ্ড ঘটে। অভিযুক্ত স্বামীর নাম সঞ্জয় পাল।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক স্থানীয় বাসিন্দারা ও আত্মীয়রা। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর পরিবারের সাথে কোনো যোগাযোগ রাখতেন না। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সঞ্জয় পাল গত কয়েক বছর যাবৎ বাড়ির বাইরে ছিলেন। সোমবার বিকেলে তিনি অতর্কিতে বাড়িতে ফেরেন। কোনো একটি কারণে পারিবারিক বিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছালে তিনি একটি কাটারি দিয়ে স্ত্রীকে নৃশংসভাবে কোপাতে শুরু করেন। রক্তাক্ত অবস্থায় প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

খুনের ঘটনার পরেই অভিযুক্ত এলাকা ছেড়ে চম্পট দিলেও পরে বর্ধমান থানার পুলিশ দ্রুত তৎপরতার সাথে তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তকে আটক করেছে। সমগ্র বিষয়টি বর্তমানে তদন্তাধীন। অভিযুক্ত কেন এই ঘৃণ্য অপরাধ করলেন এবং কেনই বা তিনি এতদিন নিরুদ্দেশ ছিলেন, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এলাকায় বর্তমানে উত্তেজনা থাকায় বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে।

দুর্গাপুরের হোটেলে তাণ্ডব, মারধর-লুটপাটের অভিযোগ বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে

নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ সোমবার বিকেলে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে একটি নামী হোটেল চত্বরে তাণ্ডব চালালো একদল দুষ্কৃতী। অভিযোগের তির স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের দিকে। সোমবার বিকেলের এই ঘটনায় সিটি সেন্টার এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী, বাদ যাননি কেউই এই হামলার হাত থেকে । এমনকি মহিলা কর্মীদের শ্লীলতাহানি এবং হোটেল থেকে লক্ষাধিক টাকা ও সিসিটিভির হার্ড ডিস্ক লুটের অভিযোগও উঠেছে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে।

হামলার খবর পেয়ে দুর্গাপুর থানার পুলিশ আসে। মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরও।হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার তুহিনশুভ্র পালের দাবি, সোমবার বিকালে হোটেলের একটি হলে যখন কর্মীরা মাসিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখনই অতর্কিতে জনা চল্লিশের একটি দল ভেতরে ঢোকে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল তারা হয়তো অতিথি হিসেবে খেতে এসেছেন। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুরু হয় অবাধ ভাঙচুর ও মারধর।আক্রান্ত ম্যানেজারের বয়ান অনুযায়ী, হামলাকারীরা বারবার ‘বিজেপি’-র পরিচয় দিচ্ছিল। তিনি বলেন, ওরা আসতেই আমি স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বকে ফোন করি। নেত্রী মণীষা মাইতি আমাকে জানান, দল থেকে এমন কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি। পুলিশ আসবার আগেই ওরা হোটেলের কর্মীদের নির্বিচারে মারতে শুরু করে। আমার কানের পর্দা ফেটে গেছে।এদিকে, এদিনের এই ঘটনায় সরাসরি প্রাক্তন এক লিজ হোল্ডারের নাম উঠে আসে। এই ঘটনার সময় তিনি আক্রমনের নেতৃত্বে ছিলেন বলে হোটেল কর্মী অর্পণ সরকার ও সুব্রত রায় জানিয়েছেন।এই ঘটনার মূলে রাজনৈতিক রেষারেষি নাকি অন্য কোনো ব্যবসায়িক বিবাদ, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। তবে, এই ঘটনার পরে হোটেল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, মিতা মাহাতো নামে এক বিজেপি নেত্রী (যিনি আগে এই হোটেলের ইজারার দায়িত্বে ছিলেন) এই হামলার নেপথ্যে রয়েছেন। তাঁর নির্দেশেই এই তাণ্ডব চলেছে। যদিও অভিযুক্ত পক্ষের প্রতিক্রিয়া মেলেনি। অন্যদিকে, দুর্গাপুর পুলিশের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের ঘনিষ্ঠ নেতা সুমন্ত মন্ডল বলেন, ঐ হোটেল নিয়ে অনেক ইতিহাস আছে। হোটেলটি বর্তমানে যারা চালাচ্ছেন তাদের তা চালানোর অধিকার আছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা হোক। তবে, তিনি এদিনের হামলা চালানো নিয়ে কোন মন্তব্য করেননি।পুলিশ জানায়, ঠিক কি কারণে এই ঘটনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। হোটেল কতৃপক্ষের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজ্যে পালাবদলের প্রভাব বর্ধমান পৌরসভায়- জনপ্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে ভোগান্তি

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে বর্ধমান শহরেও বদলে গিয়েছে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক চিত্র। ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই বর্ধমান পৌরসভায় অধিকাংশ জনপ্রতিনিধি ও পৌর-পারিষদদের দেখা মিলছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। আর তার জেরেই নাগরিক পরিষেবা নিয়ে চরম সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৪ মে ভোটের ফল ঘোষণার পর বর্ধমান পৌরসভার গেটে বিজেপির পতাকা টাঙান দলীয় কর্মীরা। তারপর থেকেই কার্যত ফাঁকা হয়ে যায় পৌরসভা ভবন। প্রতিদিন জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র, পানীয় জল, কর সংক্রান্ত কাজ-সহ বিভিন্ন পরিষেবার জন্য বহু মানুষ পৌরসভায় এলেও জনপ্রতিনিধিদের অনুপস্থিতির কারণে একাধিক জরুরি কাজ আটকে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে ফাইলে সই না হওয়ায় জমতে শুরু করেছে গুরুত্বপূর্ণ নথির স্তূপও। এই পরিস্থিতিতে নাগরিক পরিষেবা সচল রাখার দায়িত্ব অনেকটাই এসে পড়েছে পৌরসভার প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপর। এক্সিকিউটিভ অফিসার ও সেক্রেটারির নেতৃত্বে কর্মীরা দৈনন্দিন পরিষেবা চালু রাখার চেষ্টা করছেন বলে জানা গিয়েছে। পৌর কর্মীদের দাবি, জনপ্রতিনিধিরা অনুপস্থিত থাকলেও প্রশাসনিক স্তরে পরিষেবা পুরোপুরি থেমে যেতে দেওয়া হয়নি। ভোটের ফল ঘোষণার পর টানা সাতদিন বাদে সোমবার পৌরসভায় হাজির হন পৌরপ্রধান পরেশচন্দ্র সরকার। তিনি দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা বিভিন্ন ফাইলে সই করার কাজ শুরু করেন। পৌরপ্রধান বলেন, নাগরিক পরিষেবা যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়, সেই বিষয়েই আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছি। দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে বিজেপির দাবি, পৌরসভায় তাঁদের উপস্থিতির উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র স্বচ্ছতা বজায় রাখা। গেরুয়া শিবিরের বক্তব্য, ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে কোনওরকম অনিয়ম বা গুরুত্বপূর্ণ নথি সরানোর ঘটনা যাতে না ঘটে, সেদিকেই নজর রাখতে বিজেপি নেতা-কর্মীরা পৌরসভায় গিয়েছিলেন।

তৃণমূলের পার্টি অফিসে বস্তাভর্তি সরকারি নথি উদ্ধার-চাঞ্চল্য

সুজিত দত্ত,নয়া জামানা,বর্ধমান ঃ মঙ্গলকোটের মাঝিগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি পার্টি অফিস থেকে বস্তা বস্তা সরকারি প্রকল্প সংক্রান্ত নথি উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এই ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে স্থানীয় রাজনীতি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই মাঝিগ্রামের ওই তৃণমূল পার্টি অফিস কার্যত বন্ধ পড়ে ছিল। অভিযোগ, প্রায় এক দশক আগে অনুপ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তির দোকান দখল করে সেখানে দলীয় কার্যালয় তৈরি করা হয়। অনুপবাবুর দাবি, তাকে ভয় দেখিয়ে ও চাপ সৃষ্টি করে দোকানটি দখল করা হয়েছিল।

সম্প্রতি রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলের পর বিজেপির সহায়তায় তিনি ফের নিজের জায়গার দখল ফিরে পান। এরপর পার্টি অফিসের তালা খোলা হলে ভিতরে চোখে পড়ে পাঁচ বস্তা ভর্তি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের নথি। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু আধপোড়া নথিও উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে। বিজেপির অভিযোগ, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, আবাস যোজনা-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ব্যাঙ্কের কাগজপত্র-সহ গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই নথি সরকারি দপ্তরে জমা না দিয়ে বছরের পর বছর পার্টি অফিসেই ফেলে রাখা হয়। এমনকি টাকা নেওয়ার অভিযোগও তুলেছে গেরুয়া শিবির। এলাকার বাসিন্দা সুদর্শন ঘোষ ও অমিত দত্তদের দাবি, তৃণমূল কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। সেই বিশ্বাসেই বহু মানুষ নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ নথি জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে আর কোনও খোঁজ মেলেনি।

এখন পার্টি অফিস থেকে সেই সব নথি উদ্ধার হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ। ঘটনার জেরে মঙ্গলকোটের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

টোল বন্ধে কোটি টাকার ক্ষতি - প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

নয়া জামানা, রূপনারায়ণপুর ঃ ঝাড়খণ্ড-বাংলা সীমানার রূপনারায়ণপুর টোল প্লাজা এখন শুধুই একটি টোলঘর নয়, প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রতীক। একদিকে দিনের পর দিন বন্ধ টোল আদায়, অন্যদিকে সরকারের কোষাগার থেকে উধাও হচ্ছে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব; অথচ প্রশাসনের হুঁশ নেই! প্রশ্ন উঠছে, কার স্বার্থে এই নীরবতা?গত ৯ মে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে একদল উত্তেজিত জনতা টোল আদায়কে ‘অবৈধ তোলাবাজি’ বলে বন্ধ করে দেয়। তারপর থেকে কার্যত অচল টোল প্লাজা। কিন্তু বিস্ময়করভাবে এত বড় আর্থিক ক্ষতির পরও প্রশাসনের তরফে দেখা যায়নি কোনও দৃঢ় পদক্ষেপ। যেন সরকারি অর্থ নয়, কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে! সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয়, পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের ই-নিলামে ‘মেসার্স শুভম এন্টারপ্রাইজ’ ৯.২৪ কোটি টাকার সর্বোচ্চ দর দিয়ে বৈধভাবে কাজের বরাত পায়। নিয়ম মেনে জমা পড়ে ৬ লক্ষ টাকার বায়না। কর্মীও প্রস্তুত। অথচ চার মাস কেটে গেলেও দেওয়া হয়নি ‘লেটার অফ ইনটেন্ট’। কেন? কার নির্দেশে ফাইল আটকে? প্রশাসনের অন্দরমহলে কি চলছে অদৃশ্য খেলা? এই প্রশ্ন নিয়েই এবার সরাসরি আইনি ময়দানে নামলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী রাহুল কুমার সিং। পঞ্চায়েতমন্ত্রী থেকে জেলাশাসক; সকলের কাছেই পাঠানো হয়েছে আইনি নোটিশ। স্পষ্ট প্রশ্ন, টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরও কেন লিজ এগ্রিমেন্ট ঝুলে? কোটি টাকার ক্ষতির দায় নেবে কে?স্থানীয় মহলের দাবি, এটা শুধুই গাফিলতি নয়, এর পেছনে রয়েছে প্রভাবশালী চাপ এবং প্রশাসনিক উদাসীনতার ভয়ংকর মিশেল। দ্রুত সিদ্ধান্ত না হলে শুধু আইনি জটিলতাই নয়, সরকারের আর্থিক বিশ্বাসযোগ্যতাও বড় ধাক্কা খাবে। রূপনারায়ণপুর এখন একটাই প্রশ্ন তুলছে; সরকার চালাচ্ছে প্রশাসন, নাকি প্রশাসন চালাচ্ছে অদৃশ্য শক্তি?

ঝাড়খণ্ড-বাংলা সীমানার রূপনারায়ণপুর টোল প্লাজা এখন শুধুই একটি টোলঘর নয়, প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রতীক। একদিকে দিনের পর দিন বন্ধ টোল আদায়, অন্যদিকে সরকারের কোষাগার থেকে উধাও হচ্ছে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব; অথচ প্রশাসনের হুঁশ নেই! প্রশ্ন উঠছে, কার স্বার্থে এই নীরবতা?গত ৯ মে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে একদল উত্তেজিত জনতা টোল আদায়কে ‘অবৈধ তোলাবাজি’ বলে বন্ধ করে দেয়।

বিজেপির বিজয় মিছিলে অকাল হোলির আমেজ, লাড্ডু-ঝালমুড়ি বিতরণ

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির ঐতিহাসিক জয়ের পর বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে উৎসবের আমেজ চলছে। জেলায় এবার তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট প্রার্থী তথা রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে পরাজিত করেছেন ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৈকত পাঁজা। তরুণ এই নেতার জয় নিয়ে এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব উচ্ছসিত। এদিন সেই জয়ী প্রার্থীর সমর্থনে বুথ ভিত্তিক বিজয় মিছিল হল মন্তেশ্বরে। অংশ নেন ১৩৫ নম্বর বুথ এলাকার বিজেপির কর্মী সমর্থক ও নেতা নেত্রীরা। ফলাফল ঘোষণা হবার পর থেকেই বিজেপি প্রার্থী সৈকত পাঁজার এই জয়কে কেন্দ্র করে মন্তেশ্বর এবং সংলগ্ন গ্রামগুলোতে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। জেলার বর্ষিয়ান বিজেপি সদস্য পার্থ হাটির নেতৃত্বে এবং উনটিয়া গ্রাম কমিটির উদ্যোগে মন্তেশ্বর বিধানসভার বরপলাশনে একটি বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মিছিলে স্থানীয় বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা জয়ের আনন্দে মেতে ওঠেন।

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা উল্টে গেল প্রাইভেট কার আহত বাবা-মেয়ে

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি প্রাইভেট কার। ভয়াবহ এই পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন এক ব্যক্তি ও তাঁর মেয়ে। সোমবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা বাজার সংলগ্ন হৈপথ এলাকায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনার পর এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা থেকে খড়্গপুরের দিকে যাচ্ছিল একটি প্রাইভেট কার। আচমকাই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উল্টে যায়। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় মানুষ ছুটে আসেন। দুর্ঘটনার সময় গাড়ির ভিতরে বাবা ও মেয়ে ছিলেন। ধাক্কায় দু'জনেই আহত হন বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডেবরা থানার পুলিশ এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কর্মীরা। স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের গাড়ি থেকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পরে তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে

জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য জাতীয় সড়কে যান চলাচলেও প্রভাব পড়ে। পরে পুলিশ ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত গতি অথবা গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডেবরা থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই এলাকায় প্রায়ই বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চলাচল করে। ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থেকে যায়। দ্রুত সেখানে আরও কড়া নজরদারির দাবি তুলেছেন তাঁরা।

লাল মাটিতে আপেলের চমক!

পুরুলিয়ায় বিকল্প চাষে নজির গড়লেন সূর্য নারায়ণ

বংশীধর সিংহ, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ লাল মাটি, রুক্ষ আবহাওয়া আর জলের সংকট; এই পরিচিত ছবির মাঝেই নতুন আশার আলো দেখালেন পুরুলিয়ার বরাবাজার থানার শেয়ারকেটা গ্রামের যুবক সূর্য নারায়ণ মাহাতো। যে মাটিতে গরমে ফসল টিকিয়ে রাখাই কঠিন, সেই মাটিতেই এবার ফলছে আপেল ও আঙুর। শীতপ্রধান অঞ্চলের ফলকে পুরুলিয়ার মোরাম মাটিতে ফলিয়ে কার্যত চমক সৃষ্টি করেছেন তিনি। সূর্য নারায়ণ জানান, ইউটিউব ও ফেসবুকে বিভিন্ন ধরনের ফলচাষ দেখে তাঁর আগ্রহ তৈরি হয়। সেখান থেকেই শুরু হয় বিকল্প চাষের স্বপ্ন। নিজের বাড়ির সামান্য জমিতেই তিনি প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে আপেলের চারা লাগান। পরে বিভিন্ন জায়গা থেকে আবহাওয়ার উপযোগী চারা সংগ্রহ করে গড়ে তোলেন ছোট্ট ফলের বাগান। এখন তাঁর বাগানে আপেলের পাশাপাশি আঙুর গাছও

নজর কাড়ছে। তবে এই সাফল্যের পথ মোটেও সহজ ছিল না। এলাকায় তীব্র জলের সংকট থাকায় প্রায় এক কিলোমিটার দূরের পুকুর থেকে জল এনে গাছে সেচ দিতে হয়েছে তাঁকে।

দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য আর গাছের প্রতি ভালোবাসা দিয়েই তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। স্থানীয় মানুষজন এখন সূর্য নারায়ণের বাগান দেখতে ভিড় করছেন। তাঁর এই উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন এলাকার বহু কৃষকও। তবে সূর্য নারায়ণের আক্ষেপ, সরকারি সহায়তা ও সেচের সুব্যবস্থা পেলে আরও বড় পরিসরে এই ধরনের চাষ সম্ভব। তাঁর কথায়, পুরুলিয়ার কৃষকরা যদি বিকল্প চাষে এগিয়ে আসেন, তাহলে জেলার অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হবে।দ পুরুলিয়ার মতো প্রতিকূল জেলাতেও আপেল চাষের এই সাফল্য এখন নতুন সম্ভাবনার দিশা দেখাচ্ছে।

ছাতনা-মুকুটমনিপুর রেলপথে নতুন আশার আলো ,আশ্বাসে খুশি এলাকাবাসী

রাখি গরাই, নয়া জামানা, বাঁকুড়া

বহুদিনের দাবির ছাতনা-মুকুটমনিপুর রেলপথ বাস্তবায়ন নিয়ে ফের জোরালো আশার সঞ্চার হয়েছে খাতড়া ও মুকুটমনিপুর এলাকায়। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে তুলে ধরা হবে বলে জানিয়েছেন ক্ষুদিরাম টুডু। তাঁর এই ঘোষণার পর থেকেই স্থানীয় মানুষের মধ্যে খুশির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ক্ষুদিরাম টুডু জানান, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষ ছাতনা থেকে মুকুটমনিপুর পর্যন্ত রেল সংযোগের দাবি জানিয়ে আসছেন। সাধারণ মানুষের সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই তিনি বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নজরে আনবেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সবরকম উদ্যোগ নেওয়া হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, ছাতনা-মুকুটমনিপুর রেলপথ

চালু হলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আসবে। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত মুকুটমনিপুরে পর্যটকদের যাতায়াত আরও সহজ হবে। পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র শিল্প এবং স্থানীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন অনেকেই। এলাকার যুবকদের একাংশের দাবি, রেলপথ চালু হলে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হবে। দীর্ঘদিন ধরে যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে যে সমস্যার মুখে পড়তে হয়, তা অনেকটাই কমবে। উল্লেখ্য, বহু বছর ধরেই বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও সাধারণ মানুষ এই রেল প্রকল্পের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এবার সেই দাবি বাস্তবায়নের সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় আশাবাদী হয়ে উঠেছেন খাতড়া ও মুকুটমনিপুরের মানুষ।

'দাদা মুখ্যমন্ত্রী, ভাই হিসেবে গর্বিত' শুভেন্দুকে নিয়ে আবেগঘন দিব্যেন্দু দাস

নয়া জামানা,হলদিয়া ঃ রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ নেওয়ার পর রাজনৈতিক মহলের পাশাপাশি আবেগঘন প্রতিক্রিয়া সামনে এল তাঁর ভাই তথা এগরার বিজেপি বিধায়ক দিব্যেন্দু অধিকারীর মুখে। সোমবার হলদিয়ার চৈতন্যপুরে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, 'দাদা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, ভাই হিসেবে আমি গর্বিত।দ দিব্যেন্দু অধিকারী জানান, প্রায় পাঁচ দশক পর অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা থেকে আবার একজন মুখ্যমন্ত্রী পেল বাংলা। তিনি বলেন, আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে কৃতজ্ঞ। দীর্ঘদিন কলকাতাকেন্দ্রিক রাজনীতি দেখেছে বাংলা।

প্রায় ৫৬ বছর পর অজয় মুখোপাধ্যায়ের পরে মেদিনীপুরের একজন ভূমিপুত্র মুখ্যমন্ত্রী হলেন। তবে মুখ্যমন্ত্রী সকলেরই মুখ্যমন্ত্রী। এদিন হলদিয়ার শিল্প পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন দিব্যেন্দু। তাঁর দাবি, গত ১৫ বছরে বাংলায় শিল্পের পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। বহু শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারী রাজ্য থেকে মুখ

ফিরিয়ে নিয়েছেন। হলদিয়ার মতো শিল্পাঞ্চলেও তার প্রভাব পড়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। দিব্যেন্দুর কথায়, হলদিয়ার মানুষ দীর্ঘদিন কষ্টে ছিলেন। সেই ক্ষোভই ভোটের ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছে। এবার ডবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে আবার বাংলায় শিল্পের চাকা ঘুরবে। তিনি আরও বলেন, শ্রমিক ও শিল্পমালিকদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে হলদিয়ায় নতুন শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং শিল্পোন্নয়নই এখন সরকারের প্রধান লক্ষ্য বলেও জানান তিনি। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনেকটাই বেড়েছে। সেই আবহে দিব্যেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রথমবার মাধ্যমিকেই বাজিমাত ঘুরাচক হাইস্কুলের সাফল্যে গর্বিত মেদিনীপুর

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ প্রথমবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েই নজরকাড়া ফল করে চমক দিল পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘুরাচক হাইস্কুল। সদ্য উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হওয়া এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রথম পরীক্ষাতেই সাফল্যের নজির গড়ে এলাকাবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছে। ২০০৯ সালে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে একাধিক নিউ সেট আপ স্কুল বা জুনিয়র হাইস্কুল গড়ে তোলা হয়। সেই সময় মেদিনীপুর সদর ব্লকের ঘুরাচক এলাকাতেও তৈরি হয় এই বিদ্যালয়। দীর্ঘদিন ধরে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলার পর ২০২৪ সালে বিদ্যালয়টি পূর্ণাঙ্গ হাইস্কুলের স্বীকৃতি পায় এবং মাধ্যমিক স্তরে পঠনপাঠনের অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে প্রায় ৩৮০ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। মাত্র

চারজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষাকর্মী নিয়ে সীমিত পরিকাঠামোর মধ্যেও শিক্ষার মান ধরে রেখেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। সদ্য প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গোপাল চন্দ্র বের নেতৃত্ব ও শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় স্কুলটি আজ সাফল্যের নতুন দিশা দেখিয়েছে। ২০২৬ সালে প্রথমবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে মোট ৩২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩১ জন সফল হয়েছে। প্রথম বিভাগে পাশ করেছে ৬ জন ছাত্রছাত্রী। স্কুলের সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে সেখ শাহনেওয়াজ হোসেন। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৭১, যা মেদিনীপুর সদর ব্লকের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম সেরা ফল বলে জানা গিয়েছে। বিদ্যালয়ের এই অসাধারণ ফলাফলে খুশি শিক্ষক, অভিভাবক থেকে শুরু করে গোটা এলাকার মানুষ। গ্রামীণ এলাকার একটি নবীন স্কুলের এই সাফল্য এখন অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে।

ত্রিপলের নিচে আইসিডিএস ! রাস্তায় চাল-ডালের বস্তা ঘিরে ক্ষোভ পিংলার বেলাড়ে

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইসিডিএস কেন্দ্র, অথচ সেই কেন্দ্রই চলছে ত্রিপলের নিচে! পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা ব্লকের কুসুমদা অঞ্চলের বেলাড় গ্রামের ২৫২ নম্বর আইসিডিএস কেন্দ্রের বেহাল চিত্র সামনে আসতেই ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী ভবনের অভাবে চরম সমস্যার মধ্যে পরিষেবা চালাতে হচ্ছে কেন্দ্রটিকে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় দু'বছর আগে পাকাপোক্ত আইসিডিএস ভবনের দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন গ্রামবাসীরা। তখন প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ভবন তৈরির আশ্বাস দেওয়া হয়। এমনকি গ্রামের মানুষ প্রায় চার ডিসিমেল জমিও রেজিস্ট্রি করে দেন। কিন্তু এতদিন কেটে গেলেও নির্মাণকাজ শুরু হয়নি বলে অভিযোগ। সোমবার সকালে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে এক স্থানীয় বাসিন্দার বাড়িতে রাখা ছিল কেন্দ্রের চাল, ডাল-সহ খাদ্যসামগ্রী।

প্রথমে কয়েক মাসের জন্য রাখার কথা বলা হলেও দেড় বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও সেগুলি সরানো হয়নি। ক্ষুব্ধ বাড়ির মালিক ছায়া মাল শেষ পর্যন্ত সমস্ত বস্তা রাস্তায় বের করে দেন। ফলে রাস্তার ধারে ছড়িয়ে পড়ে খাদ্যসামগ্রী। অন্যদিকে, ত্রিপলের নিচেই চলছে শিশুদের পাঠদান ও রান্নার কাজ। কেন্দ্রের চারপাশে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, নেই পর্যাপ্ত রান্নাঘর বা খাদ্য রাখার জায়গা। বহু মা শিশুদের নিয়ে টিফিনের আশায় এলেও খাবার না পেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন। কেন্দ্রের শিক্ষিকা তনুশ্রী জানা বলেন, 'বারবার প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। দ্রুত একটি স্থায়ী ভবন তৈরি না হলে পরিষেবা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।দ ঘটনার পর প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, শুধু আশ্বাস নয়, এবার দ্রুত স্থায়ী আইসিডিএস ভবন তৈরি হোক।

মাতৃ দিবসে বিশেষ সম্মান মানবাজারে পাঁচ মাকে সংবর্ধনা নৃত্যম কলা কেন্দ্রের

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা,মানবাজার ঃ আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবস উপলক্ষে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিল মানবাজারের 'নৃত্যম কলা কেন্দ্র' নামে একটি নৃত্য শিক্ষালয়। সমাজ ও পরিবারের প্রতি মায়েদের অবদানকে সম্মান জানাতে রবিবার পাঁচজন মাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক তুলে দিয়ে তাঁদের সম্মানিত করা হয়। এই উদ্যোগকে ঘিরে খুশির আবহ তৈরি হয় উপস্থিতদের মধ্যে। এদিন যাঁদের সংবর্ধিত করা হয়েছে, তাঁরা হলেন সোমা সেন ঘোষ, রেখা দাস, সুলেখা সেন, জয়শ্রী সিংহ মহাপাত্র এবং নবনীতা দাস মণ্ডল।

সন্তানের প্রতি অক্লান্ত দায়িত্ব পালন, তাদের মানুষ করে তোলা এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে নিরলস পরিশ্রমের স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মান দেওয়া হয়েছে বলে জানায় সংস্থা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

স্থানীয় সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজন, অভিভাবক ও নৃত্য শিক্ষার্থীরা। মায়েদের হাতে সম্মান তুলে দেওয়ার সময় আবেগঘন পরিবেশেরও সৃষ্টি হয়।

অনেকেই বলেন, সংসার ও সন্তানের জন্য মায়েদের ত্যাগের কোনও তুলনা হয় না, অথচ তাঁদের কাজ অনেক সময়ই আড়ালেই থেকে যায়। মানবাজার নৃত্যম কলা কেন্দ্রের সভাপতি নবনীতা দাস মণ্ডল বলেন, মায়েরা নিরলস পরিশ্রম করে সন্তানদের বড় করে তোলেন। তাঁদের কোনও আলাদা পুরস্কার হয় না। তাই এই ধরনের সম্মান সত্যিই আমাদের আপ্লুত করে। সংস্থার পক্ষ থেকে তাপস দাস জানান, মাতৃ দিবসে মায়েদের সম্মান জানাতে পেরে আমরা গর্বিত। ভবিষ্যতেও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা মানুষদের এভাবেই সম্মান জানানো হবে। মানবাজারে এই ব্যতিক্রমী আয়োজন মাতৃ দিবসের আবেগকে আরও বিশেষ করে তুলেছে।

ঝাড়ু আর গঙ্গাজলে 'শুদ্ধিকরণ' পিংলার পঞ্চায়েতে বিজেপির প্রতীকী কর্মসূচি

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এবার পিংলায় দেখা গেল ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক কর্মসূচি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা ব্লকের ৫ নম্বর মালিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে সোমবার ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি গঙ্গাজল ছিটিয়ে 'শুদ্ধিকরণ' করলেন স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চর্চা। সোমবার সকালে পঞ্চায়েত অফিস খোলার পরই সেখানে পৌঁছন বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। হাতে ঝাড়ু নিয়ে তাঁরা গোটা পঞ্চায়েত চত্বর পরিষ্কার করেন। বিজেপির দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এর ভাবনা থেকেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ থেকে আনা গঙ্গাজল পঞ্চায়েত ভবনের বিভিন্ন অংশে ছিটিয়ে প্রতীকী 'শুদ্ধিকরণ' করা হয়। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূল আমলে বহু পঞ্চায়েতে দুর্নীতি ও অপশাসনের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। সেই তকালিমাদ মুছে ফেলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে দাবি তাঁদের। এক

বিজেপি নেতা বলেন, পঞ্চায়েত মানুষের জন্য কাজ করবে, কোনও রাজনৈতিক দলের জন্য নয়। দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতার পরিবেশ দূর করে স্বচ্ছ পরিষেবা দেওয়ার বার্তাই আমরা দিতে চেয়েছি। তবে বিজেপি নেতৃত্ব এও স্পষ্ট করেছে যে, তারা দখলদারির রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। আগের নির্বাচিত পঞ্চায়েত বোর্ডই প্রশাসনিক কাজ চালাবে এবং সাধারণ মানুষের পরিষেবা যাতে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। এই প্রতীকী কর্মসূচিকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা। স্থানীয়দের একাংশের মতে, এটি নতুন সরকারের রাজনৈতিক বার্তা। আবার বিরোধীদের দাবি, বিষয়টি শুধুই রাজনৈতিক প্রচারের অংশ। বর্তমানে এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় থাকলেও ঘটনাটি ঘিরে কৌতূহল ও চর্চা বাড়ছে।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এবার পিংলায় দেখা গেল ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক কর্মসূচি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা ব্লকের ৫ নম্বর মালিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে সোমবার ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি গঙ্গাজল ছিটিয়ে 'শুদ্ধিকরণ' করলেন স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা।

ডিম-ভাত ছাপিয়ে এবার মাছ-ভাতের উৎসব !

বিজেপির আয়োজনে ভুরিভোজে হাজারো মানুষ

নয়া জামানা,কাঁথি ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে মাছ-ভাত নিয়ে রাজনৈতিক তরজা এবার বাস্তবে রূপ পেল। ভোটে জয়ের পর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মাছ-ভাতের আয়োজন করে নতুন বার্তা দিতে শুরু করেছে বিজেপি। ঘাটাল থেকে কাঁথি; একাধিক জায়গায় শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে মাছ-ভাত খাওয়ানো হয়েছে বিজেপির উদ্যোগে। নির্বাচনের সময় তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ তুলেছিল, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাঙালির মাছ খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। সেই প্রচারের পাল্টা জবাব দিতে ভোটের ময়দানেই মাছ হাতে প্রচারে নামেন বিজেপি নেতারা। এমনকি বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও ঘোষণা করেছিলেন, জয়ের পর সাধারণ মানুষকে মাছ-ভাত খাওয়ানো হবে। ভোটে বিপুল জয় এবং শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথের পর সেই প্রতিশ্রুতিই এবার বাস্তবায়িত হচ্ছে। গত ৬ মে ঘাটালের সুলতানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর এলাকায় প্রায় দু'কুইন্টাল মাছ রান্না করে তিন হাজার মানুষের জন্য ভোজের আয়োজন করেন স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। অন্যদিকে দাসপুরের

সিংহচক গ্রামেও বিজয় মিছিলের বদলে মাছ-ভাতের উৎসব আয়োজন করা হয়। সেখানে আড়াই কুইন্টাল রুই ও কাতলা মাছ রান্না করা হয়। মাছ-ভাতের সঙ্গে ছিল আলুভাজা, ডাল, সবজি, চাটনি, মিষ্টি ও পাঁপড়। আশপাশের বহু গ্রামের মানুষ এই ভোজে অংশ নেন। স্থানীয় বিজেপি নেতা মহিতোষ জানা বলেন, 'বাঙালি মাছে-ভাতে ছিল, আছে এবং থাকবে। তৃণমূলের অপপ্রচারের জবাব দিতেই এই আয়োজন।দ কাঁথিতেও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জয়ের আনন্দে গ্রামের মানুষকে মাছ-ভাত খাওয়ানো হয়। রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এই মাছ-ভাত উৎসব এখন নতুন রাজনৈতিক বার্তা হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

নবীনাবাগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির, উপকৃত শতাধিক মানুষ

নয়া জামানা,মেদিনীপুর ঃ সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে ও বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে মেদিনীপুর শহরের নবীনাবাগ অবসর ক্লাব উদ্যানে অনুষ্ঠিত হল একটি বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। বিশিষ্ট সমাজকর্মী সন্তু চক্রবর্তীর উদ্যোগে এবং ইন্ডিয়া ফার্মেসির ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই শিবিরে ব্যাপক সাড়া মেলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আর জি কর হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসক ড. অনুরণ দাস, কলকাতার দন্ত চিকিৎসক ড. সুমন সিং এবং শিশু বিশেষজ্ঞ ড. শুভম চৌধুরী।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে যোগ দেন সমাজসেবী ও প্রাক্তন ডব্লিউএইচও এক্সিকিউটিভ মনিটর অন্তু মোদক, ইন্ডিয়া ফার্মেসির কর্ণধার পিয়ালী মোদক এবং যুগ্ম ফার্মাসিস্ট প্রযুক্ত দাস।

শিবিরে বিশেষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সমাজকর্মী সুশোভন মাইতি ও অরিন্দম মাইতি।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রায় ২৫০ জন মানুষের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি সুগার টেস্ট, দন্ত পরীক্ষা এবং শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, এই ধরনের স্বাস্থ্য শিবির সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী। অনেকেই নিয়মিত চিকিৎসার সুযোগ পান না। ফলে এলাকার মধ্যেই অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ পাওয়ায় তাঁরা খুশি।

সমাজকর্মী সন্তু চক্রবর্তী জানান, ভবিষ্যতেও এই ধরনের সমাজসেবামূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ইন্ডিয়া ফার্মেসির পক্ষ থেকেও সাধারণ মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

এই উদ্যোগকে ঘিরে নবীনাবাগ এলাকায় প্রশংসার ঝড় উঠেছে। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক উদ্যোগ হিসেবেও এই কর্মসূচি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

সীমান্তে বাড়ছে নজরদারি বিএসএফের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসিরহাটের পুলিশ সুপার

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ মুখ্যমন্ত্রীর সীমান্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশের পরই উত্তর ২৪ পরগনার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় তৎপরতা বাড়াল প্রশাসন। বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থেকে হিঙ্গলগঞ্জের ৪ নম্বর শামশেরনগর

পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকানন্দ ভাওয়াল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষ এবং বিএসএফ আধিকারিকরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বরূপনগরের হাকিমপুর থেকে হিঙ্গলগঞ্জের শামশেরনগর পর্যন্ত মোট ৯৬ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা রয়েছে। এর মধ্যে ৪৬ কিলোমিটার স্থল সীমান্ত এবং ৫০ কিলোমিটার জল সীমান্ত। সীমান্তের বেশ কিছু অংশ এখনও কাঁটাতারবিহীন থাকায় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে প্রশাসনের। বিশেষ করে স্বরূপনগরের তারালি ও নিত্যানন্দকাঠি এলাকায় প্রায় ২০ কিলোমিটার সীমান্তে এখনও কাঁটাতার নেই। ফলে ওই এলাকাগুলিকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বলে মনে করছে প্রশাসন। অন্যদিকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া থাকলেও সেখানে নজরদারি আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এদিন সীমান্ত পরিদর্শনের সময় পুলিশ ও বিএসএফ আধিকারিকরা বিভিন্ন অসুরক্ষিত এলাকা চিহ্নিত করেন এবং কোথায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রয়োজন, তা লিপিবদ্ধ করেন। পাশাপাশি সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালান ও অন্যান্য বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে কীভাবে আরও কড়া নজরদারি চালানো যায়, তা নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। প্রশাসন সূত্রে খবর, আগামী দিনে সীমান্ত এলাকায় যৌথ টহল এবং নজরদারি আরও বাড়ানো হতে পারে।

ফিল্মি কায়দায় বাইক ছিনতাই! হাড়োয়ায় পুলিশের জালে মূল পান্ডা উদ্ধার একাধিক বাইক

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার এলাকায় বাইক ছিনতাইয়ের ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। ফিল্মি কায়দায় অভিযান চালিয়ে মূল অভিযুক্ত তরিকুল ইসলাম (২৭)-কে গ্রেপ্তার করেছে হাড়োয়া

থানার পুলিশ। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে ছিনতাই হওয়া একটি লাল রঙের সুপার স্প্লেন্ডার মোটরবাইক। এছাড়াও আরও দুটি চুরি হওয়া বাইকের সন্ধান মিলেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কয়েকদিন আগে হাড়োয়া থানার অন্তর্গত শালিপুর বাজার এলাকা থেকে একটি মোটরবাইক চুরির অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নামে হাড়োয়া থানার পুলিশ। এলাকার একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে সন্দেহভাজন হিসেবে তরিকুল ইসলামের পরিচয় সামনে আসে। এরপর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাড়োয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পারভেজ আলম এবং পিসি অফিসার রাহুল মণ্ডলের নেতৃত্বে বিশেষ পুলিশ দল রাতের অন্ধকারে রাধানগর সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায়। সেখান থেকেই হাতেনাতে ধরা পড়ে অভিযুক্ত তরিকুল ইসলাম। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, তার কাছে আরও দুটি চুরি যাওয়া বাইক রয়েছে। সেই বাইকগুলির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে এবং তাকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই ঘটনার পিছনে বড়সড় বাইক পাচার চক্র জড়িত থাকতে পারে। গোটা চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে হাড়োয়া থানার পুলিশ।

পারিবারিক অশান্তির জেরে সুপারি কিলার দিয়ে শ্বশুর খুন, বাদুড়িয়ায় জামাইসহ গ্রেপ্তার ৪

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়ায় চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনায় মৃতের জামাই-সহ মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করল বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। মৃত ব্যক্তি কাজী মোজাফফার আহমেদ (৪৯)। ঘটনাটি ঘটেছে বাদুড়িয়া থানার তেতুলিয়া ব্রিজ সংলগ্ন ভাটার রাঙ্গা স্তায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই মৃতের মেয়ের সঙ্গে তার স্বামী শামীম গাজীর পারিবারিক অশান্তি চলছিল। একাধিকবার মীমাংসার চেষ্টা হলেও পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় মেয়েকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন কাজী মোজাফফার আহমেদ। এরপর থেকেই শ্বশুর ও জামাইয়ের মধ্যে বিবাদ আরও বাড়তে থাকে। অভিযোগ, সেই রাগ থেকেই পরিকল্পিতভাবে সুপারি কিলার ভাড়া করে শ্বশুরকে খুনের ছক কষে জামাই। রবিবার রাতে কাজী মোজাফফার আহমেদ মোটরসাইকেল নিয়ে তেতুলিয়া ব্রিজের কাছে গেলে কয়েকজন দুষ্কৃতী তাকে জোর করে একটি চারচাকা গাড়িতে তোলার চেষ্টা করে। স্থানীয় রাত পাহারাদাররা বিষয়টি দেখে ফেললে এলাকাবাসী ছুটে আসেন। পরে রাস্তার ধারে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় ওই ব্যক্তিকে। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের দাবি, গলা টিপে খুন করে পরে মুখে বিষ ঢেলে ঘটনাকে অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করা হয়েছিল।

বিজয়া মিছিলের পর উত্তেজনা গঙ্গাসাগরে তৃণমূল নেতার বাড়িতে আগুনের অভিযোগ

নয়া জামানা,গঙ্গাসাগর ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে বিজেপির বিজয়া মিছিল ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল। রবিবার গভীর রাতে সাগর দ্বীপের মুড়িগঙ্গা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কোম্পানি ছাড়া এলাকায় এক তৃণমূল বুথ সভাপতির বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ ওঠে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাতেই বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে বিজেপির একটি বিজয়া মিছিল ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই উত্তেজনা তৈরি হয়। অভিযোগ, মিছিলের পর একদল দুষ্কৃতী তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি কবাক শেখের বাড়িতে হামলা চালায়। পরিবারের সদস্যদের ভয় দেখিয়ে বাড়িতে ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ। এরপর বাড়ির বিভিন্ন অংশে আগুন লাগিয়ে

দেওয়া হয় বলে দাবি স্থানীয়দের। ঘটনার সময় কবাক শেখ বাড়িতে না থাকলেও তাঁর পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগ, হামলাকারীরা নগদ টাকা, সোনার গয়না ও মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। আগুনে বাড়ির একাংশ পুড়ে যায়। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাগর থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনী। দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এলাকায় নতুন করে অশান্তি এড়াতে কড়া পুলিশি নজরদারি শুরু হয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে আতঙ্ক তৈরির জন্য এই হামলা হয়েছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। বিজেপি নেতা চঞ্চল পান্ডার দাবি, দলকে বদনাম করতেই তৃণমূলের দুষ্কৃতীরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

খুলে জনপরিষেবা চালু সরল বার্তায় নজর কাড়লেন বিশ্বজিৎ পাল

নয়া জামানা,বারুইপুর ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক পঞ্চায়েতে তালাবন্দি পরিস্থিতি নিয়ে বিতর্কের মাঝেই সোমবার বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে দেখা গেল এক ভিন্ন ছবি। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা পঞ্চায়েতের তালা খুলে সাধারণ মানুষের জন্য পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নিলেন বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ পাল। একই সঙ্গে পঞ্চায়েত ভবনের সামনে লাগানো বিজেপির দলীয় পতাকাও তাঁর উপস্থিতিতে সরিয়ে ফেলা হয়। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনের সময় প্রশাসনিক কাজের কারণে বহু পঞ্চায়েতে পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। কিন্তু ভোটের ফল প্রকাশের পরও কিছু জায়গায় পরিষেবা স্বাভাবিক না হওয়ায় সমস্যায় পড়ছিলেন সাধারণ মানুষ।

জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র, আবাস যোজনা, বার্ধক্য ভাতা, রেশন ও পানীয় জলের মতো একাধিক জরুরি পরিষেবা দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। সোমবার সকালে পঞ্চায়েত চত্বরে পৌঁছে বিশ্বজিৎ পাল প্রথমে দলীয় পতাকা সরানোর নির্দেশ দেন। এরপর তালা খুলে পঞ্চায়েত ভবনে প্রবেশ করে পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এটি কোনও রাজনৈতিক দখল নয়, বরং সাধারণ মানুষের স্বার্থে নেওয়া পদক্ষেপ। বিশ্বজিৎ পাল বলেন, তপঞ্চায়েত মানুষের, কোনও দলের নয়। মানুষ যাতে দ্রুত সরকারি পরিষেবা পান, সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।দ এদিন পঞ্চায়েত চত্বরে মিষ্টি বিতরণ ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে উৎসবের পরিবেশও তৈরি হয়। দীর্ঘদিন পর পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি এলাকার সাধারণ মানুষও।

তালা ভেঙে জনপরিষেবা চালু ! ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির 'দখলমুক্তি অভিযান'

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা,ডায়মন্ড হারবারঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনার আবহ তৈরি হয়েছে। তারই মধ্যে সোমবার সকালে ডায়মন্ড হারবারে ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। ফলে সকাল থেকে জনপরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে এলাকায় পৌঁছে তালা ভেঙে পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নেন বিজেপি প্রার্থী দীপক কুমার হালদার ও তাঁর সমর্থকেরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার পাশাপাশি ধনবেড়িয়া কানপুর, পারুলিয়া, সরিষা এবং বোলসিদ্ধি কালিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতেও তালা ঝুলতে দেখা যায়। প্রতিদিনের মতো সরকারি কাজের জন্য আসা সাধারণ মানুষ দরজায় তালা দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র, আবাস যোজনা, বার্ধক্য ভাতা, পানীয় জল সহ বিভিন্ন পরিষেবার কাজ বন্ধ হয়ে

যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনার খবর পেয়ে সকালেই এলাকায় পৌঁছন বিজেপি নেতা দীপক কুমার হালদার। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে তিনি একে একে বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও পৌরসভার তালা খুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। বিজেপির দাবি, সাধারণ মানুষের পরিষেবা সচল রাখতেই তারা এই পদক্ষেপ করেছে। ঘটনাস্থলে তজনগণের অফিসে তালা চলবে নাদ ও তজয় শ্রীরামদ স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দীপক হালদার অভিযোগ করেন, কিছু দুষ্কৃতী বিজেপির নাম ভাঙিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে। বিজেপি কখনও সাধারণ মানুষের পরিষেবা বন্ধ করার রাজনীতি করে না বলেও তিনি দাবি করেন।

অন্যদিকে, ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। তবে সাধারণ মানুষের একটাই দাবি;রাজনৈতিক সংঘাত নয়, দ্রুত স্বাভাবিক পরিষেবা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক।

রাস্তা ভাঙা, ক্ষোভ ফুঁসছে মহেশতলায় স্কুল টাইমে বাঁশ বেঁধে পথ অবরোধ স্থানীয়দের

নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তা, বারবার অভিযোগ জানিয়েও মেলেনি স্থায়ী সমাধান। অবশেষে নতুন সরকারের শুরুতেই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠল মহেশতলা পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বরকান তলা এলাকা। সোমবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় বাঁশ বেঁধে পথ অবরোধে সামিল হন। স্কুল চলাকালীন সময়ে এই অবরোধ ঘিরে এলাকায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। সমস্যায় পড়েন স্কুল পড়ুয়া, অফিসযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহু বছর ধরেই এলাকার প্রধান রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার উপর জল জমে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়। ফলে প্রতিদিনই দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে চলাচল করতে হয় সাধারণ মানুষকে। একাধিকবার জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কাছে রাস্তা সংস্কারের আবেদন জানানো হলেও শুধুমাত্র আশ্বাস মিলেছে, বাস্তবে কোনও কাজ হয়নি বলেই দাবি বিক্ষোভকারীদের। বাসিন্দাদের একাংশ জানান, আগের সরকারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। নতুন সরকার গঠনের পরও পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় বাধ্য হয়েই রাস্তায় নামতে হয়েছে তাঁদের। দ্রুত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় পুলিশ।

মাছ-ভাতের উৎসবে এক মঞ্চে বিজেপি -তৃণমূল বীজপুরে নজর কাড়ল ব্যতিক্রমী ছবি

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ ভোটের সময় মাছ নিয়ে রাজনৈতিক তরজা কম হয়নি রাজ্যে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে নাকি বাঙালির মাছ-ভাত বন্ধ হয়ে যাবে; এমন অভিযোগ তুলেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই বিতর্কের মাঝেই এবার উত্তর ২৪ পরগনার বীজপুরে অনুষ্ঠিত হল বিজেপির উদ্যোগে 'মাছ-ভাত উৎসব'। আর সেই উৎসবে উপস্থিত থেকে চমক দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের এক কাউন্সিলারও। রবিবার হালিশহর এলাকার বাগমোড়ে বীজপুরের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক সুদীপ্ত দাসের উদ্যোগে এই বিশেষ উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং-সহ একাধিক স্থানীয় নেতা-কর্মী। তবে সবচেয়ে বেশি নজর কাড়েন হালিশহর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার হিমানিশ ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা

দীপন দত্তও। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। যদিও হিমানিশ ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি কোনও দলবদল করছেন না। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকার বিধায়কের আমন্ত্রণ পেয়েই তিনি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। তাঁর কথায়, তজনপ্রতিনিধি হিসেবে মানুষের ডাকে সাড়া দেওয়া আমার কর্তব্য।দ অন্যদিকে বিজেপি বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, তআমরা চাই সব রাজনৈতিক দলের মানুষ একসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে থাকুক। তৃণমূল বলেছিল বিজেপি এলে মাছ-ভাত বন্ধ হয়ে যাবে। সেই অপপ্রচারের জবাব দিতেই এই আয়োজন।দ উৎসবে সাধারণ মানুষের ভিড়ও ছিল চোখে পড়ার মতো। মাছ-ভাত খাওয়ার পাশাপাশি একসঙ্গে বসে আড্ডা ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের ছবিও ধরা পড়ে। রাজনৈতিক উত্তাপের আবহে এই আয়োজনকে অনেকেই সম্প্রীতির বার্তা হিসেবেও দেখছেন।

বাইরে তালা ভিতরে ঝুলন্ত দেহ! পানিহাটিতে বৃদ্ধের মৃত্যু ঘিরে রহস্য

নয়া জামানা,পানিহাটি ঃ উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের সুখচর পঞ্চাননতলায় এক বৃদ্ধের রহস্যমৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার সকালে নিজের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৫৩ বছরের প্রণব মজুমদারের ঝুলন্ত দেহ।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তৈরি হয়েছে আতঙ্ক ও রহস্যের আবহ। পরিবারের দাবি, এটি আত্মহত্যা নয়, বরং পরিকল্পিত খুনও হতে পারে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অবিবাহিত প্রণব মজুমদার বাড়িতে একাই থাকতেন। তাঁর এক বোন সিঁথি এলাকায় মামার বাড়িতে থাকেন। প্রতিবেশীদের দাবি, প্রণববাবু দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন এবং খুব একটা কারও সঙ্গে মিশতেন না। শনিবার গভীর রাতে তাঁর ঘর থেকে টিভির জোর আওয়াজ শুনতে পান প্রতিবেশীরা। পরে দেখা যায়, ঘরের বাইরে তালা ঝুলছে, অথচ ভিতরে আলো জ্বলছে। সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন, ঘরের ভিতরে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন প্রণববাবু। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় খড়দহ থানায়। পুলিশ এসে দরজা খুলে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রাথমিক তদন্তে দেহে বড় কোনও আঘাতের চিহ্ন না মিললেও ঘরের বাইরে তালা লাগানো ছিল কীভাবে, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। পরিবারের অভিযোগ, টাকার লোভে কেউ বাড়িতে ঢুকে খুন করে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিতে পারে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে বলে মনে করছে তদন্তকারী আধিকারিকরা।

'ব্যবসা বন্ধের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় !' কামারহাটির তৃণমূল কাউন্সিলারকে ঘিরে বিতর্ক

নয়া জামানা,কামারহাটি ঃ তৃণমূল সমর্থক এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ব্ল্যাকমেল করে লক্ষাধিক টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল কামারহাটি পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ সাহার বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ সামনে আসতেই কামারহাটির রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চর্চা। অভিযোগকারী রৌনক রক্ষিত নিজেও দীর্ঘদিনের তৃণমূল কর্মী ও স্থানীয় ব্যবসায়ী। রৌনকের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন অজুহাতে তাঁর কাছ থেকে টাকা নিতেন কাউন্সিলার। কখনও ব্যবসা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, আবার কখনও ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা হত বলে অভিযোগ। তিনি আরও দাবি

করেছেন, বিশ্বজিৎ সাহা যে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন, সেটির দাম প্রায় দেড় লক্ষ টাকা এবং সেই ফোন তিনিই কিনে দিয়েছেন। এমনকি এখনও সেই ফোনের ইএমআই তিনিই দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন রৌনক। শুধু রৌনক নন, এলাকার আরও কয়েকজন ব্যবসায়ীও কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তুলেছেন। 'রবি ইলেকট্রিক' নামে এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিকের অভিযোগ, গত দুর্গাপুজো ও বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে লাইট ও মাইক সরবরাহের বাবদ প্রায় ৮৫ হাজার টাকা এখনও বকেয়া রয়েছে। বহুবার টাকা চাইলেও তা মেলেনি বলে দাবি তাঁর। যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ সাহা। তাঁর বক্তব্য, আমি নিজেও একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। অন্যের ফোন ব্যবহার করার প্রশ্নই ওঠে না। আর পুজোর বকেয়া থাকলে পুজো কমিটির সঙ্গে কথা বলা উচিত। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে তোলাবাজি চলছিল। এখন মানুষ সাহস করে মুখ খুলতে শুরু করেছেন।

বাসন্তীতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা বাইকের ধাক্কায় প্রাণ গেল টোটো চালকের

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক টোটো চালকের। সোমবার দুপুরে বাসন্তী থানার অন্তর্গত কাঁঠালবেড়িয়া পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত ব্যক্তির নাম মতি মোল্লা (৪৫)। তিনি বাসন্তীর খেড়িয়া এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় টোটো চালক ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে প্রতিদিনের মতো টোটো চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন মতি মোল্লা।

সেই সময় আচমকাই একটি দ্রুতগতির বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তার টোটোতে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে টোটোটি রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে এবং গুরুতর জখম হন চালক মতি মোল্লা। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তাকে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ছুটে এসে আহত টোটো চালককে উদ্ধার করেন। পরে তড়িঘড়ি তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে খেড়িয়া গ্রামে। পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

১১
১২ মে ২০২৬

হরেকরকম

নয়া জামানা

১ থেকে ৮ মে ২০২৬

কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

জাহাজে লুকিয়ে ইংল্যান্ড থেকে যুক্তরাষ্ট্রে শিয়াল

নয়া জামানা ঃ সাউদাম্পটন উপকূল থেকে একটি পণ্যবাহী জাহাজে লুকিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছে একটি ব্রিটিশ লাল শিয়াল। বর্তমানে দুই বছর বয়সী এই পুরুষ শিয়ালটি নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কস চিড়িয়াখানার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। প্রায় ১১ পাউন্ড ওজনের এই রোমাঞ্চপ্রিয় প্রাণীটি আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে হাজার হাজার মাইল সফলভাবে অতিক্রম করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।
নিউ ইয়র্ক এবং নিউ জার্সি বন্দরের মার্কিন কর্মকর্তারা জাহাজের মালামালের ভেতর থেকে শিয়ালটিকে উদ্ধার করে সেটিকে ব্রঙ্কস চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা হয়।ব্রিটিশ বন্দর নগরী সাউদাম্পটনে নোঙর করা জাহাজে প্রাণীটি ঠিক কীভাবে প্রবেশ করেছিল, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।চিড়িয়াখানা

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রাথমিক পরীক্ষায় শিয়ালটি সুস্থ আছে এবং বর্তমানে সেটিকে পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাকি ফলাফলগুলো আসার পর বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে প্রাণীটির জন্য একটি উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী আবাসস্থল নির্ধারণ করা হবে।চিড়িয়াখানার প্রাণী কর্মসূচি পরিচালক কিথ লাভেট জানিয়েছেন, দীর্ঘ ও প্রতিকূল যাত্রার ধকল কাটিয়ে শিয়ালটি নতুন পরিবেশের সাথে বেশ ভালোভাবেই মানিয়ে নিচ্ছে।এদিকে সাউদাম্পটন বন্দরের মুখপাত্র রসিকতা করে বলেন, তাদের বন্দর দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর গাড়ি ও কন্টেইনার যাতায়াত করলেও এমন অনাহূত যাত্রীর ট্রান্সআটলান্টিক ভ্রমণ তাদের অবাক করেছে। তিনি মজা করে আরও যোগ করেন যে, পরের বার এমন সফরের জন্য শিয়ালটির উচিত কুইন মেরি ২-এর মতো আরামদায়ক জাহাজ বেছে নেওয়া।ব্রঙ্কস চিড়িয়াখানার তথ্যমতে, লাল শিয়াল পৃথিবীর অন্যতম অভিযোজনক্ষম প্রাণী।এদের ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকাসহ বিভিন্ন মহাদেশে পাওয়া যায়।অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বহুমুখী খাদ্যাভ্যাসের অধিকারী হওয়ার কারণেই হয়তো প্রতিকূল পরিবেশেও এই শিয়ালটি দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছে।

৫ ঘরোয়া ফেসপ্যাকেই ফিরে পাবেন হারানো জৌলুস

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গরম পড়তেই ত্বকের সমস্যা যেন বেড়েই যায়। রোদ, ঘাম, ধুলোবালি আর দূষণের কারণে মুখের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা কমে যায়। অনেকের ত্বক নিস্তেজ দেখায়, আবার কারও ত্বকে ট্যান, র‍্যাশ বা অতিরিক্ত তেল জমার সমস্যা হয়। এই সময় ত্বকের যত্ন নিতে সবসময় দামি প্রসাধনীর দরকার হয় না। রান্নাঘরে থাকা কিছু সাধারণ উপাদান দিয়েই খুব সহজে তৈরি করা যায় ঘরোয়া ফেস প্যাক, যা ত্বককে সতেজ ও উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে।প্রথমেই বলা যায় কলা ও মধুর ফেস প্যাকের কথা। একটি পাকা কলা ভাল করে চটকে তার সঙ্গে এক চামচ মধু মিশিয়ে নিন। চাইলে কয়েক ফোঁটা নারকেল তেলও দেওয়া যেতে পারে। এই মিশ্রণ মুখে লাগিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। কলায় থাকা ভিটামিন ও মধুর ময়েশ্চারাইজিং গুণ ত্বককে নরম ও উজ্জ্বল করে তোলে। যাদের ত্বক শুষ্ক,

তাদের জন্য এটি খুব উপকারী।গরমে ত্বকে জ্বালা বা রোদে পোড়া ভাব কমাতে শসা ও অ্যালোভেরার প্যাক খুব ভাল কাজ করে। শসা ব্লেন্ড করে তার সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে মুখে লাগান। চাইলে কয়েকটি পুদিনা পাতাও দেওয়া যেতে পারে। এই প্যাক ত্বক ঠান্ডা রাখে এবং মুখের ক্লান্ত ভাব দূর করে। বাইরে থেকে এসে এটি ব্যবহার করলে বেশ আরাম পাওয়া যায়।ত্বক দ্রুত ফ্রেশ ও উজ্জ্বল করতে তরমুজের ফেস প্যাকও দারুণ কার্যকর। তরমুজের রসের সঙ্গে সামান্য মধু ও দুধের গুঁড়ো মিশিয়ে মুখে লাগান। ১৫ মিনিট পরে ধুয়ে ফেললে মুখ অনেক বেশি সতেজ দেখাবে। গরমে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতেও এই প্যাক সাহায্য করে।যাদের ত্বক খুব তৈলাক্ত, তারা ওটস ও টমেটোর প্যাক ব্যবহার করতে পারেন। টমেটোর রসের সঙ্গে ওটস মিশিয়ে মুখে হালকা করে স্ক্রাব করুন। এতে মৃত কোষ দূর হয় এবং ত্বক পরিষ্কার থাকে।পাশাপাশি মুখের অতিরিক্ত তেলও কমে।এছাড়া টক দই ও ওটসের ফেস প্যাক ট্যান দূর করতে সাহায্য করে। টক দইয়ের সঙ্গে ওটস মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেলুন। এতে ত্বক পরিষ্কার হয় এবং মুখে স্বাভাবিক জেল্লা ফিরে আসে।তবে যে কোনও ঘরোয়া ফেস প্যাক ব্যবহার করার আগে হাতে বা কানের পাশে একটু লাগিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো।

নজরে INSTA

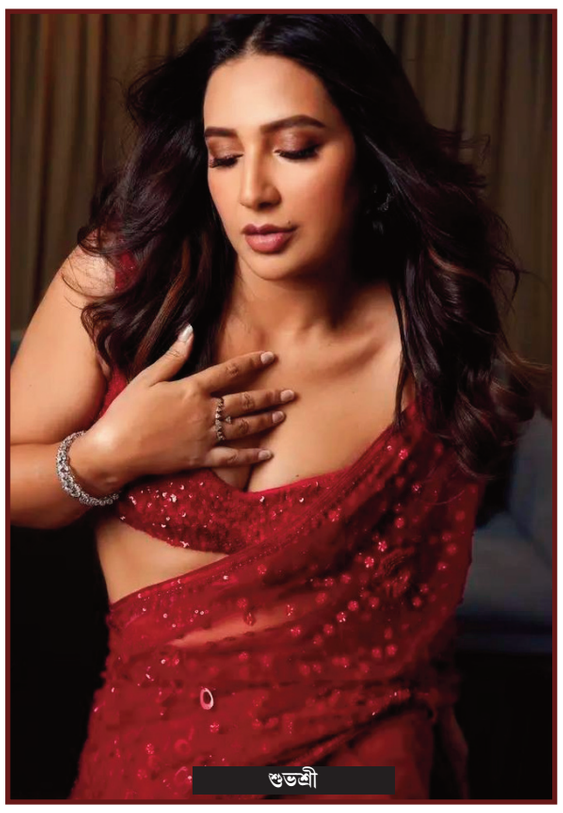
শুভশ্রী

প্রিয়াঙ্কা

তৃণা

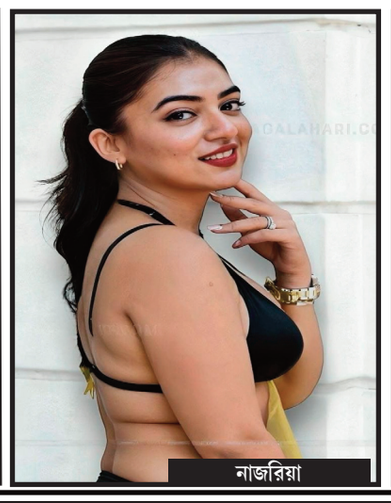
নাজরিয়া

শ্রাবন্তী

চিলির অন্ধকার আকাশ এখনো ঝুঁকিতে !

নয়া জামানা ঃ পৃথিবীর সবচেয়ে অন্ধকার ও শুষ্ক জায়গাগুলোর একটি চিলির আতাকামা মরুভূমি। এখানে রাতের আকাশ খুব পরিষ্কার দেখা যায়। এই আকাশ রক্ষায় বড় এক জ্বালানি প্রকল্প বাতিল হলেও বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিপদ এখনো কাটেনি। মার্কিন কোম্পানি এইএস করপোরেশনের সহযোগী এইএস আন্দেস তাদের 'ইন্না' সবুজ জ্বালানি প্রকল্প বাতিল করেছে।প্রকল্পটি ইউরোপিয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরির পারানাল মানমন্দিরের মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে হওয়ার কথা ছিল।বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই প্রকল্প হলে আলো দূষণ, ধুলা, কম্পন ও বায়ুর অস্থিরতা তৈরি হতো। এতে ভেরি লার্জ টেলিস্কোপসহ বড় বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষতি হতো। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী রেইনহার্ড গেনজেলসহ ৩০ জন গবেষক একে বড় হুমকি বলে সতর্ক করেছিলেন।তবে প্রকল্প বাতিল হলেও নতুন সমস্যা সামনে এসেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, চিলির আকাশ রক্ষার আইন এখনো দুর্বল ও পুরনো। ফলে ভবিষ্যতে এমন প্রকল্প আবারও আসতে পারে।বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শক্ত আইন না হলে এই মূল্যবান অন্ধকার আকাশ রক্ষা করা কঠিন হবে।

কুকুর ছানাকে স্কুলে ভর্তি করার খরচ ২ লক্ষ টাকা

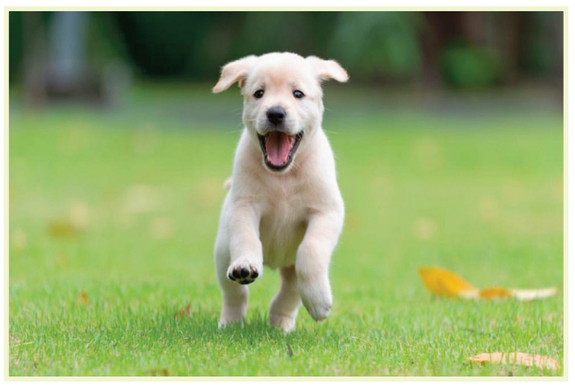

নয়া জামানা ঃ চীনে পোষা প্রাণির প্রতি ভালোবাসা আর যত্নের এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এক তরুণী। নিজের ছয় মাস বয়সী সাদা রঙের স্যামায়েড প্রজাতির কুকুরছানাকে তিনি ভর্তি করেছেন একটি বিশেষ কিন্ডারগার্টেনে-যেখানে পোষা প্রাণিদের আচরণ ও সামাজিক দক্ষতা শেখানো হয়।এই ভর্তি প্রক্রিয়ায় খরচ হয়েছে প্রায় ১২ হাজার ইউয়ান, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় দুই লাখ টাকারও বেশি। তবে এটি শুধু সাধারণ দেখাশোনার জন্য নয় বরং এখানে কুকুরছানাটির জন্য রয়েছে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার ব্যবস্থা।এই প্যাকেজের আওতায় প্রথমেই কুকুরছানাটির আচরণগত মূল্যায়ন করা হয়। তার স্বভাব, মেজাজ ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে সেই অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে সে অযথা ঘেউ ঘেউ না করে কিংবা আক্রমণাত্মক আচরণ না করে।পাশাপাশি অন্য প্রাণিদের সঙ্গে মিশে চলার দক্ষতাও শেখানো হয় বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে। প্রতিদিন কুকুরছানাটিকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা এবং আবার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার সুবিধাও রয়েছে এই সেবায়।খাবারের ব্যবস্থাও আছে, তবে এর জন্য অতিরিক্ত খরচ দিতে হয়। এছাড়া মালিকরা অনলাইনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তাদের পোষা প্রাণীর ওপর নজর রাখতে পারেন। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে সেখানে।কুকুরছানাটির মালিক, যিনি নিজের পরিচয় তাওতাও নামে জানিয়েছেন।তিনি বলেন- কাজের ব্যস্ততার কারণে তিনি তার পোষা প্রাণিকে যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। তাই এই বিশেষ সেবাটি বেছে নিয়েছেন।চীনে এ ধরনের পোষা প্রাণির 'কিন্ডারগার্টেন' এখন আর নতুন কিছু নয়। নগর জীবনে অনেকেই পোষা প্রাণিকে পরিবারের সদস্যের মতো দেখেন, ফলে তাদের জন্য উন্নত সেবা গ্রহণের প্রবণতাও দ্রুত বাড়ছে।চায়না পেট ইন্ডাস্ট্রি হোয়াইট পেপার-২০২৬-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, চীনে ২০২৫ সালে শহুরে পোষা প্রাণি শিল্পের বাজার প্রায় ৩১ হাজার ৪০০ কোটি ইউয়ানে (প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি মার্কিন ডলার) পৌঁছেছে।আগামী বছরগুলোতে তা আরও বড় হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

৪২টি দাঁত নিয়ে গিনেস রেকর্ড গড়লেন মালয়েশিয়ার ব্যক্তি

নয়া জামানা ঃ সাধারণত মানুষের দাঁতের সংখ্যা ৩২টি। তবে এর চেয়ে ১০টি বেশি দাঁত থাকায় গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রথাব মুনিয়ান্ডি নামের এক ব্যক্তি। বর্তমানে তার মুখে মোট দাঁতের সংখ্যা ৪২টি।৩৩ বছর বয়সী প্রথাব মুনিয়ান্ডি পেশায় একজন প্রকৌশলী।অতিরিক্ত দাঁতের কারণে তার হাসি অন্যদের থেকে সহজেই আলাদা করে চেনা যায় বলে জানিয়েছে গিনেস কর্তৃপক্ষ।
প্রথাব জানান, পারিবারিক এক অনুষ্ঠানে প্রথম তিনি বিষয়টি টের পান। ২০২১ সালে পরিবারের সঙ্গে চা পান করার সময় তিনি অনুভব করেন যে তার মুখে অতিরিক্ত কিছু দাঁত গজাচ্ছে।পরে পরিবারের সদস্যরা দাঁত গুনে দেখেন তখন তার দাঁতের সংখ্যা ছিল ৩৮টি।এরপর ডেন্টাল এক্স-রে পরীক্ষায় জানা যায়, আরও চারটি দাঁত ওঠার বাকি রয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার মোট দাঁতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২টিতে।প্রথাব জানান, তার বেশিরভাগ দাঁতই স্বাভাবিকভাবে সোজা হয়ে বেড়ে উঠেছে এবং এতে তার কোনো শারীরিক সমস্যা হয়নি। প্রথম দেখায় অধিকাংশ মানুষ তার অতিরিক্ত দাঁতের বিষয়টি বুঝতে পারে না।তবে তিনি নিজে বিষয়টি বললে অনেকেই অবাক হয়ে যান এবং অনেকে বিশ্বাসও করতে চান না যে তার মুখে স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে ১০টি বেশি দাঁত রয়েছে।অতিরিক্ত দাঁত থাকা সত্ত্বেও তার স্বাস্থ্যের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি বলেও জানান তিনি। দাঁতের যত্নে তিনি বেশ সচেতন প্রতিদিন দুইবার দাঁত ব্রাশ করেন এবং নিয়মিত ফ্লস ব্যবহার করেন।এর আগে ৪১টি দাঁত নিয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন কানাডার ইভানো মেলোন। প্রথাব মুনিয়ান্ডির ৪২টি দাঁত এখন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে সর্বোচ্চ দাঁতের নতুন রেকর্ড হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 12-05-2026 09:19 Page 12

ওয়ার্ক ফ্রম হোম থেকে ভোজ্য তেল ব্যবহারে হ্রাস, বিদেশ যাত্রাতেও ‘না’,

মোদির আর্জির নেপথ্যে কোন কারণ?

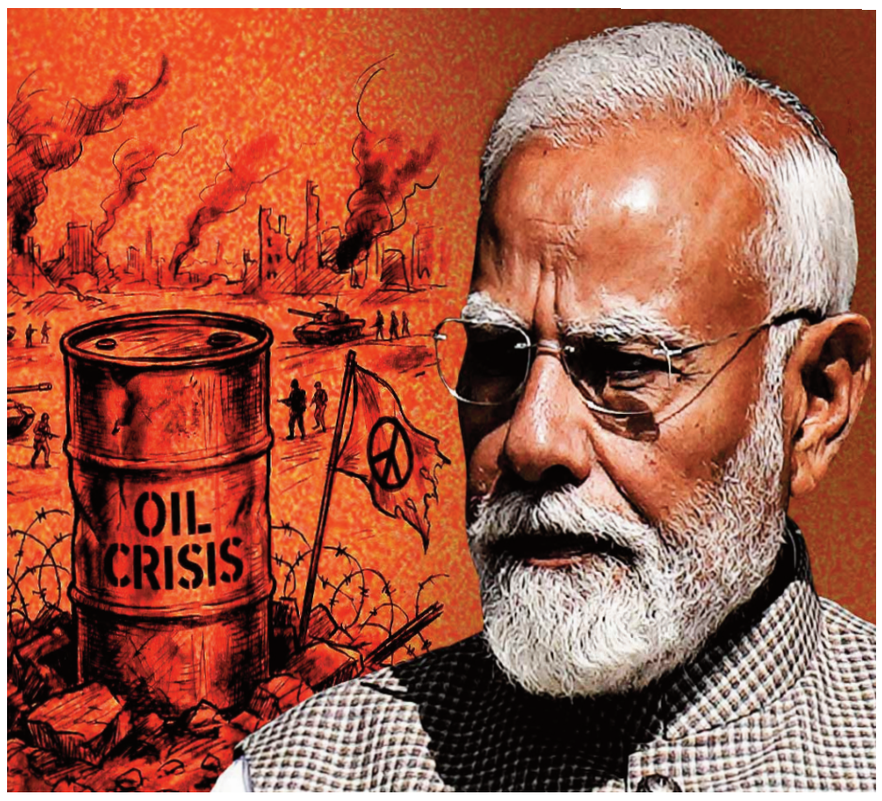

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা চলে এসেছে ভারতের দুয়ারেও। এই পরিস্থিতিতে রবিবার দেশবাসীকে সংযমী হওয়ার বার্তা দিয়ে একগুচ্ছ আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একদিকে যেমন করোনাকালের কথা স্মরণ করিয়ে আমজনতাকে বাড়ি থেকে কাজ (ওয়ার্ক ফ্রম হোম) করার পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যদিকে, বিদেশযাত্রা কিংবা বিদেশে গিয়ে বিয়ের পরিকল্পনাও আপাতত কাটছাঁট করার আর্জি জানিয়েছেন মোদি। একইসঙ্গে ভোজ্য তেলের ব্যবহার হ্রাস করারও আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। হায়দরাবাদের একটি অনুষ্ঠান থেকে মোদি বলেন, তদেশপ্রেম মানে শুধু সীমান্তে জীবন উৎসর্গ করা নয়। দেশপ্রেম মানে দায়িত্বশীলভাবে জীবনযাপন করা এবং দৈনন্দিন জীবনে দেশের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করা। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে সৃষ্ট জ্বালানি সংকটে উদ্বেগ বেড়েছে। ফলে পেট্রোল-ডিজেলের ব্যবহার কমানোর আর্জি জানিয়েছেন মোদি। ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার না করে গণপরিবহণ বা মেট্রো ব্যবহারের কথা বলেছেন তিনি। একইসঙ্গে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলকে আগ্রাধিকার দেওয়ার আবেদন প্রধানমন্ত্রীর। অন্যদিকে, বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যবহারেও দেশবাসীকে উৎসাহিত করেছেন তিনি। যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ হওয়ায় জ্বালানি সরবরাহ বিঘ্নিত। সরকার এখনও পর্যন্ত পেট্রোল, ডিজেল ও মধ্যবিত্তের রান্নার গ্যাসের দাম না বাড়ালেও রিপোর্ট বলছে এর জেরে তেল সংস্থাগুলির প্রতিদিন প্রায় ১, ৬০০-১,৭০০ কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে। এই অবস্থায় একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৫ মে-র আগে জ্বালানি তেলের দাম বাড়াতে চলেছে সরকার। মোদির বার্তা সেই মূল্যবৃদ্ধির আগাম ইঙ্গিত বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞমহল। পেট্রোল-ডিজেলের পাশাপাশি ভোজ্য তেলের ব্যবহার কমানোরও আবেদন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ২০২৫-২৬ সালে ভারত ১৯.৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ভোজ্য তেল আমদানি করেছে। দেশের কোটি কোটি রান্নাঘরে প্রতিদিন ব্যবহৃত এই একটি দ্রব্যের জন্য বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার বহিঃপ্রবাহ হয়। বিপুল পরিমাণ এই আমদানি খরচ হ্রাস করা গেলে তা অর্থনীতির ঘাটতি কমাতে সাহায্য করবে। আর ঘাটতি কমলে টাকার উপর চাপও কমবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তভোজ্য তেলের আমদানিতে আমাদের প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। যদি সমস্ত পরিবার ভোজ্য তেলের ব্যবহার কমিয়ে আনে, তাহলে তা দেশপ্রেমের প্রতি এক বিরাট অবদান হবে। এর ফলে দেশের কোষাগারের উপর যেমন চাপ কমবে, তেমনই দেশবাসীর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটবে। সংকটের পরিস্থিতিতে আগামী এক বছর দেশবাসীকে বিদেশভ্রমণ থেকেও বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছেন মোদি। তিনি বলেন, তইদানিং মধ্যবিত্তদের মধ্যে বিদেশে গিয়ে বিয়ে করা, বিদেশে ঘুরতে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এখন সংকটের সময়ে, অন্তত এক বছরের জন্য আমাদের বিদেশে যাওয়ার ভাবনাকে সরিয়ে রাখতে হবে। ভারতে অনেক জায়গা আছে। ওখানে আপনারা যেতে পারেন। ভারতেও অনেক কিছু করা যায়। বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানোর যত উপায় আছে, সব আমাদের করতে হবে। রবিবার মোদি তাঁর বার্তায় করোনাকালের কথা স্মরণ করিয়ে আমজনতাকে বাড়ি থেকে কাজ করার (ওয়ার্ক ফ্রম হোম) পরামর্শ দিয়েছেন। ভারতে মোট জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৫৯ শতাংশ পরিবহন খাতে ব্যবহৃতি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, অফিস বৈঠক, ব্যবসায়িক আলোচনা যদি ভার্চুয়ালি করা যায়, তাহলে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লিটার জ্বালানি ব্যবহার কমানো সম্ভব হবে। মোদি বলেন, তএই বৈশ্বিক সংকটে আমাদের কর্তব্যকে সর্বাগ্রে রেখে আমাদের একটি সংকল্প করতে হবে প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, তআনুষ যেমন এখন রোগ হলে প্রাকৃতিক নিরাময় খোঁজে, তেমনি আমাদের ধরিত্রী মাকে বাঁচাতে রাসায়নিক সার ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। এগুলি আমাদের খেতগুলোকে ধ্বংস করছে। রাসায়নিকের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচানোও একটি শিল্প।দ তিনি আরও বলেন, তরাসায়নিক সার ব্যবহার বন্ধ করে আমাদের প্রাকৃতিক চাষাবাদের দিকে মনযোগ দেওয়া উচিত। এই ধরনের সার ব্যবহার কমানোর ফলে বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার আরও সুরক্ষিত হবে।দ একইসঙ্গে চাষের খেতে ডিজেলচালিত পাম্পের বদলে সৌরবিদ্যুৎচালিত পাম্পের ব্যবহার বৃদ্ধিরর উপরও জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। জ্বালানির ব্যবহার কমানোর পাশাপাশি আগামী এক বছর সোনা কিনতে নিষেধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আসলে জ্বালানি তেলের মতোই সোনাও আমদানি করে ভারত। এর জন্য খরচ হয় বিরাট অঙ্কের ডলার। সেই খরচ এখন সমস্ত সীমা ছাড়িয়েছে। অশোধিত তেলের চাহিদার প্রায় ৮৫ শতাংশ আমদানি করা হয় যেমন, তেমনই বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম স্বর্ণ আমদানিকারক দেশও ভারত। মানুষ যত সোনা কিনবে, তত বেশি করে সোনা আমদানিও বাড়াতে হবে। ফলস্বরূপ আমদানি খরচ সামলাতে অতিরিক্ত ডলার খরচ হবে। কমজোরি হবে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার। এইসঙ্গে ডলার এবং টাকার দামের মধ্যে ব্যবধানও বাড়বে। এর জেরে টাকার দামের পতন হবে। সব মিলিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের অর্থনীতি। বিশেষজ্ঞদের মতে, একথা ভেবেই দেশবাসীর সোনা কেনায় রাশ টানতে চাইছেন মোদি। উল্লেখ্য, ভোট মিটতেই জ্বালানির দাম বাড়ানো শুরু করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি। প্রথম কোপটা এসেছে বাণিজ্যিক গ্যাসের উপর। ১০০-২০০ টাকা নয়, শুক্রবার একধাক্কায় সিলিন্ডারপিছু ৯৯৩ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। এখানেই শেষ নয়, দাম বাড়ানো হয়েছে অটোর এলপিজিরও। একধাক্কায় ৬ টাকা ৪৪ পয়সা দাম বেড়েছে অটোর জ্বালানির। আশঙ্কা করা হচ্ছে এবার কোপ পড়তে পারে জ্বালানি তেল ও মধ্যবিত্তের রান্নার গ্যাসের উপর।

বিকাশের লক্ষ্যে ‘জি-রাম-জি’, গ্রামীণ রোজগারে এবার ১২৫ দিনের অমোঘ কবচ

ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির মানচিত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে অবশেষে বিজ্ঞাপিত হলো ‘বিকশিত ভারত-জি রাম জি’ আইন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন এই আইনের আওতায় এখন থেকে দেশের প্রতিটি গ্রামীণ পরিবার বছরে অন্তত ১২৫ দিনের নিশ্চিত কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী ১ জুলাই থেকেই দেশজুড়ে এই নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হতে চলেছে। দিল্লির অলিন্দে এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে, কারণ একে নিছক একটি সরকারি প্রকল্প হিসেবে নয়, বরং ২০৪৭ সালের ‘বিকশিত ভারত’ গড়ার পথে এক শক্তিশালী সোপান হিসেবেই দেখছে সরকার। এতদিন পর্যন্ত গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা ছিল এক পরিচিত ছক। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবং গ্রামীণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সেই পুরোনো কাঠামোয় আমূল বদল আনল কেন্দ্র। ‘জি রাম জি’ বা ‘গ্রামীণ রোজগার অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট গ্যারান্টি’ আইনের মাধ্যমে কাজের দিন সংখ্যা তো বাড়লই, সেই সঙ্গে কাজের গুণমান এবং স্বচ্ছতার ওপর দেওয়া হয়েছে বিশেষ জোর। মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের মতে, এই ১২৫ দিনের গ্যারান্টি স্রেফ খাতা-কলমে সীমাবদ্ধ থাকবে না; গ্রামীণ সম্পদ বৃদ্ধি এবং স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণের সঙ্গে এই শ্রমকে যুক্ত করা হবে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ থেকে শুরু করে গ্রামের ছোটখাটো রাস্তাঘাট ও সেচ খাল সংস্কার; সবটাই এখন থেকে এই নতুন আইনের অধীনে আরও সুসংহতভাবে পরিচালিত হবে। বিশেষত, যে সমস্ত এলাকায় মরসুমি বেকারত্ব প্রবল, সেখানে এই বাড়তি ২৫ দিনের কাজ সাধারণ মানুষের পেটে ভাতের সংস্থান করতে বড়সড় ভূমিকা নেবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। প্রশাসনিক স্তরে এই আইনের বাস্তবায়ন নিয়ে ইতিমধ্যেই তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী জুলাই মাসের প্রথম দিন থেকেই নতুন পোর্টালের মাধ্যমে কাজের আবেদন গ্রহণ করা হবে। প্রযুক্তির ব্যবহারকে এখানে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যাতে কোনো স্তরেই দুর্নীতির ছায়া না পড়ে। আধার সংযুক্তিকরণ এবং সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়াকে আরও নিশ্ছিদ্র করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, এই আইন কার্যকর হলে গ্রামীণ পরিবারগুলোর বার্ষিক আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে, যা গ্রামীণ বাজারে চাহিদার জোয়ার আনবে। একে একাধারে সামাজিক সুরক্ষা এবং অন্যধারে আর্থিক সংস্কারের এক যুগলবন্দি হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি। তবে শুধু কাজের দিন বাড়ানোই নয়, এই আইনের নামের মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে এক সুগভীর রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যঞ্জনা। ‘জি-রাম-জি’ নামটির মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে উন্নয়নের মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সরকারি মহলের দাবি, এই আইন বাস্তবায়িত হলে গ্রাম থেকে শহরে পরিযায়ী শ্রমিকের ঢল অনেকটাই কমবে। গ্রামের মানুষ যদি নিজের ভিটেতেই বছরের এক-তৃতীয়াংশ সময় নিশ্চিত রুজি-রুটির সংস্থান পান, তবে তাঁদের ঘর ছাড়ার প্রবণতা কমবে, যা পরোক্ষভাবে শহরাঞ্চলের পরিকাঠামোর ওপর চাপও লাঘব করবে। এই আইনের আওতায় নারীশক্তির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেও একাধিক বিশেষ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে গ্রামীণ ভারতের মায়েরা আরও বেশি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন। এই মেগা প্রকল্পের সফল রূপায়ণের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। যদিও তহবিলের জোগান এবং স্বচ্ছতা রক্ষা নিয়ে অতীতে বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের টানাপোড়েন দেখা গিয়েছে, তবে নতুন আইনে সেই ফাঁকফোকরগুলো বন্ধ করার জন্য কঠোর নজরদারির কথা বলা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসন; প্রত্যেককে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজের বরাদ্দ এবং মজুরি মেটানোর দায়বদ্ধতা নিতে হবে। শিবরাজ সিং চৌহান এদিন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলেছেন, ১ জুলাই থেকে ভারতের গ্রামগুলো এক নতুন ভোরের সাক্ষী হতে চলেছে। বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে সরকারি পক্ষের দাবি, এটি কোনো নির্বাচনী চমক নয়, বরং অন্ত্যোদয় বা সমাজের শেষ প্রান্তে থাকা মানুষটির মুখে হাসি ফোটানোর এক সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ।

এখন দেখার, ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে ১ জুলাই যখন আসবে, তখন ভারতের কয়েক কোটি গ্রামীণ মানুষের জীবনে ‘জি-রাম-জি’ আইন কতটা উন্নয়নের সুবাতাস বয়ে আনতে পারে।

আপাতত নজরে নবান্ন থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত; সর্বত্রই এই নতুন আইনের বাস্তবায়ন নিয়ে শুরু হয়েছে প্রশাসনিক ব্যস্ততা।

ওড়িশায় গাড়ি কেনার ফাঁদে অপহৃত ডোমকলের দুই ব্যবসায়ী,

ত্রাতা সেই হুমায়ুন কবীর

সস্তায় ওড়িশা থেকে পুরনো গাড়ি কিনে বীরদর্পে বাড়ি ফিরবেন; এমনই এক সাদামাটা স্বপ্ন নিয়ে গত ৬ মে মুর্শিদাবাদের ডোমকলের আলিনগর গ্রাম থেকে ঘর ছেড়েছিলেন দুই ব্যবসায়ী আবদুর রেজ্জাক মোল্লা ও রকি সরকার। কিন্তু ভুবনেশ্বরের কুর্দা থানা এলাকায় পৌঁছতেই সেই রঙিন স্বপ্ন যে এমন শিউরে ওঠা দুঃস্বপ্নে বদলে যাবে, তা হয়তো তাঁদের অতি বড় শত্রুও কল্পনা করেনি। ওড়িশার মাটিতে পা রেখে এক লক্ষ টাকা বায়না দেওয়ার ঠিক পরেই শুরু হয় মূল অপরাধের চালচিত্র। অভিযোগ, কালো কাঁচ তোলা এক রহস্যময় গাড়ি নিমেষের মধ্যে তাঁদের গন্তব্য বদলে পৌঁছে দেয় এক নির্জন বাগানের অন্দরে। সেখানে অভ্যর্থনা বলতে ছিল শুধুই পিস্তলের বাঁট আর অকথ্য মারধর। ফোন কেড়ে নিয়ে ডোমকলের বাড়িতে তাঁদের আর্তনাদ শুনিয়ে শুরু হয় মুক্তিপণের দরকষাকষি। প্রায় ৪৮ ঘণ্টা যমের দুয়ারে কড়া নাড়ার পর, শেষমেশ রবিবার সকালে নিজের ভিটেতে পা রেখে তাঁরা যেন এক নতুন জন্ম খুঁজে পেলেন। ভুবনেশ্বরের কুর্দা থানা সংলগ্ন এলাকায় যখন এই রুদ্ধশ্বাস অপহরণ নাটক চলছিল, তখন যোজন দূরে ডোমকলে রেজ্জাক মোল্লার স্ত্রী রেবেকা সুলতানার কানে আসছিল স্বামীর হাহাকার আর ফোনের ওপার থেকে ভেসে আসা অচেনা কণ্ঠের আস্ফালন।

বিপদের এই চরম অন্ধকার থেকে পথ পেতে তিনি শেষমেশ স্মরণাপন্ন হন ডোমকলের পরিচিত মুখ তথা প্রাক্তন পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবীরের। খবর পাওয়ামাত্রই প্রাক্তন এই দুঁদে পুলিশকর্তা দাবার ঘুঁটি সাজাতে দেরি করেননি। ওড়িশা পুলিশের এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা)-র সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে তৈরি করেন উদ্ধারের নীল নকশা। ওড়িশা পুলিশের এই অতর্কিত তৎপরতা আর ভিনরাজ্যের পুলিশের সাঁড়াশি চাপের আঁচ পেতে দেরি করেনি অপহরণকারীরাও। বিপদ বুঝে গত শুক্রবার রাতে দুই ব্যবসায়ীকে মাঝরাস্তায় ফেলে দিয়েই চম্পট দেয় তারা। গাড়ির বায়নার এক লক্ষ, নগদ ১৬ হাজার আর প্রাণ বাঁচাতে স্ত্রীর পাঠানো আরও এক লক্ষ; সব মিলিয়ে প্রায় ২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকার বিনিময়ে স্বাধীনতা ফিরলেও, রকি ও রেজ্জাকের চোখে এখন প্রাণ ফিরে পাওয়ার গভীর কৃতজ্ঞতা।

পকেট এখন গড়ের মাঠ হলেও, অক্ষত শরীরে প্রিয়জনের কাছে ফিরে আসার এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা এখন আলিনগর গ্রামের চায়ের আড্ডার প্রধান মুখরোচক খবর। বড়সড় কোনো অঘটন ঘটার আগেই প্রাক্তন পুলিশকর্তার সময়োচিত এই দাওয়াই এবং ওড়িশা পুলিশের সমন্বয় যে দুই প্রাণকে ফিরিয়ে আনল, তা মানছে সীমান্ত লাগোয়া মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক মহলও। খোয়া যাওয়া অর্থ উদ্ধারে এখন আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে পরিবারটি।

সোমনাথ মন্দিরের চূড়ায় কুম্ভাভিষেক প্রধানমন্ত্রীর, অমৃত পর্বে সাজো সাজো রব

সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ‘সোমনাথ অমৃত পর্ব’-এ অংশ নিয়ে বিশেষ মহাপুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ হিসেবে পরিচিত এই পুণ্যতীর্থে তিনি মন্দিরের চূড়ায় ঐতিহ্যবাহী কুম্ভাভিষেক সম্পন্ন করেন। এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে সোমনাথের সুদীর্ঘ ইতিহাসে প্রথমবার দেশের ১১টি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র থেকে আনা জল দিয়ে মন্দিরের চূড়ায় জলাভিষেক করা হয়। পুণ্যসলিলা তীর্থবারি ও মন্ত্রোচ্চারণের পুণ্যলগ্নে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মন্দিরের ধ্বজা উত্তোলন অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেন। এ দিন মন্দিরের ভক্তিপূর্ণ আবহের মাঝেই আকাশের বুকে এক রোমাঞ্চকর দৃশ্যের সাক্ষী হন উপস্থিত দর্শনার্থীরা। ভারতীয় বায়ুসেনার ‘সূর্যকিরণ অ্যারোবেটিক টিম’ সোমনাথের আকাশে তাদের চোখধাঁধানো কসরত প্রদর্শন করে। একইসঙ্গে আকাশপথে কপ্টার থেকে মন্দিরের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করা হয়, যা এই উৎসবের গাম্ভীর্যকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়। পুজার্চনা এবং বায়ুসেনার এই বর্ণময় প্রদর্শনীর পর প্রধানমন্ত্রী মন্দির চত্বরে আয়োজিত একটি বিশেষ প্রদর্শনীও ঘুরে দেখেন। এর আগে, সোমনাথে পৌঁছে হামিরজি গোহিল সার্কেল পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য রোডশোয়ে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। রাস্তার দু’ধারে অপেক্ষারত অগুনতি সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাসের মাঝেই তিনি লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। স্বাধীন ভারতে সর্দার প্যাটেলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই এই সোমনাথ মন্দিরের নবজন্ম ঘটেছিল। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পঁচাত্তর বছর পূর্তিতে আয়োজিত এই অমৃত পর্ব তাই একাধারে যেমন দেশবাসীর অটুট আস্থার উদযাপন, তেমনই এক অবিস্মরণীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি জাতির বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।

‘সিঁদুর’ বর্ষপূর্তিতে ভারতকে হুমকি পাক সেনা সর্বাধিনায়ক

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে যদি কোনও দুঃসাহসিক পদক্ষেপ করা হয়, তাহলে তা নয়াদিল্লির জন্য তা ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনবে। অপারেশন সিঁদুরের বর্ষপূর্তিতে ভারতকে এই ভাষাতেই হুমকি দিলেন পাক সর্বাধিনায়ক আসিম মুনির। সোমবার রাওয়ালপিন্ডিতে জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স-এর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন মুনির। সেখানে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি বলেন, তআমাদের শত্রুদের মনে রাখা উচিত,

ভবিষ্যতে যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনও অপকর্ম চালানোর চেষ্টা করা হয়, তাহলে যুদ্ধের প্রভাব সীমিত থাকবে না, বরং তা হবে অত্যন্ত ব্যাপক, বিপজ্জনক, সুদূরপ্রসারী ও বেদনাদায়ক হবে। বিশেষ করে নয়াদিল্লির জন্য এর পরিণতি ভয়ংকর হবে।দ মুনিরের অভিযোগ, গত বছরের সামরিক সংঘাতের সময় ভারত পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও আকাশসীমা লঙ্ঘন করে আমাদের সংকল্প পরীক্ষা করার একটি ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। তাঁর দাবি, ইসলামাবাদ এর জবাবে ‘পূর্ণ সামরিক শক্তি’ প্রয়োগ করেছে। তাঁর আরও দাবি, দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশের মধ্যে এই সংঘাত নিছক যুদ্ধ ছিল না বরং প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল দু’টি মতাদর্শের মধ্যে সংগ্রাম, যেখানে আল্লার জয় হয়েছিল। মিথ্যার পরাজয় ঘটেছে। প্রসঙ্গত, ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে ২৬ নিরস্ত্রকে হত্যা করে লস্করের ছায়া সংগঠন টিআরএফের চার জঙ্গি। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় কাশ্মীরের স্থানীয় এক জঙ্গি। এই হামলার জবাবে ৭ মে ভোর-রাতে অপারেশন চালায় ভারত। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নয়টি জঙ্গিঘাঁটি। এরপর ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির জনবহুল এলাকা এবং সেনাঘাঁটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় পাকিস্তান। সেই হামলা প্রতিহত করার পাশাপাশি প্রত্যাঘাত করে ভারত। তাতেই তছনছ হয়ে যায় পাকিস্তানের অন্তত ১১টি একধিক বায়ু সেনাঘাঁটি। ভারতীয় সেনার অভিযানে নিহত হয় ১০০ জনের বেশি জঙ্গি ও ৩৫-৪০ জন পাক সেনা। শেষ পর্যন্ত ইসলামাবাদের আর্জিতে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় নয়াদিল্লি।

‘খামেনেই জীবিত, কিন্তুখ’, ইরানের সুপ্রিম লিডারকে নিয়ে বিস্ফোরক নেতানিয়াহু

সাময়িক যুদ্ধবিরতি থাকলেও এখনও সংকটেরও আগুনে পুড়ছে মধ্যপ্রাচ্য। এই পরিস্থিতিতে ইরানের সুপ্রিম লিডার মোজতবা খামেনেইকে নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, তখামেনেইকে এখনও প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। তিনি আহত। তবে তিনি বেঁচে আছেন। তাঁকে গোপন ঘাঁটিতে রেখে তাঁর চিকিৎসা চলছে। তবে তিনি তাঁর পিতার মতো শক্তিশালী নন। তিনি একজন দুর্বল নেতা। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ‘নিউ ইয়র্ক টাইমসে’র একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু প্রথম দিনেই আমেরিকা-ইজরায়েলের যৌথ হামলায় মৃত্যু হয় ইরানের প্রাক্তন সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের।

তাঁর বাসভবনেও আছড়ে পড়ে ক্ষেপণাস্ত্র। সেখানেই ছিলেন তাঁর পুত্র মোজতবা। কিন্তু তিনি কোনও মতে প্রাণে বেঁচে যান। প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে, মোজতবার অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁর একটি পায়ে তিনটি অস্ত্রোপচার হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, একটি কৃত্রিম পায়েরও প্রয়োজন হতে পারে। এখানেই শেষ নয়। মোজতবার একটি হাতেও অস্ত্রোপচার হয়েছে। যদিও সেটি ধীরে ধীরে সেরে উঠছে। তার মুখ এবং ঠোঁট মারাত্মকভাবে পুড়ে গিয়েছে। ফলে সেভাবে কথা বলতে পারছেন না তিনি। প্রতিবেদনটি দাবি করা হয়েছে, তাঁর আরও প্লাস্টিক সার্জারিরও প্রয়োজন হতে পারে। প্রতিবেদনটিতে আরও দাবি করা হয়েছে, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পাজাশকিয়ান,

যিনি একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, এবং সেদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রীও মোজতবার চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত। তবে তাঁদের অবস্থান প্রকাশ্যে চলে আসার ভয়ে এবং হামলার আশঙ্কায় তাঁরা কেউই এখন মোজতবার সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না।

অন্যদিকে, বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালী নিয়েও মুখ খুলেছেন নেতানিয়াহু। তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন, যুদ্ধের জেরে হরমুজে যে এরকম সংকট হতে পারে, তা ইজরায়েল বা আমেরিকা কেউই অনুমান করতে পারেনি।

মাঠে ময়দানে

নয়া জামানা

ম্যাড়মেড়ে ফুটবলে পাঞ্জাবের সঙ্গে ড্র

লিগজয়ের অঙ্কে চাপে ইস্টবেঙ্গল

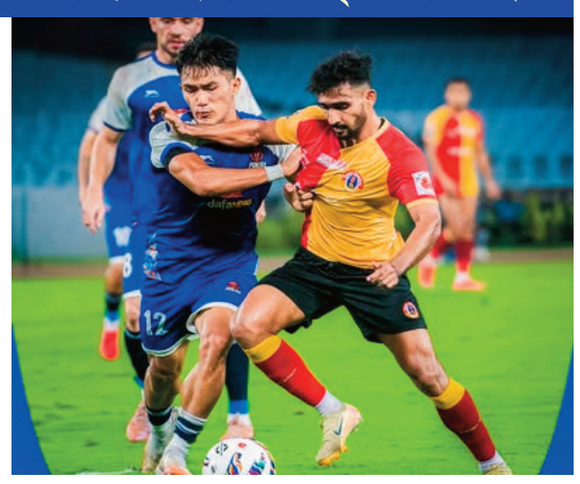

জিতলে লিগজয়ের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে যেত। চারদিকের সমালোচনার যোগ্য উত্তর দেওয়া যেত। জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারত। কিন্তু ঘরের মাঠে পাঞ্জাব এফসি'র বিরুদ্ধে ম্যাড়মেড়ে ফুটবলে গোলশূন্য ড্র করল ইস্টবেঙ্গল। গোটা ম্যাচ জুড়ে সেভাবে সুযোগ তৈরি করতে পারেনি অস্কার ব্রুজোর ছেলেরা। যেটুকু করেছিল, সেটাও পাঞ্জাবের রক্ষণে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরল। শেষমেশ যে লাল-হলুদ বাহিনী একটা পয়েন্ট ঘরে রাখতে পারল, তার সবচেয়ে বড় কারণ প্রভসুখন গিলের হাত। যুবভারতীতে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে অস্কার যে দল সাজালেন, তাতে সৌভিক চক্রবর্তী কেন ছিলেন, সেই প্রশ্ন তোলাই যায়। আবার ১৫ মিনিটে হলুদ কার্ড দেখার কিছুক্ষণ পর তাঁকে তুলেও নিলেন অস্কার। মাঝমাঠ ছন্নছাড়া, হলুদ কার্ড দেখা ছাড়া সেভাবে বিশেষ কিছুই করতে পারলেন না মহম্মদ রশিদ, মিগুয়েল ফিগুয়েরারা। গোলমুখী শটেও এগিয়ে পাঞ্জাব। না মাঝমাঠে সুযোগ তৈরি হল, না গোলের কাছাকাছি পৌঁছতে পারলেন ইউসেফ এজ্জেজারিরা। রক্ষণে আনোয়ার, কেভিন সিবিল্লেরা ভরসা দিলেন। একাধিকবার দলের পতন রোধ করেন গোলকিপার প্রভসুখন গিল। কিন্তু বারবার দানি রামিরেজরা আটকে দিলেন লাল-হলুদ আক্রমণকে।প্রথমার্ধে সেভাবে সুযোগ তৈরি করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। একবার শুধু পেনাল্টির আবেদন করেছিলেন মিগুয়েল। সেটাও বাতিল হয়ে যায়। বরং পাঞ্জাবের দানির শট বারে লেগে ফেরে। ৫৩ মিনিটে লুংডিমের কার্লার শরীর ছুড়ে বাঁচান গিল। শুধু তাই নয়, বাঁদিকে বিষ্ণুকে বোতল বন্দি করে রেখে ছিলেন তিনি। অস্কার সেই পরিবর্তনটা করলেন ৭৮ মিনিটে। কিন্তু ততক্ষণে ৬-৭ জন নামিয়ে এনে রক্ষণ জমাট করে ফেলেছিল পাঞ্জাব। ইস্টবেঙ্গলের মিগুয়েলের শট বারে লেগে ফেরে। শেষ ১০ মিনিটে চাপ বজায় রেখেছিল, তবে গোলের মুখ খোলেনি। এজ্জেজারির বদলে নামেন অ্যান্টন সোয়বার্গ। তাতেও ছবিটা একই থাকে। একেবারে ৯০ মিনিটে প্রায় মাঝমাঠ থেকে দূরপাল্লার শট মারেন রশিদ। বারে লেগে তা ফিরে আসে। কিন্তু মিগুয়েল দৌড়ে গিয়েও নাগাল পাননি। শেষ পর্যন্ত গোলশূন্য ড্রয়ে এক পয়েন্টই সম্বল ইস্টবেঙ্গলের। এই মুহূর্তে অস্কারের দলের পয়েন্ট ১১ ম্যাচে ২২। এখনও লিগ শীর্ষে আছে তারা। তবে ১০ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা মোহনবাগান মঙ্গলবার ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে নামবে। তারপরের ম্যাচ ডার্বি। ইন্টার কাশীকে হারাতে পারলে ডার্বিতে কিছুটা এগিয়ে থেকেই নামবে সবুজ-মেরুন বাহিনী। সেই সুযোগ ইস্টবেঙ্গলের কাছেও ছিল। কিন্তু লিগের শেষ দৌড়ে এসে পয়েন্ট নষ্ট করলেন মিগুয়েলেরা।

কোহলিকে বদনামের প্রস্তাব ছিল

মোটা অঙ্কের টাকাও পেতেন বিরাটের 'পছন্দের' জার্মান সুন্দরী

বিরাট কোহলির একটা লাইক। তাতেই রাতারাতি প্রচারের আলোয় চলে আসেন জার্মান সুন্দরী লিজলাজ ওরফে জেনিফার। গোটা বিষয়টি নিয়ে ফের মুখ খুলেছেন জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার। তাঁর বক্তব্য, কোহলির নামে মিথ্যা কথা বলার জন্য তাঁকে টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। একের পর এক ফোনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। গত এপ্রিলে আচমকা বিতর্ক বাঁধে কোহলির এক 'কীর্তিতে'। নেটদুনিয়ায় হু হু করে ছড়িয়ে পড়ে একটি স্ক্রিনশট। সেখানে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকান-জার্মান সুন্দরী লিজলাজের একটি ছবিতে ৩৭ হাজারেরও বেশি মানুষ লাইক করেছেন। সেই লাইকের ভিড়ে জ্বলজ্বল করছে বিরাটের নামও। পরে অবশ্য লিজলাজের ছবি থেকে লাইকটি সরিয়ে নিয়েছেন তিনি। কিন্তু ততক্ষণে হইচই শুরু যায়।এবার সেই ঘটনা নিয়ে বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি লিজল্যাজের। তাঁর দাবি, তআমার উপর অনেকে চাপ সৃষ্টি করছিল। কয়েকজন সাংবাদিক তো আমাকে কোহলিকে নিয়ে খারাপ কথা বলার ও মিথ্যা অভিযোগ তোলার জন্য টাকার প্রস্তাবও দিয়েছিল। আমাকে এমন কথা বলতে বলেছিল, যা কোহলি কখনই করেননি। কিন্তু আমি কেন এরকম কাজ করব? আমি তো নিজেই কোহলির ভক্ত।

তাহলে টাকার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে খারাপ কথা কেন বলব ?দকোহলির 'লাইক' পেয়ে খুশিই হয়েছিলেন জেনিফার। তিনি বলছেন, তআমি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। এমন কিছু ঘটবে কখনও আশা করিনি। আমি বিভিন্ন ম্যাগাজিন থেকে অনেক ফোন পেতাম।দ লিজলাজ ভারতীয় নেটিজেনদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। ভারতীয় জনতার মন জয় করতে হিন্দিও শিখেছেন লিজলাজ। বেশ কয়েকটি শহরে গিয়ে তিনি ভ্লগ বানিয়েছেন, হিন্দিতে কথা বলেছেন।

শাড়ি-লেহঙ্গার মতো ভারতীয় পোশাক পরে ফটোশুট করতেও দেখা গিয়েছে লিজলাজ ওরফে জেনিফারকে। উল্লেখ্য, গতবছর অভনীত কৌর নামে এক সুন্দরীর ছবিতে লাভ দিয়েছিলেন বিরাট। সেই নিয়েও বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল।

মোহনবাগান ম্যাচের আগে ইস্তফা ইন্টার কাশীর কোচ হাবাসের

শনিবার এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচ ড্র করে চাপ বেড়েছে মোহনবাগানের। বিশেষ করে যখন সমসংখ্যক ম্যাচে সমান পয়েন্ট পেয়ে চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল রয়েছে লিগ টেবিলের শীর্ষে। মোহনবাগান রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। ঠিক এমন পরিস্থিতিতেও দল চাপে রয়েছে মানছেন না মোহনবাগান কোচ সার্জিও লোবেরা। বরং লিগের নিয়ন্ত্রণ এখনও তাঁদের হাতেই রয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। আপাতত চাপ না নিয়ে শুভাশিস বোসদের নির্দেশ দিয়েছেন সবকিছু ভুলে পরের ম্যাচের দিকে মনোনিবেশ করতে। এদিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগেই ইস্তফা দিলেন ইন্টার কাশীর কোচ আন্তোনিও হাবাস।পরের ম্যাচে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ ইন্টার কাশী। আগামী দশদিন মোহনবাগানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সবুজ-মেরুন কোচ। মঙ্গলবার হাবাসের দলের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলতে হবে জেমি ম্যাকলারেনদের। শনিবার ম্যাচ ড্র করার পর লোবেরা বলেন, তআমাদের পরবর্তী লক্ষ্য ঘরের মাঠে ইন্টার কাশী ম্যাচ জেতা। আপাতত সেদিকেই মনোনিবেশ করতে হবে। সবকিছু এখনও পর্যন্ত আমাদের হাতেই রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে হয়তো উন্নতি করতে হবে। তবে পুরো বিষয়টি আমাদের উপরই নির্ভর করছে। এই পরিস্থিতি গুলো থেকে আমাদের শিখতে হবে। আগামী দশদিনের মধ্যে ট্রফি জিততে পারি।দশনিবারের ম্যাচের ফল কাঙ্খিত না হলেও এমন পরিস্থিতি থেকে এতটুকু হতাশ নন তিনি। যদিও তিনি মনে করছেন দ্বিতীয়ার্ধে আরও গোল করতে পারতেন ম্যাকলারেনরা। আগামী ম্যাচগুলোতে এই ভুল শুধরে মাঠে নামতে হবে বলে জানান মোহনবাগান কোচ। এই মুহূর্তে হাবাসের ইন্টার কাশী খুব একটা ভালো জায়গায় নেই। দশ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের নবম স্থানে রয়েছে। সেখানে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা মোহনবাগানের সংগ্রহ ১০ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট।অন্যদিকে রবিবার গভীর রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন ইন্টার কাশীর কোচ। নিজের পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করে হাবাস লিখেছেন, তপ্রতিশ্রুতি রক্ষার মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত সেই প্রতিশ্রুতি যখন পালন না হয়, তখন বিশ্বাসটাই হারিয়ে যায়। আমরা একসঙ্গে আই লিগ জয়, আইএসএলে উঠে এসেছিলাম। একইসঙ্গে ভারতীয় ফুটবলের শীর্ষস্তরে থাকাটাও নিশ্চিত করেছি। আমার যাত্রা শেষ। আমি আন্তরিকভাবে দলের প্রতিটি ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফ এবং কর্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাইকে আগামী দিনের শুভচ্ছা।দ উল্লেখ্য, কিছুদিন ধরেই ইন্টার কাশীতে আর্থিক সমস্যা চলছিল। তা নিয়ে মুখ খোলেন হাবাস। তারপর কিছুদিন চুপ থাকার পর এদিন পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। ইন্টার কাশীর পক্ষ থেকে অবশ্য এখনও সরকারিভাবে হাবাসের সরে যাওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়নি।

৫ ওভার বল করুক ভুবি-নারিনরা

এক শর্তে আইপিএলে বোলারদের নিয়ম বদলের আর্জি গাভাসকরের

আইপিএল মূলত ব্যাটারদের খেলা! চার-ছক্কার মধ্যে হারিয়ে যায় বোলারদের কৃতিত্ব। তার মধ্যেও ভুবনেশ্বর কুমার, জশপ্রীত বুমরাহ, সুনীল নারিনরা উজ্জ্বল। এবার তাঁদের জন্য নতুন নিয়মের প্রস্তাব নিয়ে হাজির সুনীল গাভাসকর ((ভ্তহ্তঝখডখন্দ্ধখন)। ব্যাটাররা যদি সর্বোচ্চ ২০ ওভার ব্যাট করতে পারেন, তাহলে বোলাররা নির্ধারিত ৪ ওভারের থেকে বেশি বল করতে পারবেন না? প্রশ্ন তুলে এক বিশেষ শর্ত রাখছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার।এখন অনায়াসে ২০০-র উপর রান উঠে যাচ্ছে। ব্যাটিং সর্বস্ব পিচ বানাচ্ছেন কিউরেটররা, ছোট করে দেওয়া হয়েছে মাঠের গণ্ডি। তবে গাভাসকরের মত, পিচে ব্যাটার-বোলার উভয়পক্ষ সুবিধা পেলেই ম্যাচ আরও টানটান হয়। বিশেষ করে পেসারের সুবিধার জন্য পিচ করার পক্ষে রায় দিচ্ছেন গাভাসকর।তাঁর সঙ্গে তিনি বলেন, তআমার মনে হয়, একজন বোলারকে চার ওভার বল করানোর বিষয়টি এবার খতিয়ে দেখা উচিত। যদি একজন ব্যাটার পুরো ২০ ওভার ব্যাট করতে পারেন, তাহলে বোলাররা কেন নয়? একজন বোলার চার ওভারে তিন উইকেট পেলে পুরস্কার হিসেবে একটি বেশি ওভার বল করার অনুমতি কেন দেওয়া হবে না? তাহলে দলগুলো আর রান বাঁচানোর চেষ্টা না করে উইকেট তুলতে চাইবে। কিংবা ভাবতেই পারেন যে তিনজন বোলার তিনটি করে উইকেট তুললেন, তাহলে প্রত্যেকে একটি করে অতিরিক্ত ওভার পাবেন। এরকম হলে বোলাররাও লড়াইয়ের জায়গা পাবে।দ উল্লেখ্য, রবিবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল। সেখানে আরসিবি'র ভুবনেশ্বর কুমার ও মুম্বইয়ের করবিন বশ ৪টি করে উইকেট পান। শেষ ওভারে বেঙ্গালুরুর জিততে ১৫ রান দরকার ছিল। কিন্তু তরুণ পেসার রাজ অঙ্গদ বাওয়া ম্যাচ জেতাতে পারেননি। গাভাসকরের প্রস্তাব অনুযায়ী, শেষ ওভারে করবিন বশ পঞ্চম ওভারটি করলে ফল অন্যরকম হতে পারত।

ফুটবল বিশ্বকাপ খেলতে রাজি ইরান

তবে একগুচ্ছ শর্ত বেঁধে দিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি

জটিলতা কাটতে না কাটতেই আসন্ন বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের ব্যাপারে শর্ত রাখল ইরান ফুটবল ফেডারেশন। তারা রবিবার জানিয়েছে, ইরান অবশ্যই ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবে।

কিন্তু তাদের ফুটবলার, সকল সদস্য এবং কর্মকর্তাদের যথাযোগ্য সম্মান দিতে হবে। এছাড়াও তারা আরও বেশ কিছু শর্ত সামনে রেখেছে।

শর্তগুলির মধ্যে অন্যতম হল, ইরানের সামরিক বাহিনীর শাখা ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)-এর যে সমস্ত সদস্য ইরানের জাতীয় ফুটবল দলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন, তাঁদের ভিসা মঞ্জুর করতে হবে। ইরানের ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট মেহদি তাজ বলেছেন, "জাতীয় দলের প্রতিটি ফুটবলার, টেকনিক্যাল স্টাফ, বিশেষ করে যাঁরা আইআরজিসির সদস্য, তাঁদের ভিসা নিশ্চিত করতে হবে। কোনওরকম সমস্যার মধ্যে যেন তাঁরা না পড়েন। একইসঙ্গে তাঁদের সঙ্গে ব্যবহারও মধুর করতে হবে।"ইরানের এই শর্তের পিছনে রয়েছে কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা। গত মাসে কানাডায় ফিফা কংগ্রেসে ইরানের ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাঁর সঙ্গে আইআরজিসির সম্পর্ক রয়েছে, এই অভিযোগে তাঁকে ভিসা দেওয়া হয়নি।

কানাডা কিছুদিন আগেই আইআরজিসি-কে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফলে মেহদি তাজের সম্পর্কের কথা জানার পরই তাঁকে ভিসা দিতে বেঁকে বসে কানাডা।

এমনিতে, ইরানের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযানে মধ্যপ্রাচ্যে এখন যুদ্ধ পরিস্থিতি। এই অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে শুরুতে ইরানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছিল। অবশেষে কয়েকদিন আগে ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো বলেছেন, ইরান বিশ্বকাপে খেলবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে শুরুতে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন।

কিন্তু তিনিও শেষপর্যন্ত ইরানকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে এখনও ইরানের নাগরিকদের মার্কিন ভিসা পাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

তাজ আরও জানিয়েছেন যে, ইরানের জাতীয় দলের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। সপ্তাহ দু'য়েক আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ মন্ত্রী মার্কো রুবিও জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইরানের ফুটবলারদের স্বাগত।

কিন্তু আইআরজিসির সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভিসা দেওয়া হবে কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। এই বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর মেহদি তাজ বলেছেন, "আমাদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়েই বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে চাই আমরা।"

ফেডারেশনের 'চক্রান্তে'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রতিযোগিতায় নামতে হাজির ভিনেশ

যুদ্ধ থামাবেন না। তা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ভিনেশ ফোগাট। আর সেই যুদ্ধ জারি রাখতে গোন্ডায় হাজির ভারতীয় কুস্তিগির। ফেডারেশন থেকে ভিনেশের কামব্যাকে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গোন্ডায় জাতীয় ওপেন র‌্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে নামা সম্ভব নয়। তবু ভিনেশ জোরগলায় দাবি করছেন, তিনি যে কোনও অপরাধ করেননি, তা প্রমাণ করে দেবেন। এবং ওই প্রতিযোগিতায় নামা থেকে আটকে দেওয়া ফেডারেশনের অন্যায়। উত্তরপ্রদেশের গোন্ডার টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েই প্যারিস অলিম্পিকের পর ম্যাটে ফেরার স্বপ্ন দেখছিলেন ভিনেশ। তবে জাতীয় কুস্তি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ভিনেশকে ১৫ পাতার একটি নোটিস পাঠানো হয়েছে। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গ, ডোপ-বিরোধী নিয়ম লঙ্ঘন এবং ভারতীয় কুস্তির ভাবমূর্তি নষ্ট করার অভিযোগ আনা হয়েছে। পাশাপাশি জানানো হয়েছে, ২০২৬ সালের ২৬ জুন পর্যন্ত তিনি দেশের কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না।গোন্ডা ব্রিজভূষণ সিংয়ের 'এলাকা'। আর কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি পদে রয়েছেন ব্রিজভূষণের ছায়াসঙ্গী হিসাবে পরিচিত সঞ্জয় সিং। ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ এনেছেন ভিনেশ। তারপরই নিষেধাজ্ঞা। ভিনেশ অভিযোগ করেছিলেন, ফেডারেশন ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর প্রত্যাবর্তনের পথ আটকে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও গোন্ডায় নামতে প্রস্তুত ভিনেশ। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে গোন্ডায় চলেও এসেছেন। সেই সঙ্গে ফেডারেশনের চিঠির উত্তর দিয়ে জানিয়েছেন, বিশ্ব ডোপবিরোধী সংস্থার নিয়ম অবসর নেওয়া ক্রীড়াবিদের জন্য প্রযোজ্য নয়। গত বছরের জুন মাসেই ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিংকে প্রত্যাবর্তনের কথা জানিয়েছিলেন। তাই গোন্ডার প্রতিযোগিতায় নামার সব শর্ত তিনি পালন করেছেন। তাঁর আরও বক্তব্য, ফেডারেশন যে 'হোয়্যারঅ্যাবাউটস' নিয়মে গাফিলতির কথা বলেছেন, তা ডোপিং-বিরোধী নিয়মের লঙ্ঘন নয়। তাই ফেডারেশন তাঁর কামব্যাকের দিন নিয়ে মিথ্যা রটাচ্ছে। ২০২৬-র ১ জানুয়ারি থেকে তিনি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্য। মঙ্গলবারই এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ফেডারেশনের দাবি, অবসর ভেঙে ফের প্রতিযোগিতায় ফিরতে হলে ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিংয়ের অ্যান্টি-ডোপিং নিয়ম অনুযায়ী ছ'মাস আগে নোটিস দেওয়া বাধ্যতামূলক। সেই নিয়ম মানেননি ভিনেশ। নোটিসে আরও বলা হয়, প্যারিস অলিম্পিকে ওজনজনিত কারণে অযোগ্য ঘোষিত হওয়া, অ্যান্টি-ডোপিং সংক্রান্ত 'হোয়্যারঅ্যাবাউটস' নিয়মে গাফিলতি ইত্যাদি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে জাতীয় দল বাছাইয়ের ট্রায়াল আয়োজন করেছিল সেই সময় ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন নিযুক্ত অ্যাড-হক কমিটি। ওই ট্রায়ালে দু'টি পৃথক ওজন বিভাগের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন ভিনেশ ফোগাট। এই বিষয়টিকেও নিয়মভঙ্গের আওতায় এনে তাঁর কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। ভিনেশ জানিয়েছেন, ১৪ মে'র মধ্যে এর পূর্ণ ব্যাখ্যা দেবেন।

ফের আইসিসি ওয়ানডে র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে টিম ইন্ডিয়া

সদ্য প্রকাশিত আইসিসি বার্ষিক র‌্যাঙ্কিংয়ে টিম ইন্ডিয়া। গত একবছরে ওয়ানডেতে প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি গৌতম গম্ভীরের দল। তবু ১১৮ রেটিং নিয়ে শীর্ষে আছে ভারত। রোহিত শর্মার নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া যে সাফল্যের শিখরে ছিল, সেটারই ফলভোগ করছেন শুভমান গিলরা। এরপর আছে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া। পতন ঘটেছে পাকিস্তানের। মে ২০২৫ থেকে ২০২৬-র মে পর্যন্ত সময়ের মাপকাঠিতে রেটিং বিচার করা হয়। এই সময়ের মধ্যে ভারত তিনটি সিরিজ খেলেছে। অস্ট্রেলিয়ারবিরুদ্ধে ১-২ ব্যবধানে ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১-২ ব্যবধানে হেরেছে। শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল। ঘটনাচক্রে সেই সিরিজের নেতৃত্বে শুভমান গিল ছিলেন না। সেখানে অধিনায়ক ছিলেনকেএলরাহুল।আসলে রেটিং তৈরিরজন্য গত এক বছরের ফলাফলকে ১০০ শতাংশ গুরুত্ব দেওয়া হয়। তার আগের দু'বছরের ৫০ শতাংশ গুরুত্ব দেওয়া হয়। গত এক বছরে ওয়ানডেতে ভারতের সাফল্য নেই। কিন্তু তার আগের দু'বছরভারতওয়ানডেতে সাফল্যের শিখরেছিল। বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল। অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল। রোহিত জমানার সেই সাফল্যের ৫০ শতাংশের সৌজন্যে ভারত এখনও শীর্ষে। টিম ইন্ডিয়ার পয়েন্ট ১১৮। এরপর নিউজিল্যান্ড (১১৩) ও অস্ট্রেলিয়া (১০৯)। একধাপ নেমে পাকিস্তান আছে পঞ্চম স্থানে। তবে এখনও চাপে বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দুই দলই প্রথম আটের বাইরে।২০২৭-রসরাসরি বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে প্রথম আটের মধ্যে থাকতে হবে।

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে পুরনো দলকে মধ্যমা প্রদর্শন

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। লিগ শীর্ষে উঠে এসেছে আরসিবি। প্লেঅফের দিকে এক পা বাড়িয়ে রেখেছেন বিরাট কোহলিরা। আর সেই ম্যাচেই মহা বিতর্ক। ডাগআউটে আরসিবি তারকা টিম ডেভিডকে দেখা গেল মধ্যমা দেখাতে। যা কুৎসিত ইঙ্গিত বলেই মনে করা হয়।রায়পুরে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে জিততে আরসিবি'র প্রয়োজন ছিল ১৫ রান। ২৩ বছর বয়সি রাজ বাওয়ার হাতে দায়িত্ব তুলে দেন সূর্য। ওয়াইড, নো বল, রোমারিও শেফার্ডের উইকেট- কী ছিল না এই ওভারে! ভুবনেশ্বর কুমারের ছক্কার পরও শেষ বলে দরকার ছিল ২ রান। আর সেখানে রান আউট হতে হতেও বেঁচে গিয়ে ২ রান সম্পূর্ণ করেন রশিখ সালাম। ২ উইকেটে ম্যাচও জেতে আরসিবি।টানটান ম্যাচে আবেগের বিস্ফোরণ হবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেন টিম ডেভিড। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিওয় দেখা যায়, অজি তারকা মধ্যমা দেখাচ্ছেন। যদিও ঠিক কখন তিনি এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন, তা স্পষ্ট নয়। মনে করা হচ্ছে ভুবনেশ্বর ছক্কা হাঁকানোর পর নিজের পুরনো দলের উদ্দেশে এই অশালীন আচরণটি তিনি করেন। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে শূন্য রানে আউট হন। অনেকের বক্তব্য, এই আচরণের জন্য টিমের শাস্তি হওয়া উচিত।উল্লেখ্য, ম্যাচ চলাকালীন আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে চতুর্থ আম্পায়ারের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন আরসিবি'র হেডকোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার। তাঁকে জরিমানা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আইপিএলের আচরণবিধির ২.৩ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে তাঁর ম্যাচ ফি-র ১৫ শতাংশ কেটে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল। অভিযোগ, ম্যাচ চলাকালীন তিনি অশালীন ভাষা প্রয়োগ করেন এবং চতুর্থ আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু করেন।

তাহাদের কথা

নয়া জামানা

গিরিজা দেবীর কণ্ঠে বেনারসের সুর মিশে গিয়েছিল বাঙালির হৃদয়ে

অ্যায়সি হোলি না খেলো কানহাই রে
ভরি পিচকারি মোরে মুখ পর মারো
ভিজ গয়ি সারি সারি রে
অ্যায়সি হোলি না খেলোখ

টালিগঞ্জ যে কেবল স্টুডিওপাড়া হিসেবে খ্যাত তা কিন্তু নয়। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও শুরু হবার আগে পুরোনো ট্রামডিপো থেকে এগিয়ে ডানহাতে সংগীত রিসার্চ আকাদেমি তার বিরাট ক্ষেত্র, গাছগাছালি আর সবুজ মাঠ নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে। ফি-বছর সংগীত সম্মেলনের রেশ প্রতিটি টালিগঞ্জবাসীর গায়ে লেগে থাকে। আরেকটি জায়গা, এই টালিগঞ্জেরই, যা কিছু বছর আগে অবধি ছিল কিন্তু এখন ভেঙে একটি বড়ো অ্যাপার্টমেন্ট হয়ে গেছে, তা হল গিরিজা দেবী (ব্লদ্দখ ঙ্গত্রঞ্জ ড্ড)-র শ্বেতপাথরের সুবৃহৎ অট্টালিকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা। তথাকথিত জমিদারবাড়ি যাঁরা কখনও দেখেননি, গিরিজা দেবীর সে-বাড়ি দেখলে তাঁদের আশাপূরণ হতে পারত। কিন্তু ওই বাড়িটা বড়ো কথা নয়। প্রধান হল, ওই বাড়ি থেকে ভেসে আসা সুর। টালিগঞ্জ আইটিআই-এর পাশের গলিতে সেই বাড়ির পাশ দিয়ে আশি-নব্বই এমনকি শূন্য দশকের প্রথম দিকে যাঁরাই যাতায়াত করেছেন তাঁদের কানে এসেছে কখনও গিরিজা দেবীর কণ্ঠস্বর, কখনও উনি যাঁদের গান শেখাতেন তাদের সুরধ্বনি।

এলাকা জুড়ে এক অপূর্ব সুরেলা আবহের সৃষ্টি হত। কত বাঙালি মেয়ে তাঁর কাছে শিখে শিল্পী হয়ে উঠেছে তার হিসেব নেই। বহুজন পরে নাম করেছে। কেউ কেউ রেডিওর নিয়মিত শিল্পী হিসেবে ডাক পেয়েছে।১৯৩৯ সালে জব্বলপুরে কংগ্রেসের এক সম্মেলনে মাত্র দশ বছর বয়সে গিরিজার প্রথম সুযোগ হয় সংগীত পরিবেশনের। সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী। এর পাশাপাশি একটি চলচ্চিত্রে ছোট্ট গিরিজা এক অচ্ছুত মেয়ের চরিত্রে অভিনয়ও করে। ছবির নাম ছিল 'য়াদ রাহে'। এখন অনেকে জানলে অবাক হবেন যে স্বাধীনতার পর অল ইন্ডিয়া রেডিও (আকাশবাণী)-তে গান গাইতে হলে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে মহিলাদের বিবাহের শংসাপত্র বাধ্যতামূলক ছিল! রসুলানবাঈ, সিদ্ধেশ্বরীদেবী, হীরাবাঈ বারোদেকর, কেশরবাঈ কেরকর, মগুবাঈ কুর্দিকর এমনকি বেগম আখতার পর্যন্ত কারও জন্য এ-নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি। কিন্তু কেন ছিল এই নিয়ম? তওয়াইফরা ভারতে এক সময় ছিলেন গীত-সংগীত-নৃত্যের ধারক ও বাহক। ব্রিটিশরা সেই সংস্কৃতি খর্ব করার জন্য তওয়াইফদের সমস্ত সাংস্কৃতিক পরিচয়কে নিশ্চিহ্ন করে তাঁদের সাধারণ যৌনকর্মী আখ্যা দিয়েছিল। তারপর থেকে সংগীতের সাধনা করা ভারতীয় নারীদের ঠিক 'ভদ্রঘরের মেয়ে' বলে বিবেচনা করা হত না! গান গাইতে গেলে 'বিবাহিত' হতে হত! সেদিক থেকে গিরিজা দেবীকে এমন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে কখনও যেতে হয়নি, কারণ তিনি একে উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ে এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের বধূ ছিলেন। গিরিজা দেবীর সংগ্রামের জায়গাটা ছিল অন্য।১৯২৯ সালের ৮ মে উত্তর ভারতের এক গ্রামে ভূমিহার জমিদার রামদেও রাই-এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গিরিজা। বাবা নিজেই সংগীতের অনুরাগী বলে তিন কন্যার কনিষ্ঠ গিরিজা খুব ছোটোবেলা থেকে পণ্ডিত সরযূ প্রসাদ মিশ্রের কাছে তালিম নিতে শুরু করেন। রামদেও রাই ততদিনে বারাণসীতে পরিবারসহ থিতু হয়েছেন। সরযূ প্রসাদ থাকতেন তৎকালীন বারাণসীর কবীর-চওরাহ-তে। সেই সময় বহু নামকরা সংগীত শিল্পী ওই জায়গার আশেপাশে বাস করতেন। শিশু গিরিজা যেন এক অপূর্ব সাঙ্গীতিক পরিবেশে লালিত হচ্ছিলেন। খেয়াল, ঠুমরির পাশাপাশি টপ্পা গানেও তাঁর শিক্ষা চলছিল। কিন্তু পণ্ডিত সরযূ প্রসাদ মিশ্র বেশিদিন বাঁচেননি। গুরুর প্রয়াণে গিরিজা ভেঙে পড়েছিলেন। কিন্তু আরেকজন সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীচন্দ মিশ্র গিরিজাকে আশার আলো দেখান। গিরিজাকে তিনি শিষ্যা হিসেবে গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৩৯ সালে জব্বলপুরে কংগ্রেসের এক সম্মেলনে মাত্র দশ বছর বয়সে গিরিজার প্রথম সুযোগ হয় সংগীত পরিবেশনের। সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী। এর পাশাপাশি একটি চলচ্চিত্রে ছোট্ট গিরিজা এক অচ্ছুত মেয়ের চরিত্রে অভিনয়ও করে। ছবির নাম ছিল 'য়াদ রাহে'।পনেরোয় পড়তে না পড়তেই গিরিজা দেবীর বিয়ে হয়ে যায়। এবং বছর ঘুরতে কোল আলো করে আসে একমাত্র কন্যা সুধা। এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন গিরিজা দেবীর সংগীতের কেরিয়ার কিন্তু প্রাণ পেয়েছিল বিবাহের পরে। তাঁর স্বামী মধুসূদন জৈন ব্যবসায়ী হলেও গানবাজনার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ভারতে হিন্দু পরিবারে 'ঘরের বউ'কে মধুসূদন নির্দ্বিধায় বারাণসী থেকে দূরে সারানাথে বাড়ি ভাড়া করে রাখছেন কেবল স্ত্রীর সংগীতচর্চার জন্য তাও আবার মেয়েকে ছেড়ে, এমন জিনিস তখন ভাবা ছিল অসম্ভব। অনেক সময় পুরুষ শিল্পীদের কেরিয়ার পর্যালোচনায় আমরা তাঁদের স্ত্রী ও সঙ্গীর আত্মত্যাগ নিয়ে আলোচনা করে থাকি কিন্তু নারী শিল্পীদের উত্থানে তাঁদের স্বামীদের অবদানগুলি ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

মধুসূদন প্রতিদিন গিরিজার গুরুকে নিয়ে সারনাথ যেতেন। সুধাকে দেখভাল করতেন গিরিজার মা। গিরিজার সংগীতশিক্ষা বিফলে যায়নি। সংসার তাঁকে পরাধীনও করেনি। তাঁর প্রথম 'ব্রেক' বলা যায় এলাহাবাদ রেডিও স্টেশনে ১৯৪৯ সালে। গিরিজা দেবী তখন সদ্য কুড়ি। তারপর ১৯৫২ সালে আকাশবাণী সংগীত সম্মেলন থেকে তাঁর ভারতজোড়া খ্যাতির শুরু।কিন্তু প্রথমে যে বলেছিলাম গিরিজা দেবীর সংগ্রামের জায়গাটা অন্য, সেটা হল গিরিজা দেবীর মা তাঁকে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন যে তিনি কখনও প্রাইভেট ফাংশন-এ গাইতে পারবেন না। অর্থাৎ কোনও ধনী ব্যক্তির গানের বায়না থেকে তাঁকে দূরে থাকতে হবে। অথচ সে সময় সংগীতের চর্চা কিন্তু অনেকাংশে ধনী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় হত। গিরিজা কেরিয়ারের প্রথম থেকেই তা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এ-ও এক ধরনের গোঁড়ামি। বিবাহের শংসাপত্র তাঁকে জোগাড় করতে হয়নি ঠিকই কিন্তু ওই যে 'ভদ্রঘরের মেয়েদের' গান গাওয়া নিয়ে কুসংস্কার, সেই প্রকোপ থেকে মুক্তও হতে পারেননি। শিল্পী নয়, তাঁকে পরিবারের মানুষেরা মূলত 'নারী' হিসেবেই প্রাথমিক ভাবে দেখেছিল।কিন্তু গানের পথে গিরিজা দেবীর কোনওকিছুই বাধা হতে পারেনি।

এর প্রথম কারণ তাঁর কণ্ঠস্বর। গিরিজা দেবী সেই বিরল শিল্পীদের একজন যাঁদের কণ্ঠস্বর যন্ত্র থেকে আলাদা করা যায় না। ওঁর প্রথম দিককার 'হোরি রং ডারুঙ্গি ম্যায় নন্দ কে লালন পে' দূর থেকে শুনুন, কিংবা 'কাজরি বরসন লাগি বদরিয়া', সানাই বাজছে নাকি কেউ গাইছে বুঝতে পারবেন না। একেকটা মুরকি, তান, পুকার মনে হচ্ছে যেন তারসংগীতের নানা চড়াই-উৎরাই। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি গানের ভাব। তাঁর একেকটি ঠুমরি, দাদরা, কাজরি, হোরি- সাঙ্গীতিক দিক থেকে নিখুঁত হবার পাশাপাশি ভাবের ঘরেও পরিপূর্ণ থাকত। তবে তাঁর গানে এই পরিবর্তন আসে ১৯৭৫ সালে মধুসূদন জৈন-এর মৃত্যুর পর। স্বামী বিয়োগে একটি বছর গিরিজা দেবী কোনও প্রোগ্রাম করেননি। কোথাও মুখ দেখাননি। কেবল সংগীতের নীরব চর্চা করে গেছেন। তারপর বহু গুণী মানুষের অনুরোধে, পরিবারের সাহচর্যে তিনি গানে ফিরেছেন। এই নতুন গিরিজা দেবী সম্পূর্ণ আলাদা। শুভ্র বেশ (এবং কিছু বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ শুভ্র কেশ), দু-একটা সাদা গয়না এবং তাঁর গানের বোলে তথাকথিত প্রেমরসের অনুপস্থিতি। তাঁর ওই বিশিষ্ট রঙের চোখ দুটি সে সময় সিক্ত থাকত। এরপর গিরিজা দেবী যা গেয়েছেন তার মধ্যে কেবল ভগবতভক্তি টইটুম্বুর হয়ে থেকেছে।

আধ্যাত্মিকতা তাঁর সংগীতের প্রাণভোমরা হয়েছে।গিরিজা দেবীর মা তাঁকে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন যে তিনি কখনও প্রাইভেট ফাংশন-এ গাইতে পারবেন না। অর্থাৎ কোনও ধনী ব্যক্তির গানের বায়না থেকে তাঁকে দূরে থাকতে হবে। গিরিজা কেরিয়ারের প্রথম থেকেই তা থেকে বঞ্চিত ছিলেন।এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, গিরিজা দেবীকে অনেকেই কেবল তথাকথিত সেমি-ক্লাসিকাল শিল্পী বলে অভিহিত করতে চান। তা খুব অস্বাভাবিক নয় কারণ পূরব-অঙ্গের যে ঠুমরি ও অন্যান্য গানের ঐতিহ্য তা তো গিরিজা দেবীর একক প্রয়াসেই বলতে গেলে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সেই প্রকরণের গায়কি তাঁর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে বিশাল ভাবে। কিন্তু তার মানে আবার এমন নয় যে খেয়াল গানে তাঁর বিন্দুমাত্র কম দক্ষতা ছিল। গিরিজা দেবীর শেষ জীবনের একেবারে শেষের এক সম্মেলনে এই নিবন্ধকার তাঁর রাগ দুর্গার ওপর খেয়াল গান শুনেছিল। বাইপাস সার্জারির পরেও ওই রকম খেয়াল পরিবেশনা এবং তানকারি মুখের কথা ছিল না। আর সুর? মধ্যে মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধা ছিল কিন্তু একটি স্বরও সেদিন এদিক-ওদিক হয়নি। তাছাড়া, অনেকেই তাঁর নামের সঙ্গে 'বাবুল মোরা নইহার ছুটহি যায়ে' ঠুমরিটিকে সমার্থক করে দেন কিন্তু এর পাশাপাশি বহু ঠুমরি আছে যেগুলিতে তিনি অপ্রতিরোধ্য। যেমন, কাফি রাগে 'ইতনি আরজ মোরি মান'। কিংবা মিশ্র ভৈরবীর 'মদ সে ভরে তোরে ন্যায়েন'।গিরিজা দেবীর সংগীত তৈরি হয়েছে বারাণসীতে। কিন্তু এমন বললে অত্যুক্তি হয় না যে তাঁর সংগীত ছড়িয়ে পড়েছিল এই কলকাতার মধ্যে দিয়ে। গিরিজা দেবী যে অবাঙালি এবং সারাজীবন যে-গান গেয়েছেন তার ভাষা বাংলা নয়, তাঁকে ঘিরে বাঙালির শ্রদ্ধা ও উন্মাদনা দেখলে তা বোঝার উপায় নেই।গিরিজা দেবীর সংগীত তৈরি হয়েছে বারাণসীতে। কিন্তু এমন বললে অত্যুক্তি হয় না যে তাঁর সংগীত ছড়িয়ে পড়েছিল এই কলকাতার মধ্যে দিয়ে। গিরিজা দেবী যে অবাঙালি এবং সারাজীবন যে-গান গেয়েছেন তার ভাষা বাংলা নয়, তাঁকে ঘিরে বাঙালির শ্রদ্ধা ও উন্মাদনা দেখলে তা বোঝার উপায় নেই। দলে দলে বাঙালি ছেলেমেয়েরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল।

তিনি অচিরেই বাঙালি সংগীতরসিক ও সাধারণ জনগণের 'আপ্পাজি' হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর নিজস্ব অনুষ্ঠানগুলি তো বটেই, তাছাড়া পণ্ডিত বিরজু মহারাজ ও গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের সঙ্গে তাঁর যুগলবন্দির অনুষ্ঠানগুলি বাঙালি হল ভরিয়ে দেখেছে। সংগীত রিসার্চ আকাদেমিতে 'গুরু' হিসেবে তিনি বহু বাঙালি ছেলেমেয়েকে পূরব-অঙ্গের ঠুমরি, হোরি, কাজরি সহ সংগীতের নানা বিভাগে দীক্ষিত করেছেন। তাই ২০১৭ সালের ২৪ অক্টোবর বিএম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টারে তিনি যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কলকাতার সংগীতপ্রিয় মানুষদের ঢল নেমেছিল সেখানে। গিরিজা দেবী জীবনে বহু পুরস্কার পেয়েছিলেন তাঁর সংগীতের স্বীকৃতিস্বরূপ। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার ও সংগীত নাটক আকাদেমি ফেলোশিপ। ভারতে একজন শিল্পীর জীবনে এর থেকে বেশি কিছু চাইবার থাকতে পারে না। কিন্তু অগণিত বাঙালি তথা সমগ্র ভারতের যে-ভালোবাসা তিনি পেয়েছিলেন তা কেবল বিরল শিল্পীদের ভাগ্যেই জোটে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।